উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

রংদার

রোটি কপড়া অওর মকান-সেই ধারণা এখন অতীত। আগে চাই ইন্টারনেট। উত্তরবঙ্গের অনেক পরিবারেই এক দৃশ্য। ছেলেমেয়েরা মোবাইল রিচার্জের জন্য বারবার দ্বারস্থ হচ্ছে বাবা-মায়ের। চাল-তেল ফুরোলেও এত মাথাব্যথা নেই নতুন প্রজন্মের। প্রচ্ছদে সেই কাহিনী।

»১৩ থেকে ১৬-র পাতায় **চাল-তেল পরে...**

হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি!
পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার মধ্যেই গুজরাটে আটক করা হল ১ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে। » ৭

‘হাজার বছরের যুদ্ধ’
হাজার বছর ধরে নাকি ভারত-পাক যুদ্ধ চলছে! এমনই আজব মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের সংযোজন, ‘ভারত-পাক সীমান্তে টেনশন চলছে দেড় হাজার বছর ধরে।’ » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন

আর্থিক সাহায্য
কাশ্মীরের পহলগামে নিহত ৩ বাঙালি পর্যটক ও উধমপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ জওয়ানের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। » ৫

১৩ বৈশাখ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 27 April 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 337

পাক আস্ফালন

পহলগাম হামলায় জড়িত সন্দেহে আহসান উল হক শেখের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল ভারতীয় সেনা। সব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সন্দেহভাজন জঙ্গির পরিজনরা। শনিবার দক্ষিণ শ্রীনগরের পুলওয়ামা জেলায়। -এএফপি

কারা টার্গেট

■ কাশ্মীরে বসবাসকারী সংখ্যালঘু, অ-কাশ্মীরি, রেলকর্মী, পুলিশ, পরিযায়ী শ্রমিক, কাশ্মীরি পণ্ডিত ও পর্যটক

চিহ্নিত ১৪ জঙ্গি

■ প্রাথমিকভাবে ১৪ জন স্থানীয় জঙ্গির তালিকা তৈরি করে তাদের নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা। তালিকায় সোপারের লস্কর কমান্ডার আদিল রহমান দেন্তু, অবন্তীপোরার জইশ কমান্ডার আসিফ আহমেদ শেখ

সতর্কতা জারি

■ জম্মু ও কাশ্মীরে ট্রেকিং-এ নিষেধাজ্ঞা

■ কাঠুয়া, উধমপুর, ডোডা, রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তল্লাশি

পাকিস্তানের হুংকার

■ সিন্ধু নদী দিয়ে জল না বইলে ভারতীয়দের রক্ত বইবে বলে হুঁশিয়ারি বিলাওয়াল ভুট্টোর

■ পহলগামের ঘটনা নিয়ে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত চাইছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ

সফট টার্গেট খুঁজছে জঙ্গিরা

ডাল লেকে কড়া নজর। শনিবার শ্রীনগরে।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : পহলগামে পর্যটকদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি জঙ্গিরা। কাশ্মীরে অস্থিরতা জিইয়ে রাখতে আরও ‘সফট টার্গেট’-এর খোঁজ করছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি। এজন্য রোডম্যাপ তৈরি করে দিয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। আর অস্ত্র সরবরাহে সাহায্য করছে খোদ পাক সেনাবাহিনী।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে শক্তিক্ষয়ের বদলে আগামীদিনে উপত্যকায় ‘সফট টার্গেট’-এর দিকে নজর দিতে চাইছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। সেইজন্য নিশানা করা হচ্ছে কাশ্মীরে বসবাসকারী সংখ্যালঘু ও অ-কাশ্মীরিদের। লস্কর, জৈশের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির টার্গেট হতে পারেন রেলকর্মী, পুলিশ, পরিযায়ী শ্রমিক, কাশ্মীরি পণ্ডিত ও পর্যটকরাও। শ্রীনগর ও গান্ডেরবালে এ ধরনের হামলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। সেইজন্য জম্মু ও কাশ্মীরে মোতায়েন পুলিশ, সেনা ও আধাসেনাকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে আরপিএফ ও এসআইবি। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আরপিএফ কর্মীদের ব্যারাকের বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সংঘর্ষবিরতি চুক্তি ভেঙে নিয়ন্ত্রণরেখায় হামলা চালাচ্ছে পাক সেনা। জবাব দিয়েছে ভারতও। ভারতীয় সেনা এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘২৫ এবং ২৬ এপ্রিল রাতে কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখাজুড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পোস্ট থেকে বিনা উসকানিতে ছোট অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালানো হয়। ভারতীয় সেনারাও ছোট অস্ত্র দিয়ে জবাব দিয়েছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।’

পহলগামের মতো ঘটনা যাতে আর না হয় সেজন্য কাশ্মীরে জোরদার অভিযান শুরু করেছে যৌথ বাহিনী। প্রাথমিকভাবে ১৪ জন স্থানীয় জঙ্গির তালিকা তৈরি করে তাদের নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চলছে। তালিকায় সোপারের লস্কর কমান্ডার আদিল রহমান দেন্তু, অবন্তীপোরার জৈশ কমান্ডার আসিফ আহমেদ শেখ, পুলওয়ামার লস্কর কমান্ডার এহসান আহমেদ শেখ, অনন্তনাগের হিজবুল জঙ্গি জুবেইর আহমেদ ওয়ানির নাম রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জঙ্গিদের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হতে পারে।

শুক্রবার পহলগাম হত্যায় জড়িত দুই জঙ্গি আদিল ও আসিফের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার বুলডোজার চলেছে আরও ৪ জঙ্গির বাড়িতে।

এরপর বারোর পাতায়

তদন্ত চান শাহবাজ, ভুট্টোর মুখে রক্তগঙ্গা

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৬ এপ্রিল : পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ পহলগামের ঘটনায় তদন্ত দাবি করছেন বটে। তাঁর সরকারের শরিক পাকিস্তান পিপলস পার্টি কিন্তু রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। আরও একধাপ এগিয়ে লন্ডনে পাকিস্তান হাইকমিশনের সেনা উপদেষ্টা কর্নেল তৈমুর রাহত একটি ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) ভারতীয়র গলা কেটে ফেলার ইঙ্গিত করেছেন।

সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত সহ ভারতের বেশ কয়েক দফা পদক্ষেপে এবং আন্তর্জাতিক মনোভাব বুঝে পাকিস্তান বেশ চাপে আছে এখন। পহলগামে ২৭ জনকে হত্যার পিছনে যে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরাই ছিল, তা বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে ভারত। ওই ঘটনায় শনিবার প্রথম নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

আবোদাবাদে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘আমরা যে কোনও রকম নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তে অংশ নিতে তৈরি। শান্তি আমাদের অগ্রাধিকার।’ যদিও সিন্ধু জল চুক্তি রদ নিয়েও নয়াদিল্লির উদ্দেশে তাঁর মুখে ছিল কড়া বার্তা। শরিফের ভাষায়, ‘চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান যে পরিমাণ জল পায়, কমানো হলে বা ঘুরিয়ে দেওয়া হলে পূর্ণ শক্তি দিয়ে জবাব দেওয়া হবে। কেউ যেন এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী না হন।’

পাকিস্তান পিপলস পার্টির শীর্ষ নেতা বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি অবশ্য কার্যত ভারতকে চোখ রাঙিয়েছেন। এক সমাবেশে শুক্রবার তিনি বলেন, ‘সিন্ধু নদ আমাদের ছিল, আমাদেরই থাকবে। হয় সিন্ধু দিয়ে আমাদের জল বইবে, নয়তো ওদের রক্ত বইবে।’ নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে বেনজির-পুত্রের বক্তব্য, ‘ওঁর যুদ্ধবাজ মানসিকতা বা সিন্ধুর জল ঘুরিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়কে পাকিস্তান

এরপর বারোর পাতায়

যোগ্য-অযোগ্য বাছাইয়ের রাস্তায় যাচ্ছি না। কারণ কোনও তালিকা পাইনি। আগামী মাসের প্রথমে আমরা রিভিউ পিটিশন করব।

শিক্ষাকর্মীদের জন্য দরাজ

ভাতা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : আদালত চাকরিচ্যুত করার নির্দেশ দিলেও স্কুলের শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেবে রাজ্য সরকার। ২০১৬ সালের যে প্যানেলটি সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছে, এই শিক্ষাকর্মীরা তাতে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ওই শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে গ্রুপ-সি কর্মীরা পাবেন মাসিক ২৫ হাজার ও গ্রুপ-ডি কর্মীরা পাবেন মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতা।

চাকরি বাতিলের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ভাতা দিয়ে যাবে রাজ্য সরকার। আদালতে অযোগ্য

> মুখ্যমন্ত্রীর ভাতা দেওয়ার কথা বলা এক ধরনের আদালত অবমাননা, রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানো। তাছাড়া সরকার যে রিভিউ পিটিশন করবে বলছে, তার কোনও গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে মনে করি না।
>
> -**বিকাশ ভট্টাচার্য**, *সিপিএম সাংসদ*

বলে বিবেচিত এই কর্মীরা এখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদে অনশন, অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা অমিত মণ্ডল বলেন, ‘পেটের দায়ে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হচ্ছে। সকলের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কাছে আর বিকল্প নেই।’

মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ১০০ ঘণ্টার শিক্ষাকর্মীদের অনশন চলছে। অমিত বলেন, ‘আমাদের দাবি ছিল, শিক্ষকদের মতো আমাদেরও যোগ্য, অযোগ্য তালিকা দেওয়া হোক।’ সরকার অবশ্য সেই দাবি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। তবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের স্কুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

শনিবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে চাকরিচ্যুত শিক্ষাকর্মীদের ৪ প্রতিনিধির বৈঠকের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ফোনে ভাতার ঘোষণা করেন।

মুখ্যসচিবের ফোনে তিনি বলেন, ‘যোগ্য-অযোগ্য বাছাইয়ের রাস্তায় যাচ্ছি না। কারণ কোনও তালিকা পাইনি। আগামী মাসের প্রথমে আমরা রিভিউ পিটিশন করব।’ আদালতের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়ে মমতা আশ্বাস দেন, ‘আদালত যদি একান্তই শিক্ষাকর্মীদের কাজ করার অনুমতি না দেয়, তাহলে সরকার আইন মোতাবেক অন্য উপায় খুঁজে বের করবে।’

তবে শিক্ষা দপ্তরকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত না করে মুখ্যসচিব ও শ্রম দপ্তর বিষয়টি তদারকি করবে বলে মমতা জানান। ভাতার প্রস্তাব মেনে নিলেও শিক্ষাকর্মীরা অনশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড়। যদিও শনিবার আরও দুজন অনশনকারী অসুস্থও হয়ে পড়েছেন।

তবে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

হাইকোর্টের আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষাকর্মীদের ব্যাপারে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। এখন তাঁদের ভাতা দেওয়া হলে সুপ্রিম কোর্ট অসন্তুষ্ট হতে পারে। তাছাড়া ভাতা দিতে সরকারি টাকা ব্যয় হবে। মন্ত্রীসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত ছাড়া বা কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে বাজেট বহির্ভূত খাতে এভাবে টাকা তিনি কী করে দিতে পারেন?’

সিপিএমের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য সরাসরি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর ভাতা দেওয়ার কথা বলা এক ধরনের আদালত অবমাননা, রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানো। তাছাড়া সরকার যে রিভিউ পিটিশন করবে বলছে, তার কোনও গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে মনে করি না।’ মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য শিক্ষাকর্মীদের বলেন, ‘রাজ্য সরকার শিক্ষাকর্মীদের পাশে রয়েছে। তবে আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়।’ বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘এটা সুপ্রিম কোর্টের অবমাননা। রাজ্য সরকার করের টাকা দিয়ে ভাতা দিচ্ছে নিজেদের দুর্নীতি আড়াল করার জন্য।’

কিন্তু কোন খাতে, কোন আইনে ভাতা দেওয়া হবে? মমতার সাফাই, ‘ডানলপের কর্মচ্যুত শ্রমিকদের

এরপর বারোর পাতায়

জগন্নাথ মন্দিরই হাতিয়ার তৃণমূলের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল : নানা সমস্যার বেড়াজাল থেকে বের হতে আপাতত ভগবানেই ভরসা শাসকের।

দিঘায় নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দিরে ৩০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জগন্নাথ দেবের মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। এই মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানকে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে তাদের হাতিয়ার করতে চাইছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে

ঘিরে কী কী করতে হবে সে বিষয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। ওপরমহল থেকে পাঠানো কর্মসূচি সফল করতে জেলায় জেলায় ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, অযোধ্যায় রাম মন্দির চালুর মতো অনুষ্ঠানকে সবার সামনে তুলে ধরে বিজেপি যেভাবে নিজেদের পালে হাওয়া টেনেছিল, একইভাবে দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলও একই কাজ করতে চাইছে। দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, ‘জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সামনে ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ দেবের মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।’ ওই অনুষ্ঠানে দলীয় মন্ত্রী উদয়ন গুহ, দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদের পাশাপাশি তিনিও উপস্থিত থাকবেন বলে অভিজিৎ জানান।

এরপর বারোর পাতায়

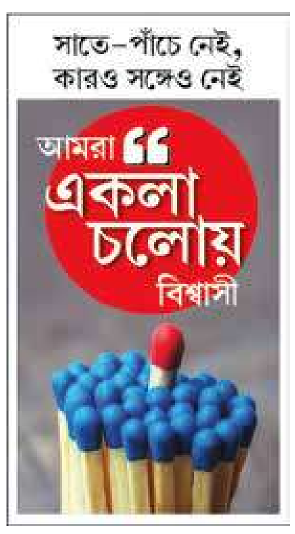

অশালীন ভিডিও দেখতে মোবাইল ভাড়া

স্কুলের শৌচাগার কুকর্মের আখড়া

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : নন্টে-ফন্টের ফচকেমি আজ অতীত। পাণ্ডব গোয়েন্দার গল্প গড়াগড়ি খায় গ্রন্থাগারে। এই প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের অধিকাংশই সেসব থেকে শতহস্ত দূরে। এখন হাতের মুঠোয় স্মার্টফোন। তাতেই বুঁদ হয়ে থাকছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বাড়ি থেকে ফোন না পেলে বন্ধুরা চাঁদা তুলে ফোন ভাড়া নিয়ে দেখছে অশ্লীল ভিডিও, খেলছে ফ্রি ফায়ার গেম। চমকে দেওয়ার মতো এমনই একটি ঘটনা সামনে এল রায়গঞ্জে।

শহরের একটি নামীদামি স্কুলের ঘটনা। ওই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়া ১০০ টাকায় ভাড়া করা মোবাইল নিয়ে এসে স্কুলের শৌচাগারে অশ্লীল ভিডিও দেখার পাশাপাশি ফ্রি ফায়ার গেম খেলছিল। শুক্রবার অষ্টম শ্রেণির এমনই তিন পড়ুয়াকে শৌচাগারের ভিতর থেকে মোবাইল সহ হাতেনাতে ধরেন শিক্ষকরা। এরপর অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে ছেলেমেয়েদের কুকীর্তির কথা জানানো হয়। সন্তানের রসাতলে যাওয়ার কথা শুনে এক অভিভাবক কেঁদে ফেলেন। শিক্ষকদের সামনেই তাঁরা তুমুল শাসন শুরু করেন নিজের ছেলেমেয়েদের।

ওই পড়ুয়াদের জেরা করে জানা যায়, বাড়িতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ না পেয়ে নিজেরা চাঁদা তুলে ১০০ টাকায় ভাড়া করে স্কুলের শৌচাগারকেই বেছে নেয় মোবাইল দেখার জায়গা হিসেবে। শুধু স্কুল শৌচাগার নয়, বাড়ি ফেরার পথে এবং প্রাইভেট টিউশন পড়তে গিয়েও মোবাইল ফোনে বুঁদ হয়ে থাকছে তারা। অশ্লীল ভিডিও

ছবি : এআই

এবং গেম খেলার জন্য তারা ঘণ্টা প্রতি হিসেবে মোবাইলের ভাড়া নিচ্ছে। অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ, প্রায়ই টিফিন খাওয়ার নাম করে টাকা চায় ছেলেমেয়েরা। তা না দিলে শুরু হয় অশান্তি। কেউ টাকা চুরি করছে, কেউ আবার টিউশনের টাকা না দিয়ে সেই টাকা দিয়ে মোবাইল ভাড়া নিয়ে গেম খেলছে। অনেক অভিভাবকই তাঁদের সন্তানদের এমন কুকীর্তির কথা জানতেনই না। শুক্রবার স্কুলে গিয়ে সব জানতে পারার পর সকলেই হতবাক।

ঘটনা প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ সাহার মন্তব্য, ‘এটা একটা অশনিসংকেত। ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছোবে বলা মুশকিল। তবে আমরা স্কুলে মোবাইল ব্যবহার নিয়ে কঠোর। যারা মোবাইল নিয়ে আসে তাদের জমা রাখতে হয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের মধ্যে মোবাইল নিয়ে আগ্রহটা বেশি। তাই তাদের নজরে রাখতে হয়। বাবা-মায়ের উচিত ছেলেমেয়েদের দিকে নজর রাখা। শুনতে পাচ্ছি পঞ্চম শ্রেণির বাচ্চারা স্কুলে এসে বিড়ি খাচ্ছে। পরিবেশ নষ্ট করছে।’

এরপর বারোর পাতায়

হাতপাখায় শরীর জুড়োতে হয় রোগীদের

স্বাস্থ্যে **দুরবস্থা**

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল : বৈদ্যুতিক পাখা নেই। দরদর করে ঘামছেন রোগীরা। পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা দিয়ে একটানা হাওয়া দিচ্ছেন তাঁদের পরিজনরা। তীব্র গরমে সাধারণ মানুষেরও এখন নাভিশ্বাস উঠেছে। রোগীদের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেড না থাকায় বহু রোগীকেই বারান্দায় রাখা হয়েছে। কিন্তু অনেক বারান্দাতেই বৈদ্যুতিক পাখার কোনও ব্যবস্থা নেই। তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা হচ্ছে রোগীদের। বাধ্য হয়ে হাতপাখার উপরই ভরসা করতে হচ্ছে রোগীর বাড়ির পরিজনদের। যদিও এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেছেন, ‘নতুন করে অনেক বৈদ্যুতিক পাখা বসানো হয়েছে। কোথাও যাতে সমস্যা না হয় সেগুলি দ্রুত দেখা হচ্ছে।’

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুনীতি রোডের পাশের ক্যাম্পাসে অন্তত ৫০০টি বেড রয়েছে। কিন্তু সেখানে বেডের তুলনায় অনেক বেশি রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। প্রতিদিনই রোগীদের ভিড় বেড়েই চলে। তাই অনেক সময়ই এক বেডে দুজন করে রোগী থাকতে হয়। কখনও আবার রোগীর চাপ সামলাতে বারান্দায় বেড রেখে সেখানে রোগীদের রাখা হয়। শনিবার ‘মেল সার্জিক্যাল’ ওয়ার্ডে দেখা গেল ঘরের ভিতরের প্রতিটি বেডেই রোগী রয়েছেন। এমনকি ঘরের বাইরে বারান্দায় বেশ কিছু বেড রাখা হয়েছে। সেখানে রোগীরা রয়েছেন। তাঁদের হাতপাখা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছেন পরিজনরা। আবার কোনও কোনও রোগী নিজেরাই হাতপাখা নিয়ে হাওয়া নিচ্ছেন। প্রশ্ন করতেই কর্তৃপক্ষের উপরে ক্ষোভ উগরে দিলেন ফয়জুল হক। পুণ্ডিবাড়ির প্রবীণ বাসিন্দা ফয়জুল গরমের মধ্যেই তিনদিন ধরে বারান্দার বেডে রয়েছেন। তিনি বললেন, ‘এখানে কোনও বৈদ্যুতিক পাখা নেই। একদিকে তীব্র গরম, অন্যদিকে মশা। কী করব, নিজেই হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছি। এখানে থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছি।’

ফ্যান নেই এমজেএন হাসপাতালে। ভরসা হাতপাখাই। ছবি : জয়দেব দাস

একই সুরে ফালাকাটার বাসিন্দা দশরথ ওরাওঁ বললেন, ‘দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ১৩ এপ্রিল এখানে ভর্তি হয়েছি। বেড পাইনি। এখন বারান্দায় থাকতে হচ্ছে। গরমের মধ্যে এখানে বৈদ্যুতিক পাখার কোনও ব্যবস্থা নেই। ঘরে পাখা থাকলেও সেখানে বেডে জায়গা নেই। এভাবে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

এরপর বারোর পাতায়

লেভেল ক্রসিংয়ে নিরাপত্তায় জোর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৬ এপ্রিল : ট্রেন চলাচল ও যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জোর দিল রেল। এজন্য লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় নিরাপত্তায় বাড়তি নজর দিচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় হাই রেজোলিউশন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় ট্রেন, পথচলতি মানুষ ও যানবাহনের উপর নজর রাখতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের হাসিমারা ও কালচিনি এলাকায় ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সিগন্যালিং এলাকায় ৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ছাড়াও কাটিহার, লামডিং, তিনসুকিয়া ডিভিশনে প্রায় ২৮ জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় ট্রেন ও যানবাহন চলাচলে সুবিধার জন্য হাই রেজোলিউশন সিসিটিভি ক্যামেরা ও স্লাইডিং বুম ব্যারিয়ার বসানোর কাজ হচ্ছে। ট্রেন চলাচল ও যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সময় লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলেও তা জানা সম্ভব হয় না।'

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহর ও জংশন ডিআরএম চৌপথি এলাকায় একটি লেভেল ক্রসিং গেট গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে যায়। এবার সিসিটিভি ও স্লাইডিং বুম ব্যারিয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় রেল ট্র্যাক পারাপারের সময় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে লেভেল ক্রসিং গেট এলাকার রেল ট্র্যাকের মাঝখানে পাথর বা ক্রসিং গেট পেভার্স ব্লক ব্যবহার করা হয়। সেখান দিয়ে ভারী যানবাহন যাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়তে হয়। তবে সেই সমস্যা দূর করতে স্লাইডিং বুম ব্যারিয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ২৯টি লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় স্লাইডিং বুম ব্যারিয়ার বসানো হয়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন লেভেল ক্রসিং গেট এলাকা সহ একাধিক জায়গায় এই স্লাইডিং বুম ব্যারিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে লেভেল ক্রসিং গেট এলাকা দিয়ে রেল ট্র্যাক পারাপারে সুবিধা হবে।

রেলের পদক্ষেপ
- লেভেল ক্রসিং গেট এলাকায় বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা
- বসানো হয়েছে স্লাইডিং বুম ব্যারিয়ার
- রেল ট্র্যাক পারাপার করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে
- ট্রেন চলাচল ও যাত্রীসুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে

পাত্র চাই

■ সাহা (ভূইয়া) 25/5'-5", Optometrist, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়িতে কর্মরতা। পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 7908953198. (C/116197)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", LLM, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ব্যাঙ্গালোরে, পুনে, হায়দরাবাদ অগ্রগণ্য। (M) 7325904150. (C/114797)

■ রাজবংশী, 32+/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/116183)

■ WB, ধর, শিলিগুড়ি, 5'-1"/27, B.A. পাশ, চাকরিরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 34-এর মধ্যে চাকরি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9735930338. (C/116190)

■ ব্রাহ্মণ, BDS, M.Ph. পাঠরতা (Nimhans, Bengaluru), সুদর্শনা, ফর্সা, 29, ডাক্তার কন্যার জন্য ডাক্তার পাত্র কাম্য। 9831386242. (C/114485)

■ পাত্রী নমসূদ্র, ফর্সা, বয়স 37, মাধ্যমিক ব্যাক, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9679993840, 8972023901. (B/B)

■ মালবাজার নিবাসী, রাজবংশী, 43/4'-9", M.A., ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 6295482359.

■ কায়স্থ, 30/5'-2", D.El. Ed., Geo. (H), TET (2022) পাশ, সুন্দরী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, সুদর্শন, অনূর্ধ্ব 35, উপযুক্ত কর্মরত পাত্র চাই। 8617644280. (C/115530)

■ 1980-তে জন্ম, M.A. Information Technology-তে Dip., 5'-4", ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট, অবিবাহিতা পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত, সুচাকরিজীবী, অবিবাহিত পাত্র চাই। (M) 7001873697. (C/115532)

■ ঘোষ (কায়স্থ), আলিপুরদুয়ার, 26/5'-1", M.A. (Pol.Sc.), সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9242004462. (C/115531)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-4", শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সঃ উচ্চপদস্থকর্মী/অধ্যাপক/ব্যাংককর্মী পাত্র কাম্য (শীঘ্রই)। (M) 9002875953. (C/116187)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, গাঙ্গুলি, ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ গোত্র, ৫'-8", শ্যামবর্ণা, M.A. পাঠরতা, 22+ বছর, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9733085431. (C/114692)

■ দত্ত, 27+/4'-10", স্নাতকোত্তর। শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-7872824384. (C/116191)

■ ব্রাহ্মণ, 30+/5'-4", MHA কনট্রাক্টচুয়াল, সঃ চাকুরে পাত্রীর 35 অনূর্ধ্ব, সঃ/বেঃ সঃ চাঃ, মালদা/দিনাজপুর/মুর্শিদাবাদ নিবাসী ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 9932411650. (S/T)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/115534)

■ M.Pharm., Govt. Job, 26/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, শিলিঃ সংলগ্ন সঃ চাকুরে, 27+/5'-5"+ পাত্র চাই। 9614900795. (C/116189)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 32+/5'-3", M.A. (Pol. Sci.), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। (M) 9832466923. (C/116213)

■ নাপিত, 30+/5'-2", M.A., D.El.Ed. (Bengali H), ফর্সা, স্বর্বণ, চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। (M) 9382416243. (C/116217)

■ সাহা, 26, বিএ পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 7679943610, 8250394279. (C/116216)

■ পাত্রী জেনাঃ, 29, গন্ধবণিক, B.A. Hon., ফর্সা, সুশ্রী, পিতা রেলে অবসরপ্রাপ্ত। সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। শিলিঃ। মোঃ 9476387756. (C/113460)

■ কায়স্থ, 28/5'-4", M.Sc., B.Ed., Postal GDS, সুশ্রী পাত্রীর (একমাত্র কন্যা) উপযুক্ত পাত্র কাম্য। পিতা Retd. শিক্ষক ও মাতা সঃ কর্মচারী। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 7076713119, জলঃ। (C/115826)

■ উঃ বঃ রাজবংশী, 27/5'-4", Civil Engineer, BE, ফর্সা ও সুশ্রী পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ যোগ্য পাত্র চাই। (M) 8250860763. (C/114695)

■ উঃ বঃ বিহারি-নুনীয়া, 32/5'-1", H.S.Pass, শ্যামলা ও সুশ্রী পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9064854008. (C/114696)

পাত্র চাই

■ দাস, জেনারেল, গণ দেবারি, ২৭+/৫'-৭", বহরমপুর নিবাসী, MBA পাশ, বর্তমানে জলপাইগুড়ি সংলগ্ন স্কুলে চাকরিরতা, গৃহকর্মে নিপুণা, শান্ত, শিক্ষিতা, একমাত্র কন্যা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত সুযোগ্য পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 9733522054. (C/116205)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", B.Pharm, স্লিম, ফর্সা, নামমাত্র ডিভোর্সি, পিতা কেঃ সঃ অবসরপ্রাপ্ত, একমাত্র কন্যা, যোগ্য পাত্র চাই, শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার। (M) 7029292838. (C/116181)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুণ্ডু, একমাত্র কন্যা, 26/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., পিতা ব্যবসা, মাতা শিক্ষিকা। সুশিক্ষিত, সঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। No caste bar. (M) 9002665112. (C/115824)

■ ব্রাহ্মণ, ২৮/৫'-8", ফর্সা, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্য, এমএ, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ চাকুরে পাত্র কাম্য। মোঃ 9547801089. (C/115822)

■ Gen., 26+/5'-3", M.A., B.Ed., ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারে স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob : 8597635530. (C/115821)

■ কায়স্থ, ৩৬+/৫'-৩½", নরগণ, পরিষ্কার রং, M.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। মোঃ 6294411077. (C/115819)

■ জলঃ নিবাসী, কায়স্থ, ২৮+/৫', B.A. পাশ, কর্মরত পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাঙ্গলিক পাত্র কাম্য। জলঃ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 8509016546. (C/115817)

■ শীল, 33/5', B.Tech., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, SC/ST বাদে, 38 মধ্যে সুপাত্র চাই। (M) 9933363355. (C/115816)

■ পাত্রী 31/5'-4", B.Sc., B.Optm., সুশ্রী, চাকরিরতা, কর্মস্থল-শিলিগুড়ি, সঃ/বেসঃ চাকরি, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9932897151. (K)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-8", আইনজীবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অগ্রগণ্য। মোঃ 9434411534, 9735070908.

■ পূঃ বঃ, সাহা, বয়স 34+, উচ্চতা 5'-1", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ কাম্য। কাস্টবার নেই। (M) 9434183574. (C/115536)

■ জলপাইগুড়ি জেলা নিবাসী, কায়স্থ, ২৮/৫'-৩", মেষ, দেব, উচ্চশিক্ষিতা, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, স্লিম, একমাত্র কন্যা, M.A. (Eng.), B.Ed., CTET, ICSE (H.S.) স্কুলে কর্মরতা। সঃ চাঃ/বেসঃ চাঃ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ-9933395364. (A/B)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 26/5'-4", MBBS পাত্রীর জন্য MD/MS, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ-9002630098 (7 P.M. to 10 P.M.). (C/115828)

■ পাত্রী 27+/5'-3", B.Com., রেলে চাকরিরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিলিগুড়িতে কর্মরত সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 9365067738. (C/113464)

■ নাথ (শিবগোত্র), 27+/5'-3", M.Sc., B.Ed., সঃ চাঃ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 35-এর মধ্যে যোগ্য পাত্র কাম্য। স্বর্বণ অগ্রগণ্য। (M) 8373092329. (S/A)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 26+/5', Advocate (B.A. LLB), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9883772256, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (C/116224)

■ রাজবংশী, 26/5'-7", M.Sc., B.Ed. (Chem.) পাত্রীর জন্য Rail, Bank, কেঃ সরকারি চাকুরে A or B গ্রেড পাত্র কাম্য। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 9832596963. (C/114699)

■ দেবনাথ, শিবগোত্র, 25+/5'-3", B.A., D.El.Ed., শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9434192095. (U/D)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 30+/5'-3", B.A. (Beng. Hons.), B.Ed., স্লিম, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 7584083311. (D/S)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc. & B.Ed., বেসরকারি হাইস্কুল শিক্ষিকা, গানে বিশারদ। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116079)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 34/5'-4", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী, দেবগণ, বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা, বাবা Rtd., শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35-40/5'-6"-6', সরকারি, বেসরকারি, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিক্ষিত পাত্র কাম্য। দয়া করিয়া কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করিবেন না। (M) 8637391598. (C/116077)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-2", MBA, MNC-তে উচ্চপদে কর্মরতা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-8250240286. (C/116078)

■ কোচবিহার নিবাসী, 26/5'-3", B.Tech., Govt. Bank-এ কর্মরত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, নেশাহীন পাত্র চাই। 9734488968. (C/116079)

■ রাজবংশী, 24+/5'-3", Bachelor of Design, শিক্ষিত সুপাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 8918028317. (C/116079)

■ সাহা, 27/5'-1", দেবারিগণ, B.Sc. (Comp. Sc.), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পাত্রীর জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 9476273216. (C/116079)

■ সম্ভ্রান্ত পরিবার, স্থায়ী চাকরি, MBBS ডাক্তার, সুশ্রী, স্লিম, ফর্সা, 39/5'-4", ভদ্র, বিনম্র পাত্রীর জন্য সুদর্শন, 40-45'এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, পরিশ্রমী, উপার্জনশীল, সৎ ও নেশাহীন জেনারেলকাস্ট, যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8240172773. (C/116079)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর বয়সি, M.Sc., ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য শীঘ্রই বিবাহে আগ্রহী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116079)

পাত্র চাই

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ Gen. Caste, 28/5'-2", M.Sc., B.Ed., D.El.Ed., সুদর্শনা কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। সরকারি চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। বয়স 35-এর ভিতর হলে ভালো। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 9064562139, সময় 7-30 P.M. - 9 P.M. (C/116081)

■ কায়স্থ, EB, 30/5'-4", MD মেডিকেল কলেজ প্রফেসর পদে কর্মরতা, ডাক্তার পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, যোগ্য পাত্র কাম্য। দয়া করিয়া কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করিবেন না। 9475444699. (C/116080)

■ পাত্রী মোদক 26+/5'3", M. Pharm (Gold Medelist), P.hd করছে। Asstn. Professor at HPI (Sikim)। যোগ্য পাত্র কাম্য। M - 9775829118 (M - 115344)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৯, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, গ্র্যাজুয়েট, পিতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত, মাতা মৃত। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9332710998. (C/116079)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, বয়স ২৯, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116079)

■ রায়গঞ্জ, রাজবংশী 27/5'2", ফর্সা, Net ও Gate উত্তীর্ণ P.hd (Math) IIT, ফাইনাল ইয়ার। উপযুক্ত চাকরিরত পাত্র কাম্য। M - 8653869807 (M - 115344)

■ পূঃ বঃ, তিলি, 28/5'-6", বিএ পাশ, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র কাম্য। 7001489783. (C/116079)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরতা, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116079)

■ ঘোষ, 36+/5'-1", B.A., পাত্রীর জন্য 40-42 মধ্যে প্রঃ ব্যবসায়ী, সঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 6296323663. (C/116080)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", M.A. পাশ, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9432076030. (C/116079)

■ নিঃসন্তান, বিপত্নীক/ডিভোর্সী, 38-40 এর মধ্যে সঃ চাকুরিরত সুপাত্র চাই। পাত্রী কায়স্থ, 37/5'5",ফর্সা, সুন্দরী H.S শিক্ষিকা, বিধবা (একটি পুত্র সন্তান (10) আছে)। মালদা, চাঁচল, রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। শিলিগুড়ি চলিবে। M-9064382795 (M - 115344)

■ বয়স ৩০, জলপাইগুড়ি-এর বাসিন্দা। গভর্নমেন্ট ব্যাংক ক্লার্ক। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116079)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২২ বছর বয়সি, বিএসসি পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116079)

পাত্রী চাই

■ নমশূদ্র, হেড টিচার (প্রাঃ), 49/5'-4", পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9434884872. (C/116136)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, 40+/5'-7", B.Com. পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, স্নাতক পাত্রী চাই। (M) 8617837871. (C/116124)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-8", BE (JU), E.M. IIM Ahmedabad, Tata Project Manager, পুনেতে কর্মরত। উপযুক্ত কর্মরতা (পুনেতে যেতে ইচ্ছুক) পাত্রী চাই। স্বর্বণ কাম্য। (M) 8918423740. (C/116182)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Tech., PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ রুচিশীল ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন, সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/116079)

■ সেন (শীল), শিলিগুড়ি নিবাসী, 32 বছর, 5'-7", দেবগণ, B.Com./MBA, Indusind Bank-এ উচ্চপদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, নিজ বাড়ি, ছোট পরিবারের পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষিতা, ফর্সা, সুন্দরী, গৃহকর্ম জানা পাত্রী চাই। কোনওরূপ কাস্টবার নেই। (M) 9434106551, 9832464999. (C/116193)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 34/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় Area Manager পদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, 24-28, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9547145467, 7679725717. (C/115823)

■ কায়স্থ, গুহরায়, 40/5'-7", সরকারি চাকরি, বাবা সেঃ গভঃ পেনশন, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্র, নামমাত্র ডিভোর্সি, পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি। (M) 9832332302. (C/116195)

■ সাহা, 37+/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/115756)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, নরগণ, 36/5'-8", B.Com., নিজস্ব বাড়ি ও ব্যবসা। এক ছেলে, সোম্যদর্শন, শিক্ষিতা, সুদর্শনা পাত্রী কাম্য। (M) 7029466672. (C/116184)

■ সাহা, 5'-5", 17 LPA, MNC কর্মরত পাত্র, সুন্দরী, 32 মধ্যে পাত্রী চাই। 9932637746. (K)

■ ৪৭, কায়স্থ, অবিবাহিত, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। ডিভোর্সি চলিবে। (M) 9903319516. (K)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ, 34/5'6", আইনজীবী (রায়গঞ্জ)। ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Mob - 9733010620 (M - 115344)

■ কাঃ, অবিবাহিত, ৪৩/৫'-৮", মাধ্যমিক, বড় ব্যবসায়ীর কায়স্থ, সুশ্রী, সংসারী, ৪০-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 9647218701. (B/B)

■ SC, 37/5'-1", H.S. পাশ, রাজ্য সরকারি কর্মী। কোচবিহারের মধ্যে, ঘরোয়া, সংসারী, B.A./H.S. পাশ, বয়স 25-32 মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 7363089089. (C/114689)

■ কায়স্থ, 36/5'-8", B.Tech., Civil Engineer, ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান। চাকরিজীবী/ঘরোয়া, সুন্দরী, ফর্সা সুপাত্রী চাই। (M) 9475331330. (U/D)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, সুদর্শন, ৩২/৫'-৮", পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য (অনূর্ধ্ব ২৭)। 9474718121. (C/116215)

■ কোচবিহার নিবাসী, কুলীন, 31/5'-11", Eng.-এ M.Phil., বেসরকারি H.S. শিক্ষকের জন্য কর্মরতা সুপাত্রী কাম্য। (M) 7583989555. (C/116199)

■ জেনারেল কাস্ট, কায়স্থ, 26/5'-7", M.Sc. & Diploma Pass, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, Counselling & Guidance Centre আছে, বাবা, মা, দিদি, জামাইবাবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে উচ্চপদে কর্মরত। সরকারি চাকরি/চাকরি ছাড়া, সুন্দরী, স্লিম, 25 অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন, কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ-7501359569. (B/S)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 43/5'-8", মাধ্যমিক, বড় ব্যবসায়ীর কায়স্থ, সুশ্রী, সংসারী, 40-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 9649218901. (B/B)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, B.Tech., NTPC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116079)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, জন্ম 30/8/1983, উচ্চতা 5'-7", দেবারিগণ, ব্যাঙ্গালোর MNC-তে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী প্রয়োজন। M,W/Ap No. 9382590855. (C/115827)

■ Wanted Bride for only son of a senior PSU Officer. Groom, Hindu, Bengali, Kaibarta, 25.5 years, 158 cm, B.Tech., working in Big 4 MNC, 15 LPA. Service holder bride preferred. Caste and mother tongue no bar. Contact : (M) 9871469125. (C/116223)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-3", M.A., B.Ed., শিলিগুড়ি নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে (VKV Central School) স্থায়ী পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ)। 9434823551 (5-9 P.M.). (C/114700)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, শিলিগুড়ি নিবাসী, 37/6', M.Tech., নামমাত্র বিবাহিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, যোগ্য স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 7908179048. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, 33, M.A., 5'-8", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি (এক দিনের দাম্পত্য জীবন), একমাত্র পুত্রের ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 8918034185. (S/C)

■ কায়স্থ, দে রায়, 29/5'-8", MCA, বেসরকারি কোং-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা সুপাত্রী চাই। (M) 9563317916. (U/D)

■ ৩১, কায়স্থ, ৫'-৫", এরিয়া ম্যানেজার, ফার্মা কোং, বাবা পেনশনার, মা হাইস্কুলের ক্লার্ক, সুন্দরী, যোগ্য পাত্রী চাই। 7384386399. (C/115818)

■ দাবিহীন, কায়স্থ, আলিপুরদুয়ার, 33 বৎঃ, M.A. (Eng.), B.Ed., একমাত্র পুত্র, Med. Rep. পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8371005863. (C/115535)

■ পূঃ বঃ বৈদ্য (দাশগুপ্ত), 38+/5'-10", M.A., DITA, আয়-FD, বাড়ি ভাড়া। নিজস্ব বাড়ি, জমি। সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, শিক্ষিত, 26-32'এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। রায়গঞ্জ। 8942060035. (C/116219)

■ SC, 36/5'-9", গ্র্যাজুয়েট, পুলিশে কর্মরত। বিপত্নীক, ২ বছরের পুত্র আছে, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। যোগাযোগ পূর্ব পত্নীর পিতার সহিত। নং-6295281262. (C/116080)

■ পাত্র সাহা, MBA, 36/5'-10", সুদর্শন, Computer-এ কাজ। একমাত্র পুত্র। স্বঃ/অসবর্ণ যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9775857416. (C/113463)

■ বণিক, 31/5'-3", প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9733245782. (B/B)

■ দত্ত, দাবিহীন, 40+/5'-7", উচ্চমাধ্যমিক, প্রেস ব্যবসায়ী, 34-এর মধ্যে ফর্সা, মাধ্যমিক পাশ পাত্রী চাই। 8250336960. (C/116078)

■ পাত্র কায়স্থ, জলপাইগুড়ি, ৩০, MBBS, সরকারি ডাক্তার, M.O. প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। ডাক্তার, সুচাকুরে চলবে। (M) 9635635984. (C/115829)

■ ঘোষ, 34+/5'-6", M.A., B.Ed., নিজ গৃহে কোচিং সেন্টার, সাথে অনলাইন কাজ। B.A./M.A., ফর্সা, ২৮ মধ্যে পাত্রী কাম্য। কায়স্থ চলবে। (M) 9832367298. (A/B)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, 43, অল্পদিনে ডিভোর্সি, ব্লক অফিসে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, মা ও ছেলে, ৩৭ অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। 9434687482. (S/M)

■ পাল (রুদ্র), 32+/5'-6", H.S.Pass, গুজরাটে প্রাইভেট কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত, বাৎসরিক আয় 7L, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, এইরূপ পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, ঘরোয়া, সুশ্রী, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9749084347. (C/115902)

■ পাত্র শিখ, 35/5'-8", গ্র্যাজুয়েট, সরকারি চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, সরকারি চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : (M) 9832925417. (C/116078)

■ কায়স্থ, 34/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, ভদ্র পরিবারের নামী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছেলের জন্য পাত্রী চাই। 7407777995. (C/116079)

■ মালদা নিবাসী 31+/5'6" B.A কাশ্যপ গোত্র সম্ভ্রান্ত বনেদী পরিবার ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য ফর্সা সুশ্রী স্লীম 24 থেকে 27 মধ্যে উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী চাই। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য (M) 70989-44200) (M - 114074)

পাত্রী চাই

■ Genr : 33/5'-8", M.Tech., Govt. উচ্চপদে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের একমাত্র দাবিহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিত, নম্র পাত্রী চাই। 7003763286. (C/116079)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা। স্টেট গভঃ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার (RFO)। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116079)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩০, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116079)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩২, M.Tech. পাশ, নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116079)

WE SOLICIT BENGALI BRAHMIN WORKING GIRLS FROM COOCHBEHAR, SILIGURI, MALDA, KISHANGANJ, BHAGALPUR, KATIHAR FOR 33/5'5" PURNEA BASED JOURNALIST BOY WORKING IN NOIDA. GIRLS WITH CULTURAL & MORAL VALUES WILL BE PREFERRED. PARENTS OF GIRLS WILLING TO RELOCATE THEIR JOBS TO NOIDA SHOULD CALL FATHER.
CALL AT-9572030113

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ৩৫+, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116079)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৪৭, বিপত্নীক, সন্তান নেই, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9332710998. (C/116079)

■ একমাত্র ছেলে, B.Com. অনার্স, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ৩২ বছরের পাত্রের জন্য ২৭/২৮ বছরের শিক্ষিত, স্লিম, স্মার্ট, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বাড়ির লোক যোগাযোগ করবেন। 9734189075. (C/116080)

■ বারুজীবী, 34/5'-2", ফর্সা, শিলিগুড়িতে ভাড়া বাড়িতে থাকা হয়, বেসরকারি কোঃ কর্মরত, মাতা-পিতাহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9563392097. (C/116080)

■ ঘোষ, 26+/5'7", Bsc(Math) ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (অগ্রাধিকার ঘোষ) মোঃ 6297703659 (বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) (M - SM)

■ বিদ্যুৎ দপ্তরের গ্রুপ-C পদে স্থায়ী সরকারি চাকুরে, 31/5'6" পাত্রের জন্য শিক্ষিত ফর্সা সুন্দরী পাত্রী চাই। রায়গঞ্জ। M - 9614906228 (M - 115344)

■ ঘোষ, COB, 34+/5'-11", সঃ স্কুলের শিক্ষক (আপার প্রাইমারি), নিজস্ব দোকান, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিতা/B.Ed. (কর্মরতা অগ্রগণ্য), সুশ্রী, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8016327466. (C/116194)

■ পাত্র ডিভোর্সি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্নাতক, 40/5'-6", একটি পুত্রসন্তান আছে। অবিবাহিত, ডিভোর্সি সন্তান সম্ভাবনাহীন, প্রকৃত সংসারী পাত্রী কাম্য। (M) 9593105337, 6294657597. (S/N)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, 31/5'-7", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বেসরকারিতে কর্মরত পাত্রের পাত্রী কাম্য। কাস্ট নো বার। 8250780591. (C/115820)

■ নমশূদ্র, কাশ্যপ গোত্র, স্নাতক (Eng.), 30/5'-5", ফর্সা, সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব দুটো বাড়ি, শিলিগুড়ি সংলগ্ন, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকই যোগাযোগ করবেন। (M) 8293813168. (A/B)

■ পাত্র কায়স্থ, 29+/5'6", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, গ্রাজুয়েট, মাঙ্গলিক, রায়গঞ্জ। মাঙ্গলিক, সুশ্রী, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। M - 9476442007 (M - 115344)

■ Gen, 1991, 5'8", প্রাথমিক শিক্ষক ২০২৪, চাকুরিজীবী হলে ভালো, মালদা অগ্রগণ্য পাত্রী চাই। 9733213124 (M - 115343)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116081)

BEST OFFER

FIXED PRICE

জেলায় জেলায় Franchisee র জন্য যোগাযোগ করুন 9836229717

দর্শন
ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্

IATA IRCTC TAAB

WINTER & SUMMER BOOKING GOING ON

GUARANTEED DEPARTURE
BEST PRICE
GREAT EXPERIENCE
BEST SERVICE

BANGKOK-PATTAYA 6 DAYS — 49,999/- THAILAND
Coral Island | Alcazar | Tiger Topia | Temple Tour Floating Market | Safari World | Marine Park
21/5, 25/5, 2/6, 11/8, 28/9, 1/10, 8/10, 18/10, 24/10, 1/11, 22/11, 20/12, 24/12, 30/12/25, 6/1, 23/1, 14/2, 3/3/ 10/4, 23/5, 30/5, 5/6, 14/8/26

BANGKOK-PATTAYA-PHUKET-KRABI 10 DAYS — 84,999/- THAILAND
Coral Island | Alcazar | Tiger Topia | Temple Tour | Safari World | Marine Park | Pattaya City Tour | Floating Market | Phi Phi Island | Phuket City Tour | Four Island
21/5, 25/5, 2/6, 11/8, 28/9, 1/10, 8/10, 18/10, 24/10, 1/11, 22/11, 20/12, 24/12, 30/12/25, 6/1, 23/1, 14/2, 3/3/ 10/4, 23/5, 30/5, 5/6, 14/8/26

GRAND EUROPE 17 DAYS SPECIALIST 21/6, 15/8, 02/9, 28/9/2025
London | Netherland |Belgium | France Germany | Switzerland | Liechtenstein | Austria | Italy | Vatican City
Special Attraction: London Eye, Thames River Cruise Eiffel Tower Level 2, Louvre Museum, River Seine Cruise, Mt. Titlis, Swarovski , Leaning Tower

DAZZLING EUROPE 14 DAYS SPECIALIST 28/5, 20/6, 18/8, 05/9, 1/10/2025
Netherland |Belgium | France | Germany | Switzerland | Liechtenstein | Austria | Italy | Vatican City
Special Attraction: Madurodam miniature park, Eiffel Tower, Louvre Museum, Mt. Titlis, Black Forest, Rhine falls, Gondola ride, Swarovski , Leaning Tower, Vatican City

ESSENCE EUROPE 13 DAYS SPECIALIST 28/5, 20/6, 19/8, 6/9, 2/10/2025
France | Germany | Switzerland | Liechtenstein | Austria Italy | Vatican City
Special Attraction: Eiffel Tower, Louvre Museum, Mt. Titlis, Black Forest, Rhine falls, Gondola ride, Swarovski , Leaning Tower, Vatican City

GEMS OF EUROPE 9 DAYS SPECIALIST 17/6, 16/8, 3/9, 29/10/2025
United Kingdom France | Germany | Switzerland
Special Attraction: London Eye, Thames River Cruise, Eiffel Tower, Louvre Museum, Mt. Titlis, Black Forest, Rhine falls

EGYPT 18/10 (SUN FESTIVAL) 21/12 /25, 20/1, 19/2/26 — 13 DAYS SPECIALIST
Cairo, Cockpit| Alexandria | Nile Cruise (3N)
Special Attraction: 1 Night stay at Alexandria Hurghada | Faiyum | Red Sea

VIETNAM COMBODIA 09 | 13 DAYS SPECIALIST
26/5, 27/9, 1/10, 9/10, 25/10, 7/11, 21/11, 12/12, 24/12/25, 13/2/26
Special Attraction : 1 Night Stay At Cruise
Ninh Binh | Chu Chi Tunnels | Ha Long Bay Cruise | Angkor Temple | Bana Hills Golden Bridge

DUBAI 6 DAYS SPECIALIST
12/8, 10/9, 28/9, 1/10, 8/10, 31/10, 21/11, 23/12, 28/12/25 (7 Days)
Sea Aquarium | City Tour | Under Water Zoo | Desert Safari | Grand Mosque | Dubai Mall | Burj Khalifa
Special Attraction: Dinner At Cannal Cruise | Palm Jumeirah

JAPAN 2/4/2026 15/11/25 (CHERRY BLOSSOM) — 11 DAYS
Tokyo | Kyoto | Osaka
Special Attraction: Mt Fuji | 3 Times Bullet Train | Mijo Castle | Hiroshima | Renkoji Temp

SRILANKA 25/10, 14/11/25 ANURADHAPURA — 9 DAYS
Negombo | Kandy | Nuwara Eliya | Bentota
Special Attraction: Nuwara Eliya Sita Amma Kavali | Bentota Mangrove Boat Ride

SINGAPORE MALAYSIA 8 DAYS SPECIALIST
12/8, 10/9, 27/9, 1/10, 25/10, 7/11, 21/11, 22/12, 30/12/25, 7/1, 21/1, 12/2/26
Gardens By The Bay | City Tour | Genting, Batu Caves | Kul City Tour, K.L. Tower, Twin Tower | Sentosa Island
Special Attraction: Wings Of Time | Sea Aquarium

BAKU ALMATY 28/9/25 — 09 DAYS
Special Attraction: Flame Tower, Fire Mountain & Fire Temple Fire Wheel, Medeu Valley, Republic Square

BALI JAKARTA 22/9, 30/9, 14/11, 25/12/25, 21/1/26 — 7 DAYS
Uluwatu Temple | Kecak Dance | Celuk Mas Kintamani | Ubud Market | Bali Swing
Special Attraction: Nusa Penida Day Tour

AUSTRALIA NEW ZEALAND 29/10/25 — 18 DAYS
Blue Mountain | Darling Harbour | Great Ocean Road Tour | Great Barrier Reef | Philip Island | Auckland Sky Tower | Wakatipu Lake | Waitomo Glowworm Caves | Tranz Alpine Train
Special Attraction: Sydney Opera House, Great Ocean Road Trip, Jet Boat Ride

SCANDINAVIA AURORA BOREALIS — 16 DAYS
28/6/2025
Finland | Norway | Helsinki-Rovaniemi | Saariselka | Lake Alta | Tromso | Kiruna | Sweden | Iceland
Special Attraction: Northen Lights, Santa Claus House, Artic Circle, Baltic Sea

DUBAI MAURITIUS 11 DAYS SPECIALIST
03/10, 26/10, 24/12/25
Sea Aquarium | City Tour | Under Water Zoo | Desert Safari | Grand Mosque | Dubai Mall | Burj Khalifa | North Tour | South Tour
Special Attraction: Dinner At Cannal Cruise | Palm Jumeirah | IIE AUX Cerf Island | Rainbow Valley

RUSSIA 15/8/25 (SPECIAL OFFER) — 8 DAYS
St. Petersburg | Moscow
Special Attraction: Russian Circus | Lenin's Mausoleum | Sparrow Hills | Sapsan (High Speed Train)

KENYA MAASAI MARA TANZANIA — 9 | 13 DAYS SPECIALIST
17/7, 17/8 (13 Days), 18/8 (Air India) 15/9/25
Nairobi | Amboseli | Lake Nakuru | Lake Bogoria | Massai Mara
Special Attraction: RPink Flemingo | Great Rift Valley | Mt. Kilmanjaro | Hot Spring | Serengeti National Park

ENGLAND SCOTLAND IRELAND — 12 DAYS
London | Oxford | Stonehenge | Bristol | Cardiff | Lancaster | Edinburgh | Inverness | Glasgow | Belfast | Limerick | Dublin 28/9/25
Special Attraction: British Museum | Lords Cricket Ground | Greenwich Entrance | Arnos Vale Cemetery | Windermere Cruise

LANGKAWI MALACCA 9 DAYS
20/5/2025 (SPECIAL OFFER)
Langkawi | Malacca | Kuala Lumpur
Special Attraction: St.Paul Hill & Church | Afamosa Fort | Jonker street | Malacca River Cruise | Sunway lagoon

কাশ্মীর BY AIR 8 Days
Srinagar (5N) | Pahalgam (2N) Special Attraction: Doodhpatri, Shikara
9/5, 17/5, 24/5, 31/5, 8/6, 22/6, 2/7, 12/7, 18/8, 22/9, 29/9, 8/10, 15/10, 15/11, 16/12, 24/12/25
with বৈষ্ণোদেবী 14 DAYS
Jammu (1N) | Srinagar (4N) | Pahalgam (2N) | Katra (2N) | Special Attraction: Kashmir Valley, Raghunath Temple, Shikara
16/5, 23/5, 4/6, 16/6, 12/7, 16/8, 28/9, 8/10/25
with অমৃতসর 15 DAYS
Amritsar (2N) | Jammu (1N) | Srinagar (4N) | Pahalgam (2N) | Katra (2N) Special Attraction: Kashmir Valley, Raghunath Temple, Golden Temple, Waga Border, Shikara
16/5 (16 days), 31/5, 3/6, 15/6, 13/7, 15/8, 27/9, 7/10/25

Oceanholic আন্দামান
7 Days: 20/5, 26/5, 15/7, 22/9, 28/9, 29/9, 8/10, 3/10, 14/10, 21/10, 27/10, 22/11, 20/12, 6/12, 25/12
7 DAYS • Port Blair (4N) • Havelock (1N) • Neil (1N)
8 DAYS • Port Blair (5N) • Havelock (1N) • Neil (1N)
10 DAYS • Port Blair (5N) • Havelock (1N) • Neil (1N) • Diglipur (1N) • Mayabunder (1N)
Special Attraction : Light & Sound Show at Cellular Jail, Natural Bridge at Neil Island, Neil & Havelock by Cruise

লে লাদাখ
8 DAYS LADAKH — Leh | Turtuk | Nubra Valley | Pangong — 5/6, 17/7, 17/8, 30/8, 9/9, 2/10, 10/10/25 — Pick Up & Drop - IXL
10 DAYS KASHMIR WITH LADAKH — Srinagar | Kargil | Leh | Turtuk | Nubra valley | Pangong — 23/5, 2/6, 14/8, 27/8, 6/9, 30/9/25 — Pick Up - SXR | Drop -IXL
17 DAYS MAGICAL LAND LADAKH — Srinagar | Kargil | Leh | Turtuk | Nubra valley | Pangong | Tso Moriri | Jispa | Manali — 31/5, 16/6, 21/8, 4/9/25 — Pick Up & Drop - Kol

ভুটান 9 Days
Jaigaon (1N) Thimpu (3N) Paro (2N)
24/5, 30/5 7/6, 16/6, 17/8, 7/9, 8/10, 2/11, 16/11, 14/12, 24/12/25

নেপাল 11 Days with লুম্বিনি
Chitwan (1N) | Kathmandu (3N) Pokhra (2N) | Lumbini (1N) Raxaul (1N)
20/5, 30/5, 9/6, 15/7, 1/10, 7/11, 5/12, 14/12, 24/12/25

রাজস্থান 14 Days AC Bus
Jaipur (2N) | Puskar (1N) Udaipur (2N) | Mt Abu (2N) Jaisalmer (2N) | Jodhpur (1N)
28/9, 9/10, 8/11, 7/12, 19/12, 29/12/2025

হিমাচল 11-15 Days
Shimla (2N) | Manali (3N) Bhutar (1N) | Dharamsala (1N) Dalhousi (2N) | Amritsar (2N)
23/5 29/8, 28/9, 9/10, 14/11, 5/12/25

শীলং গুয়াহাটি কাজিরাঙা 9 Days
Shilong (3N) | Kaziranga (1N) | Guwahati (2N)
26/5, 3/6, 27/9, 8/10, 7/11, 5/12/2025

নৈনিতাল 13 Days
Almora (1N) | Chaukori (1N) | Munsiyari (2N) | Kousani (2N) | Nainital (2N)
10/5, 23/5, 6/6, 5/9, 8/10, 14/11, 12/12/25

কেরালা AC BUS with কন্যাকুমারী 14 Days
Cochin (1N) | Munnar (2N) Kumilli (2N) | Aleppi (1N) Kovalam (1N) | Kanyakumari (2N)
18/12/24, 7/1, 11/1, 20/1, 4/2, 17/2, 29/9, 9/10, 27/10, 7/11, 8/12, 18/12, 29/12/2025

অরুণাচল 12 Days কাজিরাঙা
Guwahati (2N) | Bhalukpong (1N) | Dirang (1N) | Tawang (3N) | Bomdila (1N) | Kaziranga (1N)
10/5, 23/8, 28/9, 9/10, 27/10/25

ভাইজাগ 7 Days
Araku (1N) | Vizag (3N)
2/8, 6/9, 27/9, 11/10, 8/11, 6/12, 24/12/25

বেনারস-এলাহাবাদ অযোধ্যা-লখনউ AC CAR 9 Days
Banaras (3N) | Ayodhya (1N) Lucknow (2N)
18/8, 5/9, 27/9, 10/10, 8/11, 6/12, 14/12, 27/12/25

কিন্নর কল্পা 12 DAYS
Shimla (1N) | Sarahan (1N) Sangla (2N) | Kalpa (2N) | Rampur (1N)
26/5, 6/6, 17/8, 6/9, 29/9, 9/10/25

মধ্যপ্রদেশ 15 Days
Khajurao (2N)| Gwalior (2N) | Ujjain (2N) Jabalpur (1N) | Kanha Forest (1N)| Amarkantak (2N)
16/11, 16/12, 27/12/25, 10/01/26

মুম্বাই AC CAR with গোয়া 11 Days
16/8, 25/9, 9/10, 26/10, 4/11, 30/11/26

উত্তর ভারত 13 Days
Agra (2N) | Delhi(2N) | Vrindavan (2N) | Haridwar (3N)
18/8, 4/9, 10/10, 7/11, 18/11, 5/12/25

লাহুল-স্পিতি 15 Days
Shimla (1N) | Sangla (1N) | Kalpa (1N) | Sarahan (1N) Nako (1N) | Tabo (1N) | Kaza (2N) | Manali (2N)
15/6, 5/7, 6/9/25

গুজরাট with স্ট্যাচু অফ ইউনিটি AC Bus 16 Days
Ahmedabad (3N) | Bhuj (2N) Dwarka (2N) | Somnath (3N) Gir Forest (1N)
8/11, 6/12, 22/12/25

সিল্ক রুট 7 Days
Sillery Gaon | Aritar | Zuluk | Nathang valley
BOOKING STARTS FROM APRIL-OCT 2025

দক্ষিণ ভারত 13 Days
Mysore (1N) | Tirupati (1N) | Kanyakumari (2N) | Rameswaram (1N) | Madurai (1N)
8/11, 6/12, 22/12/25

WEEKEND DELUXE PACKAGE 2N-3D : TAJPUR | PURULIA | BARANTI | AJODHYA | JHARGRAM | DOOARS
FOR WEEKEND PACKAGE BOOKING ONLY: 9831646333

সুন্দরবন
Deluxe Package 3 Days ANY FRIDAY

INTERNATIONAL BOOKING: 9147416555
DOMESTIC BOOKING: 9147416222

HEAD OFFICE: OFFICE 401, 57D C.R. AVENUE, MAGNET CHAMBER, KOL- 700012. 2236-0090
www.darshantravelsandtours.com
SILIGURI OFFICE: COSMOS MALL 2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI- 734001, WESTBENGAL 9564661813 8988401775
BERHAMPUR OFFICE: 03482315715 9147399976
13/A/2 SAHID SURYA SEN ROAD, BERHAMPUR MURSHIDABAD

তৈরি সার্কিট বেঞ্চ

জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি গোশালা মোড়ের কাছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ শেষ। আগামী ৭ মে জলপাইগুড়ি আসছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। সূত্রের খবর, আগামী ৮ মে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে স্থায়ী ভবনের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার কথা প্রধান বিচারপতির। যদিও জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, এখনও এই সংক্রান্ত তারিখ চূড়ান্ত হয়নি। সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোয় ঢোকার জন্য সাতটি প্রবেশপথ থাকছে। ৮০টি কর্মী আবাসন, ব্যাংক, ডাকঘর, পার্কিং লট, এটিএম থাকছে। শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সাতটি সিঙ্গল বেঞ্চ ও পাঁচটি ডিভিশন বেঞ্চে। স্থায়ী ভবন পাঁচতলার করা হয়েছে। প্রায় ১৩টি আদালত কক্ষ এবং প্রধান বিচারপতির এজলাস সহ আরও অন্যান্য ব্যবস্থা থাকছে।

তিন বাগানে তিন চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৬ এপ্রিল : একই রাতে তিনটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল ডুয়ার্সের তিনটি চা বাগানে। মাল ব্লকের বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের লিসরিভার, রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাইলি এবং বানারহাট ব্লকের আমবাড়ি চা বাগানে বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় চিতাবাঘগুলি ধরা পড়ে। শনিবার সকালে স্থানীয়রা বিষয়টি দেখে বন দপ্তরে খবর দিলে বনকর্মীরা এসে সেগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

লিসরিভার চা বাগানের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার রাহুল শর্মা জানান, এদিন সকালে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘের হুংকারে ঘুম ভাঙে শ্রমিকদের। বাগানের হোপ ডিভিশনের মিশন লাইনে গিয়ে শ্রমিকরা বন্দি চিতাবাঘটি দেখতে পান। গত ১৫ এপ্রিল চা বাগানের এক অস্থায়ী মহিলা শ্রমিক বিনীতা ওরাওঁ চিতাবাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হয়েছিলেন। এর আগেও গত প্রায় দু'মাস ধরে বাগানে চিতাবাঘের অস্তিত্ব দেখা গিয়েছে।

সাইলি চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

যে কারণে বাগানের স্বাভাবিক কাজকর্ম মাঝেমধ্যেই ব্যাহত হচ্ছিল। অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল শ্রমিকদের মধ্যে। তাই বন দপ্তরে খাঁচা বসানোর আবেদন জানানো হয়। তাতেই এদিন খাঁচাবন্দি হয় একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘ।

অন্যদিকে, সাইলি চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনেও এদিন একটি মর্দা চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে শ্রমিক আবাসনে গৃহপালিত পশুদের ওপর আক্রমণ করছিল চিতাবাঘ। সম্ভবত সেটিই বন্দি হয়েছে বলে ধরে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন বাগানের শ্রমিকরা। দুটি চিতাবাঘকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুস্থ অবস্থায় গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে মাল বন্যপ্রাণ বিভাগের রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী জানিয়েছেন।

এদিকে, আমবাড়ি চা বাগানে আপার ডিভিশনে পাতা খাঁচায় একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। গত মাসের প্রথম সপ্তাহে এই বাগানের এক মহিলা শ্রমিক চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হয়েছিলেন। এরপর বাগান কর্তৃপক্ষের কথায় বন দপ্তর খাঁচা পাতে। এদিন সকালে শ্রমিকরা বন্দি চিতাবাঘটি দেখতে পান। নিমেষে সেটিকে দেখতে ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যান এবং দূরবর্তী জঙ্গলে ছেড়ে দেন। আমবাড়ি চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার কুন্তল সান্যাল বলেন, 'এখানে আরও চিতাবাঘ থাকার আশঙ্কা করছি আমরা। ফের খাঁচা পাতার জন্য বলা হবে।'

বাংলা যুব দলে কৃষক-কন্যা

ফালাকাটা, ২৬ এপ্রিল : ভাঙা টিনের ঘর। দিনে রোদ্দুর। রাতে চাঁদের আলো। ঘরে ঝড়-জলের অবাধআনাগোনা। খাবারও ঠিকমতো জোটে না। এখানে খেলাধুলাও তাই বিলাসিতা। এমন পরিবারের মেয়ে পূজা বিশ্বাস এবার খোখো বাংলা দলে সুযোগ করে নিল। অনূর্ধ্ব ১৭ বালিকা বিভাগে খোখো খেলতে সে দিল্লি যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র মেয়ে হিসেবে পূজাই বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে। রবিবার দিল্লির উদ্দেশে রওয়া দিচ্ছে পূজা। ৩০ এপ্রিল থেকে শুরু হবে জাতীয় স্তরের খেলা।

ফালাকাটা শহরের পারঙ্গেরপার শিশু কল্যাণ হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী পূজা। বাড়ি ফালাকাটা থানার যোগেন্দ্রপুরে। বাবা অজয় বিশ্বাস একজন সাধারণ কৃষক। এমন অবস্থায় পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোও চালিয়ে যাচ্ছিল পূজা। ছোট থেকেই খোখো খেলার প্রতি তার আগ্রহ ছিল। স্কুলের খোখো টিমের সে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ইতিমধ্যেই জেলা স্তরে একাধিক খেলায় পুরস্কার জিতেছে পূজা। সম্প্রতি বাংলা দলের জন্য বাছাই

জাতীয় স্তরে খোখো খেলবে পূজা।

প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেখানেই পূজার পারদর্শিতা নজরে আসে বিচারকদের। ট্রায়াল দেখে তাই তাকে বাংলা দলের জন্য বেছে নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলির মধ্যে পূজাই একমাত্র প্রতিনিধি, যে কি না এমন জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। পূজা বলে, 'আমার এই সাফল্যে স্কুল এবং বাড়ির অবদান আছে। তবে আমার মূল লক্ষ্য জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া।' পূজার স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক সুশান্তকুমার রায়ের কথায়, 'ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমাদের স্কুলের বেশ নাম আছে। এবার পূজা খোখো রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরের দলগুলির সঙ্গে খেলবে। অন্যদের এই খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।'

পূর্ব ভারতে যাত্রা শুরু মাইন্ডস্পার্কের

নিউজ ব্যুরো

২৬ এপ্রিল : আইইএম পাবলিক স্কুল ও এডুকেশনাল ইনিশিয়েটিভস লিমিটেড (ইআই)-এর যৌথ উদ্যোগে পূর্ব ভারতে প্রথম মাইন্ডস্পার্ক (ইআই) চালু হল। মাইন্ডস্পার্ক হল এমন একটি অত্যাধুনিক, কম্পিউটার-সহায়ক শিক্ষণ মাধ্যম যা শিক্ষার্থীদের গণিতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে ইংরেজি এবং বিজ্ঞানে পড়ুয়াদের দক্ষতাও বাড়ায়। মাইন্ডস্পার্ক প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের দক্ষতা উপযোগী শিক্ষা দিয়ে থাকে, যার সঙ্গে পড়ুয়ারা সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই মাইন্ডস্পার্ক ল্যাবের উদ্বোধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপযোগী, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এবিষয়ে আইইএম পাবলিক স্কুলের পরিচালক দেবাশিস মজুমদার বলেন, 'এই উদ্যোগটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার পরিবর্তন এবং শিক্ষাগত ফলাফলের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

নতুন রূপে নতুন বছর সন্ধ্যা ৭ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মন মানে না, ১০.০০ বদলা, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.১৫ খোকা ৪২০, সন্ধ্যা ৭.১৫ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.১৫ বাদশা – দ্য ডন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ দিওয়ানা, দুপুর ২.৩০ অভিমান, বিকেল ৫.৩০ মায়া মমতা, রাত ১০.০০ পরিণীতা, ১২.৩০ হুব্বা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.৩০ বস্তির মেয়ে রাধা, রাত ৮.০৫ হিরোগিরি, ১১.০৫ জামাই ৪২০

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ১০.০০ প্রতিশোধ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কালো চিতা, রাত ৮.৩০ ন্যায়দাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সোনার সংসার

জি সিনেমা এইচডি : সকাল ৮.৫২ সিম্বা, বেলা ১২.০১ যোদ্ধা, দুপুর ২.৫০ ভালাত্তি, বিকেল ৫.০৩ প্রলয় – দ্য ডেস্ট্রয়ার, রাত ৮.০০ জওয়ান, ১১.৩২ দাবাং-টু

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৫৩ বিবাহ, দুপুর ২.২০ খট্টা মিঠা, বিকেল ৫.২৪ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ রামাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, ১০.৫৭ শূরবীর

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ৯.২৭ দিল ধড়কনে দো, বেলা ১২.২১ শেরদিল – দ্য পিলিভিট সাগা, দুপুর ২.১৯ ডার্লিংস, বিকেল ৪.৩৭ রশ্মি রকেট, সন্ধ্যা ৬.৫৫ কঞ্জুস মক্ষীচুস, রাত ৯.০০ ফররে, ১০.৫৫ ট্র্যাপড

রমেডি নাউ : বেলা ১১.০১ মি বিফোর ইউ, ১২.৫২ গারফিল্ড, ২.০৯ মার্লি অ্যান্ড মি, বিকেল ৪.০৪ দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার, ৫.৫০ দ্য বুক অফ লাইফ, সন্ধ্যা ৭.২৪ অ্যান্ড সো ইট গোজ, রাত ৯.০০ দ্য ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা

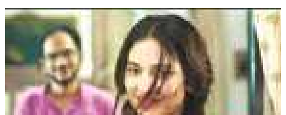

পরিণীতা রাত ১০ জি বাংলা সিনেমা

ভালাত্তি দুপুর ২.৫০ জি সিনেমা এইচডি

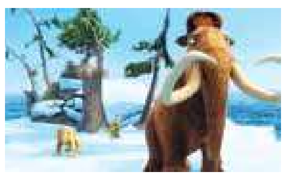

আইস এজ : কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট দুপুর ১২.৪৩ মুভিজ নাউ

ডেভিড রোকোজ ডলচে ইন্ডিয়া রাত ৮.২১ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

উনসত্তরে থামল জীবনের জয়গান

চা বাগান হারাল সুরের রাজা গোকুলকে

নাগরাকাটা, ২৬ এপ্রিল : শুক্রবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে খবরটা আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিক মহল্লা। সেদিন চা বাগানের আকাশ জলভরা মেঘ, বৃষ্টির বেদনাকে বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কোনও চা পাতা থেকে কোনও কুঁড়িরা ফোটেনি।

রাত কাটল কোনওমতে। শনিবার সকালে সকলের প্রিয় গোকুল দাজুর নিথর দেহটা এসে পৌঁছাল মাউন্ট অলিভ লাইনের বাড়িতে। কয়েকশো শ্রমিকের জটলা। প্রত্যেকের কান্নাভেজা চোখ আর, গান। শুধুই গান। গানই ছিল গোকুলের মূলধন, জীবনীশক্তি। আর সেই গানেই অন্তিম বিদায় জানালেন চা শ্রমিকরা। বাগানের প্রজাপতি যত, আরও একদিন যেন গুটিপোকা হয়ে গোকুল-শোকে বিহ্বল থাকল।

উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক আন্দোলনকে যিনি আজীবন সুর জুগিয়েছেন, তিনি গোকুল সিং থাপা। বাগ্রাকোট বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ছিলেন তিনি। তাঁর লেখা গান যেন হয়ে উঠেছিল শ্রমিকদের প্রতিবাদ অ্যানথেম। বহু 'যুদ্ধের' সেই নায়ক নীরবে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। এদিন ছিল তাঁর অন্ত্যেষ্টি।

এক সময় ডানকান্সের আওতাধীন বাগ্রাকোট সহ এক ডজনেরও বেশি বাগান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। নিজে শ্রমিক হওয়ার সুবাদে দারিদ্র্যকে কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাঁর সংবেদনশীল মনকে নাড়া দেয় সহকর্মীদের জীবনযন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার অনুভূতি বুকে নিয়ে তৈরি করেন একের পর এক গান। গানগুলি ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়, ডুয়ার্সের চা বাগিচায়। ক'দিন আগে লংভিউ বাগান কিংবা গত পুজোয় গ্রাসমোড়ের আন্দোলনেও শয়ে-শয়ে শ্রমিকরা সমস্বরে গেয়েছেন, ঘরবাড়ি ছোড়ের লৈ লৈ গয়েছ কেরালা/ ইয়ো বাগান বিগ্রিয়েকো/ কহিলে শুধরেলা...। এ গান গোকুল দাজুরই সৃষ্টি।

খর্বকায় মানুষটি ছিলেন আত্মভোলা। আদ্যপান্ত সংস্কৃতিপ্রেমী। নাটকের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর গান বঞ্চনার কথা বলত। নেতাদের মজার ছলে তিরের ফলায় বিদ্ধ করার ক্ষমতা রাখতেন এই শিল্পী। চা বাগানের সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, উৎসবের বহু গান লিখেছেন। সুর দিতেন নিজেই। গাইতেনও।

চা শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক শমীক চক্রবর্তী বলছিলেন, 'দুঃখের জীবনেও যে প্রাণ খুলে হাসা যায়, কান্নাকে ভরে দেওয়া যায় অনাবিল হাসির মোড়কে, এ কথা গোকুল দাজুকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁর সৃষ্টিগুলো নিয়ে সংকলন করার ইচ্ছে রয়েছে।' মৃত্যুকালে গোকুলের বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। দিনকয়েক আগে ব্রেনস্ট্রোক হয়। তারপর ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। তাঁর বাড়িতে স্ত্রী ও তিন মেয়ে রয়েছেন।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : এ সপ্তাহে অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। হাঁটু, মেরুদণ্ডের ব্যথা আপনাকে মানসিক দিক থেকে বিষাদযুক্ত করতে পারে। তবে চিকিৎসায় ফল মিলবে। গৃহে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে অবশ্যই শামিল করুন। সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। উদরপীড়ায় সমস্যা।

বৃষ : সন্তানের সঙ্গে অযথা মতানৈক্য এড়িয়ে চলুন। পুরোনো কোনও রোগ ফিরে আসায় দুশ্চিন্তা। ব্যবসার ক্ষেত্রটি নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের শেষভাগ থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে। সন্তানের বিশেষ কৃতিত্বে আনন্দিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলাকে বাইরের কোনও ব্যক্তির সামনে নিয়ে যাবেন না। প্রেমের সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে।

মিথুন : এ সপ্তাহে আপনার স্বাভাবিক কথাকেও বুঝতে ভুল করে কেউ কেউ বিরুদ্ধতায় যেতে পারে। বেকাররা কাজের সুযোগ পেতে পারেন। পুরোনো কোনও সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদেশে বাসরত কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ মনে প্রশান্তি আনবে। শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। উচ্চ রক্তচাপের রোগী হলে সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে সামান্য সমস্যা।

কর্কট : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হলেও চিকিৎসার সুফল পাবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পথে তর্কবিতর্কে যাবেন না। শিক্ষার্থীরা পড়বে বাধাবিঘ্নের মধ্যে। দাম্পত্যে হঠাৎই সমস্যা দেখা দিতে পারে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। কোনও রকম বিতর্কে জড়াবেন না।

সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে। এ সপ্তাহে আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন প্রিয়জনেরা। প্রেমের বিষয়ের সংকট কেটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। উদরপীড়া। ব্যবসা পরিবর্তনের মানসিকতা গড়ে উঠবে। সারা সপ্তাহ ধরে মানসিক চাপ থাকবে। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তিলাভ। সন্তানের জন্যে গর্ব।

কন্যা : সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ভ্রমণের ইচ্ছা এ সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। অধ্যাপক ও প্রযুক্তিবিদগণ সম্মানিত হতে পারেন। বাত বৃদ্ধি। দাম্পত্যের জটিলতার কারণ খোঁজার চেষ্টা করুন। সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশ করে আনন্দলাভ। আর্থিক সমস্যা কাটবে।

তুলা : এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। অবিবাহিত কন্যার বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হতে পারে। আপনার যুক্তিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন সহকর্মীরা। আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রের সমস্যায় অস্বস্তি থাকবে। চোখের অসুখে ভোগান্তি।

বৃশ্চিক : যে কোনও কাজ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দূরের কোনও স্বজনের সহায়তায় ব্যবসায় এবং কর্মক্ষেত্র অগ্রগতি হতে পারে। গৃহ সংস্কার করতে উদ্যোগী হওয়ার পূর্বে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া ভালো। জ্বর ও শ্লেষ্মা ভোগাবে। আর্থিক সমস্যা থাকলেও তা সপ্তাহের শেষভাগে কেটে যাবে। অপ্রিয় সত্য কথা বলে বিপাকে। হঠাৎই কোনও প্রিয়জনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। উদরপীড়া।

ধনু : সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা মাথায় থাকার চেষ্টা করুন। অকারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অকারণে উদ্বেগ চলবে। অংশীদারের জন্যে ব্যবসায় সমস্যা দেখা দেবে। অহেতুক কাউকে সন্দেহ করে মানসিক অশান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার ইচ্ছার কথা খুলে বলুন। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয় হলেও তা আপনাকে তৃপ্তি দেবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

মকর : সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়তে পারে। নতুন গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বাবার সঙ্গে ছোট্ট ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ হবে। জীবাণু সংক্রমণে দুর্ভোগ বাড়বে। সন্তানের পরামর্শ কাজে লাগায় খুশি হবেন। গৃহ সংস্কারে ব্যয় হলেও মানসিক চিন্তার অবসান ঘটবে। অন্যায় কাজে সমর্থন করতে যাবেন না। সুগারের রোগীরা খুব সাবধানে থাকুন।

কুম্ভ : এ সপ্তাহে নানারকম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কারণের সম্মুখীন হতে পারেন আপনি। কিন্তু তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে গেলেই তা সমস্যার হয়ে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ অখুশি করবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সারা সপ্তাহ কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। মায়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অপত্যস্নেহে ব্যয়াধিক্য। ব্যবসা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

মীন : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিবাদ বৃদ্ধিতে মানসিক অশান্তি চলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখোমুখি। ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। ভাইবোনের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে। অপ্রিয় সত্য কথা না বলাই শ্রেয় হবে। অহেতুক কোনও অপছন্দের কাজ করতে গিয়ে সংকটে পড়ার আশঙ্কা। বাতজ ব্যথা বৃদ্ধি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৭ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল, ২০২৫, ১৩ বহাগ, সংবৎ ১৫ বৈশাখ বদি, ২৮ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৫।৫৯। রবিবার, অমাবস্যা রাত্রি ১।১২। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ১২।৫৮। প্রীতিযোগ রাত্রি ১২।৪৭। চতুষ্পাদকরণ দিবা ২।২৫ গতে নাগকরণ রাত্রি ১।১২ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।৫৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১।১২ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৯।৫৯ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৯ গতে ২।২৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।৩৬ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১২।৫৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ২।২৩ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫২ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৭।৩৩ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ২।৪৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৫২ গতে ৯।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।০ মধ্যে।

কেব এসি এবং আইটেমগুলির রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিআরএসএমএনজিটি এনএফআর০১২০২৫-২০২৬, তারিখ : ২৩-০৪-২০২৫। স্থান সহ কাজের নাম: ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ও পক্ষ থেকে "ক্যাব এসি এবং আইটেমগুলির রক্ষণাবেক্ষণ"-এর ঠিকা প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ জারির সময় থেকে ২৪ মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের বিস্তারিত বিবরণ টেন্ডার নথিতে দেওয়া হয়েছে। কাজের আনুমানিক মূল্য: ১৫,১৭,৫৯৩.২০ টাকা; বায়নার ধন : ৩০,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। ওয়েবসাইট বিবরণ, www.ireps.gov.in-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যেতে পারে।

সিনি. ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ০৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: উত্তর লখিমপুরে এডিইএন/রঙাপরা নর্থ এবং এডিইএন/বিশ্বনাথ চারালির অধীনে ট্রাক্ট/ট্রেলার ভাড়া এবং সামগ্রী লোডিং/আনলোডিং। (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ৭৭,৯৫,৪৯৩ টাকা; বায়নার ধন: ১,৫৫,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CINEMA সিনেমা

স্পোকেন ইংলিশ

■ ইংরেজি দ্রুত শিখে স্বচ্ছন্দে বলার চর্চা। পত্রযোগে আকর্ষণীয় সহজ পদ্ধতি। ফোন করুন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/116081)

টিউশন

■ Don Bosco 4-এর ছাত্রকে English পড়ানোর জন্য গৃহশিক্ষক চাই। M : 9851121142. (C/116218)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ে ২/৪ তলায় ছেলেদের জন্য ৩টি সিঙ্গল রুম (+ কিচেন, বাথরুম) ভাড়া দেব। M : 9476386697

■ N.J.P পাঁচকলগুড়িতে Bank-এর জন্য 1000 sq.ft. ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। Mo. 7679926339. (C/116220)

■ শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটের কাছে হাকিমপাড়া মেইন রোড সংলগ্ন দোকান/অফিস/গোডাউন ভাড়া দিবো। M : 9051119160. (C/116078)

■ Siliguri রবীন্দ্র সরণি পোস্ট অফিসের সামনে G/F 3 BHK. ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9434131088. (C/113462)

ভাড়া

■ 3 BHK flat for rent at Subhaspally near Hati More. Family only. M : 9933066940/9474773872. (C/116080)

বিক্রি/ভাড়া

■ সুভাষপল্লিতে মনোরম পরিবেশে গ্যারাজ সহ ফ্ল্যাট ভাড়া/বিক্রি হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 8167694813. (C/115901)

লিজ

■ কোচবিহারে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিজে দেওয়া হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ- 9734761948

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/116078)

বিক্রয়

■ আশিঘর-সাহুডাঙ্গি মেইন রাস্তার ওপর পাকা ড্রেন এবং পাকা রাস্তা করে ২,৩,৪,৫ কাঠা পর্যন্ত জমি বিক্রয় করা হচ্ছে। (শিলিগুড়ি) 93324-92359.(C/116078)

■ কলকাতা (কেষ্টপুর)-এ 2 BHK flat 700 SF 32 L- এ বিক্রি হবে। M : 9832009803.

■ 3 BHK Flat sale, Haiderpara main road, 4th floor. No Lift। M : 9830915442 (C/116202)

■ 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়, 986 sq.ft. সামনে গ্যারাজ সহ 1st ফ্লোর। অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি অতি সত্বর। M : 9800362528. (C/113465)

■ কোচবিহার শহরের দেবীবাড়িতে, সুপরিবেশে 3-BHK, 2- Toilet, 1300 sq.ft. (S.B), স্বয়ংসম্পূর্ণ, 5 তলায়, দিঘিমুখী, 3 দিক খোলা, লিফট, জেনেরেটর, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদি সুবিধাযুক্ত ফ্ল্যাট বিক্রয়। দালাল ব্যতীত যোগাযোগ। M : 7908195173. (C/114690)

■ জল ঃ পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি (W/13) মেইন রাস্তার ধারে বিল্ডিং সহ জমি অতি সত্বর বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ- 8653910776. (C/115825)

বিক্রয়

■ আমবাড়ি অঞ্চল মোড়ে ৫ কাঠা বাস্তুজমি বিক্রয়। M : 8637532207. (C/116212)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় মহামায়া কালীবাড়ির কাছে 2 BHK (1st floor), 750 sq.ft ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। 7797974075। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/116221)

■ New flat 3 BHK, 3rd flr. at Aurobinda Pally, Siliguri for sale. M : 9650006491. (K/D/R)

■ কোচবিহারে গোপালপুর তেপথি থেকে 1.5 কিমি উত্তরে পাকা রাস্তার কাছে 13.5 বিঘা কৃষিজমি বিক্রয়। M : 9804306197. (K)

■ শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগরে দেড় কাঠার জমিতে বাড়ি সহ বিক্রয় অতি শীঘ্রই হইবে। Ph - 9832384351. (C/116225)

■ Land sale at Dinhata Town. Mob. No. 6297515359. (K)

■ কোচবিহার শহরে, বিশ্বসিংহ রোডে নতুন বাজারে 50 ফুট গলির ভিতরে ৩টা ঘর, পায়খানা, বাথরুম সহ এককাঠা জমি বিক্রি হবে। M : 8967863459. (C/114698)

■ Sale 2 Katha 13 Chhatak Land at Paglupara, Sahudangi। M : 9154159921. (C/116080)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোড লাগোয়া, ক্ষুদিরামপল্লিতে চালু অবস্থায় বইয়ের দোকান ভাড়া/সমস্ত বই আসবাবপত্র সহ বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ - 98320-92435. (C/116078)

■ পূর্ব বিবেকানন্দপল্লিতে 2 কাঠা 7 ছটাক ফাঁকা জমি বিক্রয়। মূল্য 72 লক্ষ। M : 79086-31473. (C/116079)

■ শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম ২৩ নং ওয়ার্ডে ২ কাঠা জমি, টিনের পাকা বাড়ি অতিসত্বর উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি হবে। প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। 95640-12777/77978-03334. (C/116080)

কিডনি চাই

■ O+/O- কিডনি চাই। দানে ইচ্ছুক সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। M : 9832451471/9733012993. (U/D)

কর্মখালি

■ স্ক্র্যাবার প্যাডের সেলসম্যান চাই, না টার্গেট, না ফুলটাইম। কিনুন-বেচুন নিজেই করুন। মোঃ ৮০১৬৩২১২০৬, শিলিগুড়ি। (C/116208)

কর্মখালি

■ SIP Abacus Siliguri Hakimpara inviting Graduate ladies with good communication skill to become teacher (Part Time). No teaching experience required. Send your bio-data @ 9064042757 for interview. No call will be entertained. Prefer www.sipabacus.com for details. Training Cost Included with 100% Job Gurantee. (C/115294)

■ মুদিখানা দোকানের জন্য একজন সৎ ও কর্মঠ স্টাফ চাই। আগে আসিলে আগে নিয়োগ করা হইবে। বেতন 10-14 হাজার, ফুলবাড়ি সুপার মার্কেট। (M) 9641186268, 7001518752. (C/116198)

■ শিলিগুড়ি কারখানায় কাজের জন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শ্রবণ প্রতিবন্ধী) ছেলে/মেয়ে চাই। (M) 7602007761.

■ সমগ্র শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, বাগডোগরা, ওদলাবাড়ি, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি এলাকায় ব্যাংকের EMI সংগ্রহের জন্য কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ পুরুষ ও মহিলা ফিল্ড এগজিকিউটিভ প্রয়োজন। বাইক/স্কুটি এবং স্মার্ট ফোন থাকা আবশ্যক। Fixed Salary + TA. Mob : 9147366048. (C/116078)

কর্মখালি

■ প্রিন্টিং হাউসে কাজের জন্য স্টাফ চাই। Flex-O-Print, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (M) 9832012024. (C/116078)

■ শিলিগুড়িতে কাজের জন্য প্রচুর লেবার এবং পিকআপ ভ্যান ও JCB গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। (M) 9832012224. (C/116078)

■ A reputed Ad Agency is hiring a Graphic Designer Key Skills required : Adobe photoshop, Illustrator, Gorel Draw. Experience : 1-3 years. Contact : +918250644307. Location : Siliguri. (C/116078)

■ Need Experienced Civil Engineer for Siliguri. (M) 9800527998. (C/116080)

■ Leads Overseas Pvt. Ltd. পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ কিচেন চিমনি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে 'সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার' প্রয়োজন। কিচেন চিমনি ও ওয়াটার পিউরিফায়ার ম্যানুফ্যাকচারিং সহ সার্ভিস-এর কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। বেতন 14000/– 16500/- যোগাযোগ - সেবক রোড, শিলিগুড়ি। M : 9733395611. (C/116079)

■ বাগডোগরায় হোটেলে খাবার পরিবেশক প্রয়োজন। Ph.No. 7908516510. (C/116211)

কর্মখালি

■ Required experienced staff for Jewellery Shop in Siliguri. WhatsApp resume to 7076571142. (C/116078)

■ পাহাড়িয়া টাইমসের জন্য ভিডিও এডিটর, কমিশনভিত্তিক বিজ্ঞাপন এজেন্ট প্রয়োজন। ফোঃ 9832382131. (C/116080)

MITHILA PUBLIC SCHOOL
R. B. NAGAR, FORBESGANJ, BIHAR
ESTD. 1989
NUR TO X+2 (CBSE)
JOB OPENINGS (Residential)
1. PGT (Pref. Exp: 10 Years) & PRT (ENGLISH) Couples Preferred Exp : 3+ Years
2. TGT (English), Exp: 5+ Years
3. Hostel Warden (Boys) Defense Background
4. PGT (Pref. Exp: 10 Years) & TGT (Mathematics), Exp: 5+ Years
Salary : Competitive, Negotiable, Accommodation & Mess Included.
Contact Us :
06455-223164, +91 95724-39697
+91 62990-15918
Contact@mpsrbn.in

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট

অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন। তার আগে শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিভিন্ন ধর্মীয় আচারের ভিডিও পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বয়ে আনুক শান্তি সম্প্রীতি।

কল্যাণকে সংবর্ধনা

রবিবার জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম রাজ্য কমিটির বৈঠকে আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হবে।

ধৃত বাইক চোর

কলকাতা শহরে পরপর বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। ওই বাইক চোর সন্দেহে শনিবার পার্ক স্ট্রিট থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তদন্ত চলছে।

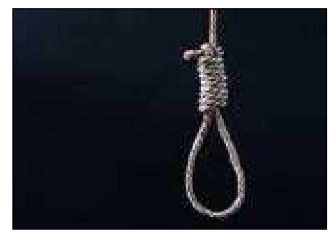

ঝুলন্ত দেহ

শনিবার সকালে হাওড়ার বেলুড়ে একটি ঘরে বাবা ও ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। খুন না আত্মহত্যা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মমতার সঙ্গে আজ কালীঘাটে সাক্ষাৎ অযোগ্যদের

ব্রাত্যর সঙ্গে বৈঠক কাল

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : 'যোগ্য'রা স্কুলে ফেরার অনুমতি পেলে 'অযোগ্য'রা পাবে না কেন? 'অযোগ্য' প্রমাণের গুরুত্বই বা কী? প্রশ্ন অনেক, সমাধান একটাই। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাধানের কোনও উপায় নেই। শনিবার শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এই কথা যেমন স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনই শুক্রবার শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে একই কথা জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে সেই কথা মানতে নারাজ 'অযোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর দল। তাঁরা ডিআই অফিসের পাঠানো যোগ্যদের তালিকার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শনিবার দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে ধর্না অবস্থান করেন।

এদিন 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম' দুপুর ২টো নাগাদ ব্রাত্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে মন্ত্রীর বাড়ির থেকে একশো মিটার দূরেই তাঁদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় লেকটাউন থানার পুলিশ। পুলিশ জানায়, 'শিক্ষামন্ত্রী

বাড়িতে নেই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।' তবে নিজেদের দাবিতে তখনও অনড় ছিলেন অযোগ্যরা। ব্রাত্যর বাড়ির সামনেই তাঁরা অবস্থানে বসে যান। তারপরই ব্রাত্যর তরফে বার্তা আসে, অযোগ্যদের সঙ্গে তিনি সোমবার সাক্ষাৎ করবেন। সময় পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। এরপরই ধর্না প্রত্যাহার করে নেন অযোগ্যরা। অযোগ্য চাকরিহারাদের পুলিশকর্মীরা শিক্ষা সেলের নেতা বিজন সরকারের কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে বললেও তাঁরা রাজি হননি। অযোগ্যরা জানিয়েছেন, তাঁরা রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে কালীঘাটে যাবেন।

সংশয়

- শনিবার বিকালে এসএসসি ভবনের সামনে আবারও অবস্থানে ফিরে গিয়েছেন অযোগ্য চাকরিহারারা
- শিক্ষা দপ্তরের তরফে স্যালারি পোর্টালে চলতি মাসের বেতনের হিসেব জমা করতে বারণ
- ফলে যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষকদের বেতন পাওয়া নিয়ে এখনও আশঙ্কা রয়েছে
- বিভিন্ন স্কুলে যোগ্যদের যে তালিকা পৌঁছেছে, তার মধ্যেও অনেক ভুয়ো নাম

শনিবার বিকালে এসএসসি ভবনের সামনে আবারও অবস্থানে ফিরে গিয়েছেন অযোগ্য চাকরিহারারা। তবে এখনও পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরের তরফে স্যালারি পোর্টালে চলতি মাসের বেতনের হিসেব জমা করতে বারণ করা হয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের। ফলে যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষকদের বেতন পাওয়া নিয়ে এখনও আশঙ্কা রয়েছে। ডিআই অফিস থেকে বিভিন্ন স্কুলে যোগ্যদের যে তালিকা পৌঁছেছে, তার মধ্যেও অনেক ভুয়ো নাম রয়েছে বলেই অভিযোগ। জলপাইগুড়ির 'দেবনগর সতীশ লাহিড়ি হাইস্কুল'-এর তালিকায় রাকিব মণ্ডল নামে এক ইতিহাসের শিক্ষকের নাম রয়েছে। অথচ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, রাকিব নামের কোনও শিক্ষক সেই স্কুলে নেই। এসএসসির তৈরি তালিকায় এমন ভুল সংশোধনের জন্যই দু'দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে অধিকার মঞ্চ। পাশাপাশি শিক্ষা দপ্তরের তরফে রাজ্যের স্কুলগুলিকে চলতি মাসের স্যালারি স্টেটমেন্ট আপডেট করার জন্য দু'দিন অপেক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই চাকরিহারা শিক্ষকমহলের একাংশ মনে করছে, চলতি মাসের বেতন পেতে অনেকটাই দেরি হবে।

'স্তন চেপে ধরা পকসো আইনে ধর্ষণের চেষ্টা নয়'

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : নাবালিকার স্তন চেপে ধরা পকসো আইনে ধর্ষণের চেষ্টা বলে বিবেচিত নয়, এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত একটি মামলায় জানানো হয়, মদ্যপ অবস্থায় নাবালিকাকে অশ্লীলভাবে স্পর্শ করা হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গমের (পেনিট্রেশন) কোনও প্রমাণ নেই। তাই এর থেকে চরম যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠতে পারে। তবে, ধর্ষণের চেষ্টা বলে বিবেচনা করা যায় না।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দুটি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে কার্সিয়াং অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক। ২০১২ সালের পকসো আইনের ধারা ১০ ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৩৭৬(২)(সি)/৫১১ ধারায় ১২ বছরের জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিযুক্ত। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই দু'বছরের বেশি সময় ধরে জেলে রয়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে ফাঁসানো হচ্ছে। তাঁর আইনজীবীর দাবি, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা অনুযায়ী তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব নয়, কারণ, পেনিট্রেশন হয়নি। এক্ষেত্রে পকসো আইনের ১০ নম্বর ধারা অর্থাৎ যৌন হেনস্তার অভিযোগ আনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে। সব শেষে এই মামলায় অভিযুক্তকে ১০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করে তাঁর শাস্তি মকুব করে ডিভিশন বেঞ্চ। তবে শুনানির সময় তাঁকে সহযোগিতা করার শর্ত দেওয়া হয়েছে।

নতুন নিয়োগে ভাবনা নবান্নের

অগ্রাধিকার যোগ্য চাকরিহারাদের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : চাকরিহারাদের চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর সুপ্রিম কোর্টে সরকারের রিভিউ পিটিশন দাখিলের দিনক্ষণ এখনও অনিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার জানিয়েছেন, 'এনিয়ে এখনও পর্যালোচনা চলছে। তবে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হবে। সম্ভবত তা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে।' নবান্নে সরকারের অন্দরমহলের খবর, 'রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করলেও শুনানির পর রায় কী হবে তা ঘোর অনিশ্চিত। আদৌ চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। আর এই কারণে বিশাল সংখ্যক চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করতে আইনানুগভাবে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কি না, তার চিন্তা শুরু হয়েছে সরকারিমহলে। এক্ষেত্রে আগামী ৩১ মে'র মধ্যে সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে চলেছে। তা নিয়েও তৎপরতা শুরু হয়েছে এসএসসিতে। কারণ, আগামী ৩১ মে'র মধ্যে নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সূত্রের খবর, চাকরিহারাদের চাকরি আর কোনওমতে ফেরানো সম্ভব হবে না ধরেই এখন নতুন নিয়োগে তাঁদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়ার বিকল্প ভাবনা সরকারি মহলে শুরু হয়েছে। আইনানুগ জটিলতা না

এনিয়ে এখনও পর্যালোচনা চলছে। তবে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হবে। সম্ভবত তা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

থাকলে সরকার নতুন এই পথেই এগোবে বলে ধারণা নবান্নের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশের।

যদিও ওই মহলের আশঙ্কা, সুপ্রিম কোর্টে সরকারের রিভিউ পিটিশনে কাজ না হলে সরকারের নতুন নিয়োগে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা তাঁদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি কতটা মেনে নেবেন তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি ছেড়ে তাঁরা কতটা নতুন চাকরি মেনে নেবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেনই তাঁরা। নতুন নিয়োগের পরীক্ষায় তাঁদের বসতে হবেই, সেখানেও তো আবার তাঁদের সফল হওয়ার বিষয়টি থাকবেই। পরীক্ষায় দ্বিতীয়বারের জন্য বসা নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই।

এদিন নবান্নের শীর্ষমহলের খবর, এইসব দিক খতিয়ে দেখেই নতুন নিয়োগে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে ঘুরপথে কোনও সমাধান করা যায় কি না, তা নিয়ে চরম তৎপরতা রয়েছে সরকারি মহলে। অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের ক্ষোভ সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের টাকায় বিশেষ ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এটা সাময়িক স্বস্তি দেবে তাঁদের। এবার শুরু হয়েছে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের ভবিষ্যতের বিষয়ে নবান্নের ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রী এদিনও বলেছেন, 'সর্বোচ্চ আদালতের রায় তাঁরা মানবেনই।' সেক্ষেত্রে চাকরি বাতিলের রায় তো মানতেই হবে সরকারকে।

নিহত পর্যটক ও জওয়ানের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে নিহত ৩ বাঙালি পর্যটক ও উধমপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হওয়া বাঙালি জওয়ানের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কলকাতার বৈষ্ণবঘাটার নিহত পর্যটক বিতান অধিকারীর বাবার জন্য মাসে ১০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে মৃতদের মধ্যে যাঁদের বাবা-মা বর্তমান, তাঁদের ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য স্ত্রী ও বাবা-মার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন। এদিন নবান্নে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানে চাকরিহারাদের টেলিফোনেই বার্তা দেন মমতা। সেইসময়ই মুখ্যমন্ত্রী এই ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিতান অধিকারী পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তাঁর বাবা-মার ওষুধের পিছনে অনেক টাকা খরচ হয়। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এদিনই তাঁর বাবা-মার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়া হবে ও তাঁদের প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে।'

পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন বিতান অধিকারী। এছাড়াও বেহালার বাসিন্দা সমীর গুহ ও পুরুলিয়ার ঝালদার বাসিন্দা মণীশরঞ্জন মিশ্র নিহত হয়েছেন। তাঁদের পরিবারকেও এই টাকা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তেহট্টের নিহত শহিদের পরিবারকেও এই টাকা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তেহট্টের শহিদ হওয়া জওয়ানের পরিবারের কেউ চাকরি করতে চাইলে আমরা সেই ব্যবস্থাও করব। আমরা শুনেছি তাঁর ছেলে সেনা স্কুলে পড়াশোনা করত। সম্ভবত তেহট্টে কোনও সেনা স্কুল নেই। তাই তাঁর পরিবার চাইলে কলকাতায় নিয়ে এসে কোনও ভালো স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার।'

ধাপায় ফের আগুন।। *কলকাতার ধাপায় ফের অগ্নিকাণ্ড। শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ বাসন্তী হাইওয়ে লাগোয়া ধাপার দুর্গাপুর এলাকায় আগুন লাগে। দুর্ঘটনাস্থলে দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন পৌঁছে যায়। তাদের প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ছবি : আবির চৌধুরী*

গান স্যালুটে বিদায় তেহট্টের শহিদকে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : চোখের জলে গান স্যালুটের মাধ্যমে শেষ বিদায় জানানো হল উধমপুরে শহিদ হওয়া নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা সেনার স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো ঝন্টু আলিকে। দাদা রফিকুল শেখও সেনাবাহিনীতেই রয়েছেন। তিনি আর্টিলারি রেজিমেন্টের সুবেদার। এবছর তাঁরও কাশ্মীরেই পোস্টিং হয়েছে। এদিন দাদার কাঁধে চড়েই তেহট্টের বাড়িতে পৌঁছোয় কফিনবন্দি ঝন্টু আলি শেখের দেহ। শুক্রবার রাতেই তাঁর দেহ এসে পৌঁছোয় কলকাতা বিমানবন্দরে। রাতে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যারাকপুর সেনা ছাউনিতে। শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ সেখানেই তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। তারপর দেহ পৌঁছোয় তেহট্টের বাড়িতে। তাঁর মৃতদেহ সেখানে পৌঁছোতেই হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো

শহিদ ঝন্টু আলির দেহ ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী। শনিবার।

হন। হয় পুষ্পবৃষ্টি।

কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝন্টুর স্ত্রী শাহনাজ পারভিন বলেন, 'আমি শান্তি চাই। আমার ছোট বাচ্চা আছে। ওদের মনে বিদ্বেষ আছে। ওরা মুসলিম নয়। আমরা মুসলিম। আমার স্বামীও ওদের পছন্দ করত না। ধর্ম এক হলেও আমাদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। ওই দেশটা থাকলে আরও অনেক বাচ্চা বাবাহারা হবে।' তাঁর দাদা রফিকুল বলেন, 'সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্যই এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। দেশের জন্য ভাইয়ের আত্মত্যাগে আমি গর্বিত।'

বাড়তে পারে পুরকর

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : কলকাতা পুরসভার তরফে ১৪১টি ওয়ার্ডে করের পুনর্মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অনুমতিতে মেয়র পারিষদদের বৈঠকে এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তপসিয়া, ভিআইপি বাজার, নেতাজি নগর, মুকুন্দপুর ছাড়াও ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস লাগোয়া এলাকায় বাজারদর আগের থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই এলাকাগুলির আর্থিক সচ্ছলতা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন তুলনায় বেশি হলেও তাদের করের হার বছর বছর ধরে সমান রয়েছে।

১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪১টি ওয়ার্ডেই এই করের পুনর্বিন্যাস করা হবে। সময় লাগতে পারে প্রায় দেড় থেকে দু'বছর। কাজ সম্পূর্ণ করে কমিটি প্রস্তাব আকারে নবান্নে রিপোর্ট পাঠাবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তবেই এই কর পুনর্মূল্যায়ন শহরে কার্যকর হবে। কলকাতা পুরসভার রাজস্ব বিভাগের একাংশ মনে করছে, করের এই পুনর্মূল্যায়নের ফলে ভবানীপুর, রাসবিহারী, পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, নিউ আলিপুর এলাকার ওয়ার্ডগুলিতে 'বেস ভ্যালু' বৃদ্ধি পেতে পারে।

নিহতদের বাড়িতে এনআইএ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন বাংলার তিন পর্যটক। শনিবার বেহালার সমীর গুহ ও বৈষ্ণবঘাটায় বিতান অধিকারীর বাড়িতে পৌঁছোয় এনআইএ। ২২ এপ্রিল এই ঘটনা ঘটে। প্রিয়জনদের সামনেই জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয় সমীর ও বিতানের। তাই ওই দিনের প্রত্যক্ষ বিবরণ নিতে এবার মাঠে নামল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এনআইএ-র একটি তথ্য অনুসন্ধানকারী দল প্রথমে বেহালায় সমীরের বাড়ি ও পরে বৈষ্ণবঘাটায় বিতানের বাড়িতে যায়।

এদিন বেহালায় সখেরবাজারে নিহত সমীরের স্ত্রী ও মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ওই দিন কী ঘটেছিল, তার বিবরণ নেওয়া হয় তাঁদের থেকে। তারপর পাটুলির বৈষ্ণবঘাটায় বিতানের বাড়িতে যায় এনআইএ। ওই দিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বিতানের স্ত্রী সোহিনী অধিকারী। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এনআইএ-র তরফে ওইদিন কীভাবে হামলা হয়েছিল, জঙ্গিদের কথোপকথনে কোনও সংগঠনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে কি না, ঘটনাস্থলে কতজন জঙ্গিকে তাঁরা দেখেছিলেন, এই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ার ঝালদার বাসিন্দা নিহত মণীশরঞ্জন মিশ্রের বাড়িতেও যাবে এনআইএ দল।

বকেয়া পাচ্ছেন ঠিকাদার

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : রায়গঞ্জ পুরসভার দুই রাজনৈতিক দলের দুই চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বে আটকে ছিল ক্যানসার আক্রান্ত ঠিকাদারের টাকা। অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে টাকা পেতে চলেছেন তিনি। ঘটনার সূত্রপাত ১০ বছর আগে। ওইসময় চেয়ারম্যান ছিলেন মোহিত সেনগুপ্ত। সেই সময় পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য টেন্ডার নোটিশ দেওয়া হয়। কাজের দায়িত্ব পান ঠিকাদার নন্দলাল সাহা। কাজ শেষের পরও টাকা না পাওয়ার অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন তিনি। সম্প্রতি বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, অনুমোদন না নিয়ে কাজ হয়েছে এই অভিযোগে সরকার দায় এড়াতে পারে না। দু'মাসের মধ্যে পুরসভা যাতে বকেয়া মিটিয়ে দেয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন
কালিম্পং-এর এক বাসিন্দা

14.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99K 26541 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিততে সাহায্য করে আমার সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। আমি অত্যন্ত খুশি এবং সন্তুষ্ট বোধ করছি কারণ আমি কোনো চাপ ছাড়াই জীবনে এগিয়ে যেতে পারবো। আমি চিরকাল ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, কালিম্পং - এর একজন বাসিন্দা শ্বেতা থাপা - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কুণালের দরবারে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : শুক্রবারই সিপিএমের আইনজীবী ও চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল হাইকোর্ট চত্বর। এরপরই শনিবার তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করলেন ২০১৬ সালের এসএলএসটি শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার অতিরিক্ত শূন্যপদে সুপারিশপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থীরা। নিরাপত্তার অভাববোধ করে কুণালের কাছে সুরক্ষা চাইলেন তাঁরা। হাইকোর্ট চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও বিক্ষোভ যেভাবে মাত্রা ছাড়ায়, তাতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

শুক্রবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে মামলার শুনানির পরই আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান চাকরিপ্রার্থীরা। সন্ধের পর বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সেখানে পৌঁছোলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। চাকরিপ্রার্থী ও আইনজীবীদের মধ্যে তুমুল বচসা বাধে। আইনজীবীদের একাংশের প্রশ্ন, হাইকোর্ট চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। তা সত্ত্বেও চাকরিপ্রার্থীরা জড়ো হয়ে মিছিল করে অবস্থানে বসা পর্যন্ত পুলিশ কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেনি কেন? বিচারপতির বিরুদ্ধেও কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যের থেকে রিপোর্ট চাওয়া হতে পারে বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ। আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'হাইকোর্ট চত্বরে যেভাবে বিক্ষোভ হয়েছে তাতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তো প্রশ্ন থাকবে। তাই বিষয়টি নিয়ে আদালত রিপোর্ট চাইতেই পারে।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'বিষয়টি প্রধান বিচারপতি জানেন। তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাও করেছেন। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশ্বাসও দেন। তারপরেও বিক্ষোভ হয়েছে। প্রথম দিকে পুলিশের ভূমিকা যথাযথ না হলেও যখন দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে আদালত রিপোর্ট চাইতেই পারে।'

এদিনও শহিদ মিনারে এসে খানিকক্ষণ বিক্ষোভ দেখান ওই চাকরিপ্রার্থীরা।

কুণাল ঘোষ বলেন, 'যখন এরা বিক্ষোভে বসেছিল, তখন মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়দের পাশে দাঁড়িয়ে এদেরও চাকরি হোক বলতে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এখন কচি কমরেডরা কেন বাধা দিচ্ছে? সিপিএমের আইনজীবীরা গুন্ডামি করলেন। বিচারপতি সিপিএমের আইনজীবীদের দেখলে পছন্দ করেন কি করেন না জানি না। এর আগেও একজন ভগবান ছিলেন, তারপর সাংসদ হয়ে গেলেন।'

কাশ্মীর কি কাল

সবাই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কাশ্মীর নিয়ে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায়। নানা ব্যাখ্যা দিচ্ছে জনতা। একটা সময় কাশ্মীর কি কলি নামে সিনেমা সারা ভারতে সুপারহিট হয়েছিল। জনপ্রিয় হয় কাশ্মীর। অজস্র সিনেমার শুটিং সেখানে হত তখন। মাঝে জঙ্গিহানায় সব শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। ইদানীং আবার প্রচুর সিনেমা, সিরিয়াল, সিরিজ হচ্ছিল সেখানে। কাল, মানে ভবিষ্যতে কী হবে? কাল মানে আবার সংকট। এবার তারই চর্চা উত্তর সম্পাদকীয়তে। নয়াদিল্লিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্দরমহলে যাঁরা নিয়মিত ঘুরে বেড়ান, সেই সাংবাদিকদের চোখে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কী?

সমস্যার সমাধান যুদ্ধ দিয়ে হবে না

জয়ন্ত ঘোষাল

অতীতে কাশ্মীরে যখনই যেতাম, শ্রীনগর এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সিতে বসতেই চালক জিজ্ঞাসা করতেন, 'আর ইউ ইন্ডিয়ান'? 'আর আমি পালটা প্রশ্ন করতাম, 'আর ইউ নট?' সে তরুণ প্রত্যুত্তরে জবাব দিতেন, 'আই অ্যাম কাশ্মীরি। আই অ্যাম নট ইন্ডিয়ান'।

আমরা এই মন্তব্যে রাগ করতাম। মনে হত, এঁরা এই কাশ্মীরিরা এতকিছু পেয়েও কেন এমন ভারতবিরোধী! আজ মনে হয়, কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতার শিকড় সন্ধান করাও জরুরি। শুধু টাকার জন্য কিছু কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠছে?

পহলগামের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পর আবার প্রশ্ন উঠেছে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কী? এই ঘটনার পর তবে কি আবার কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের রক্তবীজের দাপট? ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর নরেন্দ্র মোদির সরকার জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে শান্তি ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কাশ্মীরে নির্বাচন পর্যন্ত করানো হল। শেখ আবদুল্লার নাতি ওমর আবদুল্লাই আজ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। বেশকিছু দিন শান্তি বিরাজমান ছিল। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা হলেও এমন একটা ধারণা তৈরি হচ্ছিল, বোধহয় জঙ্গিরা এবার 'য পলায়তি স জীবতি' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পালিয়েছে।

পহলগামের ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেওয়ার নীতিতে কি কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে? নাকি তৈলাক্ত একটি বাঁশে বাঁদরের ওঠানামার মতো ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কখনও সংঘাত, কখনও শান্তির প্রয়াস। কিন্তু আদতে কাশ্মীর আছে কাশ্মীরেই?

গোটা পৃথিবীজুড়ে যত ধরনের কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন হয়, তার দুটি দিক থাকে। একটা হল, সংঘাতের মাধ্যমে, যুদ্ধের মাধ্যমে, প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে সবক শেখানো, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা। আরেকটা হল, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গড়ে তুলে বিচ্ছিন্নতা কমানোর চেষ্টা। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, এই দুটি প্রক্রিয়াই ব্যবহার করে একটা মধ্যবর্তী রাস্তা বের করা প্রয়োজন। আসলে ৩৭০ ধারা মোদির সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, বিজেপির সাবেক দলীয় কর্মসূচি রূপায়ণ। এর পাশে পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়া বা আলোচনা করার প্রক্রিয়াটিও জরুরি।

পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র গঠনের ঠিক সাত মাস পরে পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্না আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পল অ্যালিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন আরব সাগরের তীরে। করাচি থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে একটা সমুদ্রতটে। খুব সুন্দর ছোট্ট একটা কুটির। আর সেখানে সমুদ্রতটে বালির ওপর হাঁটতে হাঁটতে জিন্না সে সময় অ্যালিংকে বলেছিলেন, আমার হৃদয়ের সব থেকে পছন্দের বিষয় কী জানেন? আমেরিকার রাষ্ট্রদূত কী জানতে চাইলে জিন্না বলেন, 'ভারত আর পাকিস্তানের সম্পর্ককে মধুর রাখা।'

সত্যি সত্যি জিন্না সাহেব আশা করেছিলেন, ভারত আর পাকিস্তান একসঙ্গে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, 'কানাডার সঙ্গে আমেরিকা যেমন আলাদা থাকলেও একসঙ্গে আছে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, ভারত আর পাকিস্তান কেন সেই পথে হাঁটতে পারবে না?' জিন্না চাইলেও বাস্তবে তা হয়নি।

অনেকে বলেন, জিন্না নাকি জেনেবুঝে অসত্য বলেছিলেন। জিন্না আসলে চাননি অথচ বলেছিলেন। এ ছিল কথার কথা। অনেকে আবার বলেন, না, সত্যি সত্যি জিন্না আর যুদ্ধ ও বৈরিতা চাননি।

১৯৪৮ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে জানুয়ারি মাসে নেহরুও বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ভারত আর পাকিস্তান পৃথক দেশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একপক্ষ অন্যপক্ষকে আর কখনও চ্যালেঞ্জ করবে না। এইটুকু আশ্বাস দিচ্ছি যে, পাকিস্তান পাকিস্তানের মতো আলাদা থাকুক। এই পাকিস্তানের সমস্যার বোঝা ভারত আর বহন করতে চায় না। পাকিস্তানের সমস্যা পাকিস্তান সমাধান করুক। ভারত ভারতের সমস্যার সমাধান করুক। কিন্তু পারস্পরিক সদ্ভাব, বন্ধুত্ব বজায় রেখে এগোতে হবে।' নেহরুর সেই স্বপ্নও কিন্তু সফল হয়নি।

আজ ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে আমরা কী দেখছি? দেখছি পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবেও বিপন্ন। অর্থনীতিও বিপর্যস্ত। পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল বাজওয়া তো অবসরগ্রহণের আগে ভারতের সঙ্গে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা নিরসনের কথা বলেন। কার্গিল যুদ্ধের পরেও আগ্রা শীর্ষ বৈঠক করতে পারভেজ মুশারফ এসেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, কাশ্মীর 'কোর' ইস্যু। এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা হোক। এতদসত্ত্বেও ভারত পাকিস্তানকে বিশ্বাস করেনি। মোদি সরকার বারবার বলেছে, সন্ত্রাস বন্ধ হলেই আলোচনা শুরু হতে পারে।

পহলগামের ঘটনার পর আপাতত আলাপ-আলোচনার পথ রুদ্ধ। আবার ভারত কূটনৈতিক প্রত্যাঘাতের পথে গিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি পাটনায় গিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বলেছেন, ভারত এর সমুচিত জবাব দেবে। কী সেই সমুচিত জবাব? তা নিয়ে গোটা দেশ উত্তাল। তবে কি আরেকটা যুদ্ধ হবে? কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যুদ্ধ দিয়ে হতে পারে বলে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

নির্বাচনি রাজনীতিতে মোদি এক জবরদস্ত প্রশাসক, এই ধারণা গোটা দেশজুড়ে তৈরি করতে পারেন। ১৯৭১ সালে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। বাংলাদেশ যুদ্ধের পর ইন্দিরা গান্ধি দেবী দুর্গার সম্মান পেয়েছিলেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বয়ং সংসদে তাঁকে মা দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেন। সেই যুদ্ধের পরেও কিন্তু ভারতের অর্থনীতি সংকটে পড়েছিল। অনেক অর্থনীতিবিদ আজও বলেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের জন্যই ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আরও বাড়ে। আর সেই কারণেই ১৯৭৫ সালে ইন্দিরাকে জরুরি অবস্থার পথে যেতে হয় নিজেকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য। যুদ্ধের মাত্র চার বছর পর এক ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিণতি আমরা দেখতে পেয়েছি।

ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। যুদ্ধ হলে শেয়ার মার্কেটে তার প্রতিক্রিয়া হবে। তা দিয়ে আর যাই হোক, দেশের মানুষের উন্নয়নের বিচার হতে পারে না। পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দিতে হবে। এই মুহূর্তে মোদির এটা আবেগের দাবি। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কার্গিল ধরলে চার-চারটে যুদ্ধ হয়েছে। তারপরেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি।

তাই সংঘাতের পাশাপাশি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু হওয়া প্রয়োজন।

(লেখক সাংবাদিক)

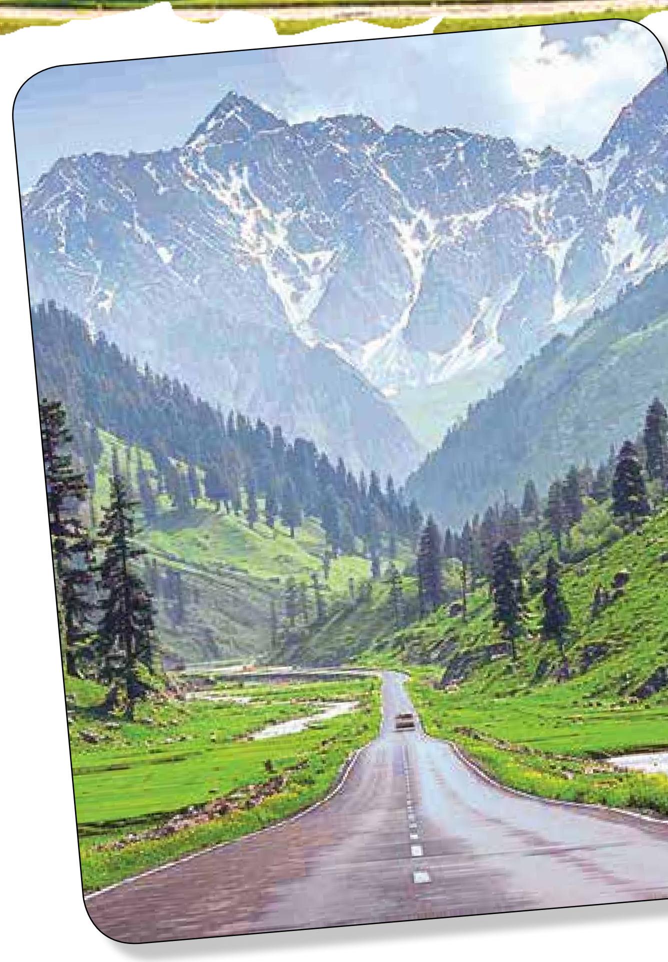

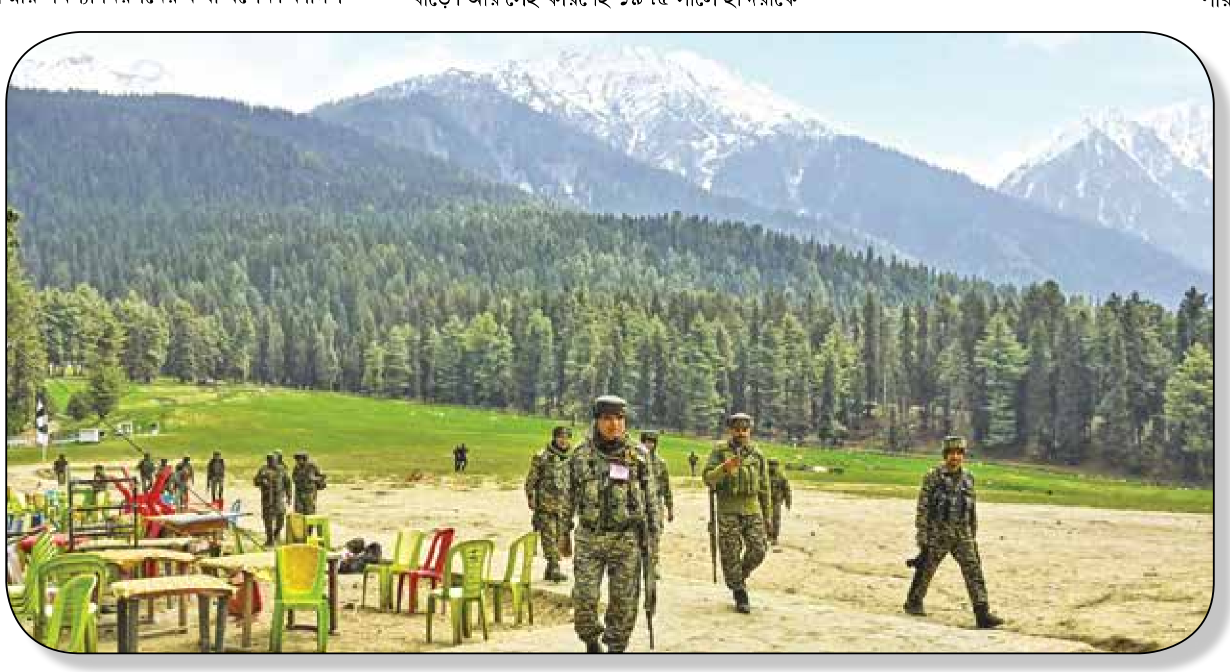

ওরা বদলেছে, ভারতের বাকি জায়গার মনোভাব বদলায়নি

গৌতম হোড়

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে কাশ্মীরে গিয়ে শ্রীনগরে হোটেল পেতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। যেখানেই গিয়েছি, শুনতে হয়েছে, জায়গা নেই। পুরো ভর্তি। রাস্তাঘাটে সমানে বাংলায় কথা শুনতে পেয়েছি। তা সে শ্রীনগরের লাল চক হোক বা গুলমার্গের রাস্তায়। কাশ্মীরের মানুষের কাছে পর্যটকরা মেহমান। শুধু তো পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতের মানুষ সেখানে ভিড় করেছেন। এই যে মানুষের ঢল, পর্যটকের স্রোতের লাভ পেয়েছেন কাশ্মীরের মানুষ, সাধারণ মানুষ।

কাশ্মীরে গেলে আপনি দেখতে পাবেন, সেখানে হয় খুব বিত্তবান অথবা নিম্নবিত্ত ও গরিব মানুষ আছেন। মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুব কম। কাশ্মীরের পর্যটকরা যে সব জায়গায় যান, সেখানে গরিব মানুষরা বছর কাটানোর রসদ পাচ্ছিলেন ওই পর্যটকদের জন্য। হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকানদার, ঘোড়াওয়ালা, ট্যাক্সির সঙ্গে যুক্ত মানুষ, ট্যুর অপারেটর থেকে শুরু করে হাজারও মানুষ উপকৃত হচ্ছিলেন।

একে কাশ্মীরে প্রচুর সেনা ও আধাসেনা জওয়ান ও পুলিশের উপস্থিতি এবং পরিস্থিতির ওপর নিরাপত্তা কর্তা ও প্রশাসনের কড়া নজর ছাড়াও আরেকটা মিথ পর্যটকদের ভরসা জুগিয়েছিল। সেটা হল, কাশ্মীরে পর্যটকদের আক্রমণ করে না জঙ্গিরা। অতীতে কিছু ঘটনা ঘটলেও তা ব্যতিক্রম হিসাবে ভাবা হত। পহলগামের ঘটনা সে সবকিছুর ওপর নির্মম আঘাত করেছে।

পহলগামে পর্যটকদের হত্যা খুব স্বাভাবিকভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয়দের। খুবই স্বাভাবিকভাবে এতজন পর্যটক এবং এক সহিসের মৃত্যুতে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে, যারা নিরীহ মানুষদের এভাবে খুন করে, তারা মনুষ্য পদবাচ্য হতে পারে না। এই হত্যাকাণ্ড একইসঙ্গে বদলে যাওয়া কাশ্মীরের ওপর বড় আঘাত হিসাবে এসেছে।

২০১৯-এর পর থেকে কাশ্মীরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর জম্মু ও কাশ্মীর যে বিশেষ অধিকার ভোগ করত, তা বিলুপ্ত হয়েছে, পূর্ণ রাজ্য থেকে জম্মু-কাশ্মীর এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, লাদাখকে আলাদা স্বশাসিত অঞ্চল করা হয়েছে, তারপর লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। মানুষ বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছেন। গত কয়েক বছরে লাখ লাখ পর্যটক ভূস্বর্গে গিয়েছেন।

তবে এই একটা ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলা যায়নি। স্লিপার সেলগুলিকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করা যায়নি। গোয়েন্দাদের তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে খামতি থেকে গিয়েছে, পর্যটকরা যেখানে যান, সেখানে সুরক্ষা দেওয়ার কাজেও খামতি থেকে গিয়েছিল। এই সব জায়গায় কী করা হবে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং নেবেও।

কিন্তু আমার চল্লিশ বছরের সাংবাদিকতার জীবনে এই প্রথমবার দেখছি, কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ জঙ্গিদের বর্বরোচিত আচরণের নিন্দায় মুখর হয়েছেন, তাঁরা মিছিল করেছেন। শুক্রবার শ্রীনগরের জামা মসজিদে জুম্মার নমাজের পর এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে, তারপর মিছিল করে মানুষ ঘটনার নিন্দায় সোচ্চার হয়েছেন। ডাল লেকের বোটচালক থেকে শুরু করে সহিসরা, ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে পিডিপি সকলেই একবাক্যে ঘটনার নিন্দা করে প্রতিবাদ মিছিল করছেন।

পরিবর্তন শুধু এটুকুই নয়, এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার পর কাশ্মীরের মানুষের বড় অংশ এর আগে অভিযোগ করতেন, এ সবই সরকার করিয়েছে। পহলগামের ঘটনার পর কাশ্মীরে যাওয়া আমার সহকর্মীরা জানিয়েছেন, এবার সাধারণ মানুষ খোলাখুলি বলছেন, এটা সরকার করাতে পারে না। জঙ্গিরা করেছে এবং আমরা তাদের কাজের নিন্দা করি। পহলগামের হোটেল, ঘোড়া, ট্যাক্সি, দোকানের সঙ্গে যুক্ত মানুষ সোচ্চারে বলছেন, জঙ্গিরা তাদেরও মারল, তাদের পেটে লাথি মারল। এর ফলে তাদের কোমর ভেঙে গেল।

এটা বদলে যাওয়া কাশ্মীরের চেহারা। কাশ্মীরের বদলে যাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে অনেক দাবি-পালটা দাবি অনেক করা হয়েছে। কিন্তু সত্যিই যে এমন বদল হয়েছে, তা কতজন ভাবতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভারতের বাকি জায়গায় মানুষের মনোভাব কি বদলেছে? খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বদলায়নি। বিভিন্ন জায়গায় কাশ্মীরি পড়ুয়ারা নিগৃহীত হচ্ছে বলে অভিযোগ আসছে। পড়ুয়ারা কাশ্মীরে ফিরে যাচ্ছে। সব জায়গায় সবসময় বদল কি আর অত সহজে হয়, বিশেষ করে যেখানে ক্রমাগত সুর চড়িয়ে যাচ্ছে মিডিয়া। নয়াদিল্লিতে বসে আর একটা ব্যাপার খুব ভাবাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কিছু সাংবাদিক ও মিডিয়া যেভাবে কথা বলছে, তা দেখে স্তম্ভিত হতে হচ্ছে। আমরা শিখেছিলাম, সাংবাদিকদের কাজ হল, খবর লেখা। এখন তো তাঁরা খবর করা ছেড়ে দিয়েছেন। যে ভাবে ও ভাষায় কথা বলছেন, তা কতটা গ্রহণযোগ্য?

তবে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এরপর কী হবে? ভারত এই ঘটনার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছে। পাকিস্তানও পালটা ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে। প্রাক্তন সেনা অফিসাররা, কূটনীতিকরা বলছেন, বড় প্রত্যাঘাতের জন্য অপেক্ষা করুন। অতীতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের উদাহরণ আছে। ভারত যে পাঁচটি ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখা বাদ দিয়ে বাকি সিদ্ধান্ত আগেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখাটা নিঃসন্দেহে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তবে তা দিয়ে কি পাকিস্তানকে 'শিক্ষা' দেওয়া সম্ভব?

আমাদের কাছে দুটি অভিজ্ঞতাই আছে। ভারতের সংসদে জঙ্গি হামলার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, আর পার কী লড়াই-এর কথা বলেছিলেন। পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর সেনা মোতায়েন করা হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত যুদ্ধ হয়নি। আবার ২০১৬-তে উরি ও ২০১৯-এ পুলওয়ামার ঘটনার পর ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে, অর্থাৎ, পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হয়। এবারও কি তাই হবে? এবার কি পাক অধিকৃত কাশ্মীর লক্ষ্য হবে? এর জবাব ভবিষ্যৎ দেবে। তবে প্রাক্তন সেনা অফিসার ও কূটনীতিকরা বারবার করে এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা আছে। সেটা তাদের বড় ডেটারেন্ট।

তবে এই বদলের তালিকায় আরেকটা বিষয় যোগ করতে হবে। সেটা হল, বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া। সর্বদলীয় বৈঠকের পর রাহুল গান্ধি স্পষ্ট করে একটা কথা জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে, বিরোধীরা তা সমর্থন করবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বলটা সরকারের কোর্টেই ঠেলে দিয়েছে বিরোধীরা। তাদের বদলও কম চমকপ্রদ নয়।

(লেখক সাংবাদিক)

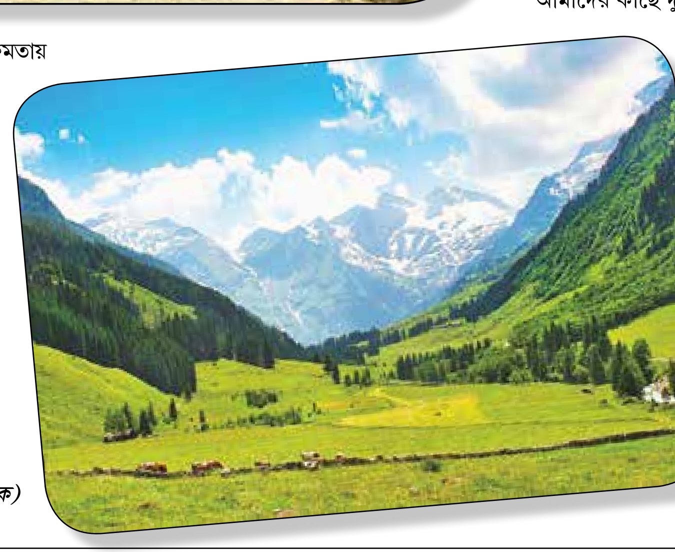

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

সমাহিত পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান সিটি, ২৬ এপ্রিল : ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মের ইতিহাসে একটি যুগের অবসান হল। সব ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার মাধ্যমে শনিবার পোপ ফ্রান্সিসকে সমাহিত করা হয়েছে।

ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ভ্যাটিকানের সীমানার বাইরে সান্তা মারিয়া ম্যাগিওর ব্যাসিলিকায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। গত ১০০ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনও পোপকে ভ্যাটিকানের বাইরে সমাহিত করা হল। এক বিবৃতিতে ভ্যাটিকান বলেছে, এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে পোপই প্রথম যাঁকে ভ্যাটিকানের বাইরে সমাহিত করা হয়েছে এবং সমাধিস্থ করার সময় কেবল পোপের নিকটতম ব্যক্তিদেরই সেখানে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

শনিবার সেন্ট পিটার্সের সামনের রাজকীয় বারোক প্লাজায় পোপের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। এরপর রোমের সান্তা মারিয়া ম্যাগিওর ব্যাসিলিকায় সমাহিত করা হয় পোপকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সহ বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা। এসেছিলেন প্রায় চার লক্ষ মানুষ। সব দিক সামাল দিতে ইতালি এবং ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতিও ছিল তুঙ্গে। ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। এই শেষকৃত্যের মাধ্যমে শনিবার থেকে পোপ ফ্রান্সিসের জন্য ন'দিনের আনুষ্ঠানিক ভ্যাটিকান শোকপালনের প্রথম দিন শুরু হয়।

এদিন পোপের স্মরণে একে একে স্মৃতিচারণ করতে শুরু করেন কার্ডিনালরা। সদ্য অভিবাসী বিতাড়নে তৎপর ট্রাম্পের সামনেই কার্ডিনাল জিওভান্নি বাত্তিস্তা রে বলেন, 'পোপ ফ্রান্সিস শরণার্থী, অভিবাসী এবং দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য আমরণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। বাস্তুচ্যুত মানুষের পক্ষে বারবার সওয়াল করেছেন তিনি।'

বিদায়... পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভিড়। শনিবার ভ্যাটিকান সিটিতে।

ভারতেই থাকতে চান সেই সীমা

লখনউ, ২৬ এপ্রিল : পহলগামের জঙ্গি হামলার পর ভারতে থাকা পাকিস্তানিদের স্বদেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রশ্ন উঠেছিল কী হবে পাকিস্তান নিবাসী ভারতের নয়ডার বধূ সীমা হায়দরের। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের কাছে এদেশে থাকার আবেদন জানালেন সীমা। ভিডিওবার্তায় তিনি বলেছেন, 'আমি পাকিস্তানের মেয়ে হলেও এখন ভারতের বধূ। আমি পাকিস্তানে ফিরে যেতে চাই না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে আবেদন করছি আমাকে ভারতে থাকতে দিন।'

অনলাইন গেমে বন্ধুত্ব। এরপর শচীনের মিনার প্রেমে পাগল হয়ে ঘর ছাড়েন। ২০২৩-এ বেআইনিভাবে নেপাল দিয়ে যোগীরাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন সীমা। শচীনের সঙ্গে বিয়েও হয় সীমার। এখন তাদের দুজনের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

পাকিস্তানের পতাকা উধাও

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : সিন্ধু জলচুক্তি বাতিলের পর ভারত-পাকিস্তান সিমলা চুক্তি স্থগিত করে দেবে বলে জানিয়েছে ইসলামাবাদ। এই পরিস্থিতিতে সিমলার রাজভবনের যে টেবিলে বসে ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো চুক্তিতে সই করেছিলেন, সেই টেবিল থেকে পাকিস্তানের পতাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এতদিন দুই দেশের পতাকা টেবিলে রাখা থাকলেও এখন শুধুমাত্র ভারতের পতাকাটিই যথাস্থানে রয়েছে। শুক্রবার এই ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

পাকিস্তানে ছাত্র ভিসায় জঙ্গি আদিল

শ্রীনগর, ২৬ এপ্রিল : পর্যটক খুনে জড়িত জঙ্গিদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপরেই কাশ্মীর জুড়ে শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। একের পর এক জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শনিবার পর্যন্ত অন্তত ৬ জঙ্গির বাড়ি ভেঙে দিয়েছে প্রশাসন। তাদের মধ্যে রয়েছে পহলগাম কাণ্ডের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড আদিল আহমেদ ঠোকর। গোয়েন্দাদের মতে, স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে পহলগামকে হাতের তালুর মতো চেনে আদিল। লস্কর-ই-তৈয়বার আততায়ীদের সে-ই দিকনির্দেশ করেছে।

পহলগাম কাণ্ডের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড আদিল আহমেদ ঠোকর।

সূত্রের খবর, ২০১৮-তে বাড়ি ছেড়ে পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছিল অনন্তনাগের বিজবেহরার বাসিন্দা আদিল। তবে চোরাপথে সীমান্ত পেরোয়নি। আইন মেনে পাসপোর্ট ও স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। দেশ ছাড়ার আগেই যে বিচ্ছিন্নবাদীরা তার মগজ ধোলাই করেছিল সেই ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে। পাকিস্তানে পৌঁছেই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল সে। সেখানে তাকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। প্রশিক্ষণ শেষ করে লস্কর-ই-তৈয়বায় যোগ দিয়েছিল পহলগাম হামলার কারিগর।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার পরেও দীর্ঘদিন তাকে পাকিস্তানেই রাখা হয়েছিল। গোয়েন্দা সূত্রের মতে, এর থেকে বোঝা গিয়েছে আদিলকে নিয়ে বড় পরিকল্পনা ছিল লস্কর, পাকসেনা ও আইএসআইয়ের। ২০২৪-এর শেষ নাগাদ নিয়ন্ত্রণরেখা টপকে পুঞ্চ-রাজৌরি সেক্টর দিয়ে কাশ্মীরে ঢোকে আদিল। তার সঙ্গে আরও ৪-৫ জন জঙ্গি ছিল। কিন্তু লোকালয়ে আসেনি তারা। আদিল সহ জঙ্গিদের দলটি প্রত্যন্ত গ্রাম ও জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত। তাদের সাহায্য করত লস্করের স্লিপার সেল।

বিধানসভা ভোটের পর কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে থাকায় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির ওপর চাপ বাড়তে থাকে। পাক প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে বড় কিছু ঘটানোর পরিকল্পনা করছিল তারা। লস্করের তরফে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় আদিল ও তার দলবলকে। সেই মতো সফট টার্গেট হিসাবে পহলগামে পর্যটকদের নিশানা করার পরিকল্পনা করেছিল আদিলের মডিউল। অমরনাথ যাত্রার ঠিক আগে নিরীহ পর্যটকদের খুন করলে তা শুধু ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে আলোড়ন ফেলবে, সেটা বুঝেই মঙ্গলবার অপারেশন চালিয়েছিল জঙ্গিরা। ঘটনার গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন গোয়েন্দারা। আদিলের দলে অন্তত ৩ জন পাকিস্তানের নাগরিক থাকার কথা জানা গিয়েছে। তাদের স্কেচও জারি করা হয়েছে। যদিও শনিবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। আদিলের খোঁজে অনন্তনাগের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি চলছে। জঙ্গিদের খোঁজে ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রোন ও স্নিফার ডক।

মিডিয়াকে দায়িত্বশীল হতে নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে বিবৃতি জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

শনিবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জাতীয় স্বার্থে প্রতিরক্ষা অভিযান এবং নিরাপত্তা বাহিনীর চলাচলের সরাসরি সম্প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে,'জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার্থে সংবাদমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের প্রচলিত আইন ও বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও অপারেশন বা নিরাপত্তা বাহিনীর চলাচল নিয়ে রিয়েল-টাইম কভারেজ, ভিডিও-চিত্র প্রচার বা 'সূত্রের ভিত্তিতে' তথ্যপ্রকাশ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রক অতীতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদাহরণও টেনেছে এক্ষেত্রে। যেমন- কার্গিল যুদ্ধ, ২০০৮ সালের মুম্বই হামলা এবং কান্দাহার বিমান ছিনতাই। যেখানে অনিয়ন্ত্রিত সংবাদপ্রচারের ফলে জাতীয় স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

গুজরাটে আটক ১০২৪ বাংলাদেশি

আহমেদাবাদ, ২৬ এপ্রিল : পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার মধ্যেই গুজরাটের দুই শহরে আটক করা হল ১ হাজারেরও বেশি বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে। সংখ্যাটা ১০২৪। তাঁদের মধ্যে প্রচুর শিশু ও মহিলা।

শুক্রবার অমিত শা সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পাকিস্তানিদের ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার জেরে অভিযানে নামে গুজরাট পুলিশ। তখনই বাংলাদেশিদের আটক করা হয়। এর মধ্যে আহমেদাবাদে আটক করা হয়েছে ৮৯০ জনকে। সুরাটে আটক করা হয়েছে ১৩৪ জনকে। শনিবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'যে সমস্ত বেআইনি অনুপ্রবেশকারী গুজরাটে বাস করছেন তাঁরা হয় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করুন, নয়তো তাঁদের গ্রেপ্তার করে ফেরত পাঠানো হবে।' তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছেন ওই বাংলাদেশিরা। কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁরা ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করাচ্ছেন, তার প্রমাণ রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন সাংভি।

আতঙ্কে পাকিস্তানি হিন্দু শরণার্থীরা
'মরে গেলেও ফিরছি না'

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : পহলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার জেরে বড় পদক্ষেপ করেছে ভারত সরকার। পাক নাগরিকদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রবিবারের মধ্যে পাক হিন্দু শরণার্থীদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেন্দ্রের এহেন সিদ্ধান্তের পরই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন পাকিস্তানি হিন্দু শরণার্থীরা। তাঁদের আকুল আর্তি, 'এখানেই মরে যাব, কিন্তু দেশে ফিরব না।'

পাকিস্তানে ধর্মীয় নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসা বহু হিন্দু শরণার্থীর আশঙ্কা, ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে ফেরত গেলে আবার সেই নির্যাতনের মুখেই পড়তে হবে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানি শরণার্থীদের একটি বড় দল রয়েছে রাজস্থানের জয়সলমেরের 'একলব্য ভিল বসতি'তে। তাঁরা ভারতে ঢুকেছিলেন ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত দিয়ে। মুলসাগর গ্রামের ওই বসতিতে এখন হাজারেরও বেশি পাকিস্তানি হিন্দু পরিবার বসবাস করছে। এদের অনেকেই স্বল্পমেয়াদি ভিসায় এসেছেন। সিন্ধু প্রদেশ থেকে আসা খেটো রাম নামের এক শরণার্থী বলেন, পাকিস্তানে নির্যাতনের কারণে তাঁর পরিবার সবকিছু বিক্রি করে ভারতে পালিয়ে এসেছে। পালানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরে ভয়াবহ হামলা হয়। তাঁর কথায়, 'মরলে ভারতে মরব, কিন্তু পাকিস্তানে আর ফিরব না।' বালাম নামের অন্য এক শরণার্থী পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। বালামের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'সবকিছু ছেড়ে এসেছি, দয়া করে আমাদের ফেরত পাঠাবেন না।'

বার্তা রাষ্ট্রসংঘের

রাষ্ট্রসংঘ, ২৬ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিরীহ পর্যটকদের হত্যাকাণ্ডের কড়া নিন্দা করল নিরাপত্তা পরিষদ। তারা বলেছে, যারা এই হামলার জন্য দায়ী, তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদ এক যৌথ বিবৃতিতে ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরে হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই জঘন্য হিংসার সঙ্গে জড়িত অপরাধী, সংগঠক, অর্থদাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের বিচারের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা পরিষদের সদস্যরা জোর দিয়ে বলেছেন।' রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্তেফান দুজারিক বলেন, 'আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশকেই বলব সর্বোচ্চ সংযম দেখাতে, যাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ না হয়।'

ভ্যাটিকানে একান্তে ট্রাম্প-জেলেনস্কি

ভ্যাটিকান সিটি, ২৬ এপ্রিল : পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে শনিবার দুপুর থেকেই লাখো মানুষের ভিড় ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায়। হাজির ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা।

প্রয়াত পোপকে শেষশ্রদ্ধা জানানোর ফাঁকেই এদিন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে মিনিট পনেরো কথা বলেন ট্রাম্প। মাস দুয়েক আগে হোয়াইট হাউসে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে তীব্র বাদানুবাদের পর এটিই ছিল তাঁদের প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ।

জেলেনস্কি এই বৈঠককে প্রতীকী বলে উল্লেখ করলেও হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, আলোচনা 'খুব ফলপ্রসূ' হয়েছে এবং পরে আরও বিস্তারিত জানানো হবে।

ভ্যাটিকান সিটিতে একান্তে বৈঠকে ট্রাম্প ও জেলেনস্কি।

জেলেনস্কি টুইটে লেখেন, 'ভালো বৈঠক হয়েছে। একান্তে একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেছি। আশা করি, সব বিষয়ে ফল পাব। আমাদের মানুষের জীবন রক্ষার জন্য, পূর্ণ এবং নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির জন্য এবং একটি স্থায়ী শান্তির জন্য কাজ করছি যাতে ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ না বাধে।' মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'এটা প্রতীকী বৈঠক হলে এর প্রভাব ঐতিহাসিক হতে পারে!'

জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের আগে ট্রাম্প টুইটে লেখেন, 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সমাপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর জন্য রাশিয়াকে কিছু কঠোর বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন হলে দেব।' অন্যদিকে খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে শনিবারই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, ইউক্রেনের সঙ্গে তিনি 'কোনও শর্ত ছাড়াই' শান্তি আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। ক্রেমলিন থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে বৈঠকে পুতিন আবারও বলেছেন, রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে কোনও শর্ত ছাড়াই আলোচনায় বসতে চায়। পেসকভ জানান, পুতিন এর আগে বেশ কয়েকবার একই কথা বলেছেন।

শুরু হচ্ছে মান সরোবর যাত্রা

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : পাঁচবছর বন্ধ থাকার পর জুন থেকে ফের শুরু হচ্ছে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা। শনিবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, দুটি রুট ধরে জুন থেকে অগাস্ট পর্যন্ত ফের মান সরোবর যাত্রা চলবে। তার মধ্যে একটি হল উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ এবং অপরটি হল সিকিমের নাথু লা। এই তীর্থযাত্রা শুরু হলে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিকের পথে এগোবে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, নাথু লা দিয়ে পর্যটকদের ১০টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে। লিপুলেখ দিয়ে যেতে পারবে পাঁচটি দল।

কবিতায় মধ্যস্থতার প্রস্তাব ইরানের
ভারত-পাক যুদ্ধ ১০০০ বছরের ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৬ এপ্রিল : ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে টেনশন কত বছরের? ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময়েই জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের। তাতে কী? আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তুলে এনেছেন একেবারে নয়া তত্ত্ব। যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ভারত-পাকিস্তান দু'দেশেই।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মার্কিন এয়ারফোর্সে বিমানে সাংবাদিকদের সটান বলেছেন, 'দুটো দেশেরই কাছের লোক আমি। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলছে হাজার বছর ধরে। আর ওদের সীমান্তে টেনশন চলছে দেড় হাজার বছর ধরে।'

ট্রাম্পের স্বভাবসুলভ মন্তব্যে স্তম্ভিত সাংবাদিকরা পালটা প্রশ্ন করতেই ভুলে যান। ডন যা ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে তিনি দু'দেশের সাম্প্রতিক ঝামেলায় হস্তক্ষেপ করতে রাজি নন। বরং বক্তব্য, 'আমি নিশ্চিত, ওরাই ওদের সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারবে। এটা সত্যি যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা রয়েছে। এটা কিন্তু সবসময় ছিল।' ট্রাম্পের দেড় হাজারের বছরের তত্ত্ব নিয়ে অবশ্য ভারত-পাক দু'দেশেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্রুপের বন্যা।

শুক্রবার পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগ দিতে ভ্যাটিকান সিটিতে যাচ্ছিলেন ট্রাম্প। এয়ারফোর্স ওয়ানে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কয়েকজন সাংবাদিক।

পহলগাম কাণ্ডের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। আমেরিকার তরফে জারি করা বিবৃতিতে ভারতের পাশে দাঁড়ানোর কথা জানানো হয়েছিল। তারপর মধ্যস্থতা ইস্যুতে ট্রাম্পের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ট্রাম্পের মন্তব্যের পাশাপাশি শোরগোল ফেলেছে ইরানের বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্য।

ইউক্রেন নিয়ে চাপে থাকা আমেরিকা যখন কাশ্মীর নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছে না, ঠিক সেইসময় সক্রিয়তা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছে ইরান। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা কমাতে পরোক্ষে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচি শুক্রবার দুই দেশকে 'ভাই' ও 'প্রতিবেশী' বলে উল্লেখ করে বলেছেন, 'ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই ইরানের ভ্রাতৃ-প্রতিবেশী। প্রাচীনকাল থেকে আমরা অভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রতিবেশীদের আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করি। এই কঠিন সময়ে বৃহত্তর বোঝাপড়া গড়ে তুলতে ইসলামাবাদ এবং নয়াদিল্লির সঙ্গে ইতিবাচক সমীকরণকে কাজে লাগাতে তৈরি তেহরান।'

এ প্রসঙ্গে ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যান ইরানি কবি সাদি শিরাজির লেখা বিখ্যাত ফার্সি কবিতা 'বানি আদম' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন আরাঘচি। বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, 'মানুষ একটি সমগ্রের অংশ। একটি সারাংশ এবং আত্মার সৃষ্টি। একটি অঙ্গকে আঘাত করলে দেহের অন্য অঙ্গগুলি কষ্ট পাবে।'

এর আগে সৌদি আরবের তরফেও কাশ্মীরে উত্তজনা কমাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সৌদি বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং পাক বিদেশমন্ত্রী ইসাক দারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন।

ইরান ও সৌদি আরবের প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানের সেনা প্রধানের মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা চলছে। সেনা প্রধান আবার হিন্দু ও মুসলমান নিয়ে আগের মতোই বিতর্কিত কথা বলেছেন।

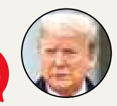

ওখানে (পহলগাম) একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছে। দেড় হাজার বছর ধরে সীমান্তে উত্তেজনা রয়েছে। আমি নিশ্চিত যে ওরাই কোনওভাবে সমস্যা মিটিয়ে নেবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

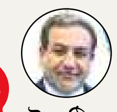

এই কঠিন সময়ে বৃহত্তর বোঝাপড়া গড়ে তুলতে ইসলামাবাদ এবং নয়াদিল্লির সঙ্গে ইতিবাচক সমীকরণকে কাজে লাগাতে তৈরি তেহরান।

সাইয়েদ আব্বাস
আরাঘচি, ইরানের বিদেশমন্ত্রী

সমাজমাধ্যমে বিভ্রান্তি

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : 'হাজার বছর' ধরে কাশ্মীর নিয়ে লড়াই করছে দুই দেশ। ট্রাম্পের দুই দাবি আলোড়ন ফেলেছে সামাজিক মাধ্যমে।

হাজার হাজার বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় বিকশিত হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা। ভারতের রাষ্ট্রীয় গঠন কাঠামোও বেশ পুরোনো। সেই ভারতের সঙ্গে ১৯৪৭-এ জন্ম নেওয়া পাকিস্তান কীভাবে একহাজার বছর ধরে লড়াই করছে, সেটা বোধগম্য হয়নি নেটিজেনদের। একজন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'একমাত্র ট্রাম্পই এই রহস্যভেদ করতে পেরেছেন যে পাকিস্তান এবং ভারত একহাজার বছর ধরে কাশ্মীর নিয়ে লড়াই করছে। ভারত, পাকিস্তানের স্বাধীনতা একশো বছরও হয়নি। ১৯৪৭ সালের অগাস্টের আগে এটা একটিই দেশ ছিল এবং কাশ্মীর তার অংশ ছিল।' অপরজনের পোস্ট, '১৫০০ বছর আগে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভারতের বেশিরভাগ অংশজুড়ে বিস্তৃত ছিল। যার অংশ ছিল কাশ্মীর। তখন ইসলাম বলে কিছু ছিল না। পাকিস্তান এবং সীমান্ত উত্তেজনার কথা ভুলে যান।' এক নেটিজেনের বিশ্লেষণ, 'আমার মনে হয় তিনি (ট্রাম্প) আক্ষরিকভাবে নয়, বরং রূপক অর্থে বোঝাতে চেয়েছিলেন।'

আমেদাবাদের রাজপথে বাংলাদেশিদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে গুজরাটের পুলিশ। শনিবার।

ঘৃণাকে হারানোর অস্ত্র ভালোবাসা

হায়দরাবাদ, ২৬ এপ্রিল : 'নফরত কি বাজার মে মহব্বত কি দুকান'। বিজেপি-আরএসএসের মোকাবিলায় এটাই যে তাঁর একমাত্র অস্ত্র সেটা ফের স্পষ্ট করে দিলেন রাহুল গান্ধি।

পহলগামে পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে যেভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে তা জঙ্গিদের বিভাজনের কৌশল ছিল বলে শুক্রবার কাশ্মীরে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তার জবাবে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাকও দিয়েছিলেন তিনি। শনিবার হায়দরাবাদে 'ভারত সামিট ২০২৫'-এর মঞ্চ থেকে রাহুল জানিয়েছেন, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে হারানোর সেরা অস্ত্র হল ভালোবাসা। তিনি বলেন, 'বিজেপি-আরএসএস ঘৃণা, ভয় এবং ক্রোধের দৃষ্টিকোণ দিয়ে সবকিছু দেখে। এর জবাবে ভালোবাসা এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে আমাদের রাজনীতি করা উচিত।' ওই মঞ্চে হাজির ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এবং বিশ্বের একাধিক দেশের প্রতিনিধিবর্গ।

ঘৃণার রাজনীতির জবাবে ভালোবাসাকে কীভাবে পাথেয় করে তাঁরা এগিয়েছেন সেকথা বলতে গিয়ে ভারত জোড়ো যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। রাহুল বলেন, 'একদা বিরোধীদের শেষ করে দেওয়ার নয়া আগ্রাসী রাজনীতির কারণে কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমরা যেভাবে কাজ করতে চাইছিলাম সংবাদমাধ্যম এবং সার্বিক পরিস্থিতি তাতে বাধা দিচ্ছিল। তাই আমরা ইতিহাসের পাতায় ফিরে গিয়ে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পদযাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিই।' তাঁর কথায়, 'সারাবিশ্বে এখন গণতান্ত্রিক রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এক দশক আগেও যে নিয়মকানুন মানা হত সেগুলি এখন আর কার্যকর নয়। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পুরোনো ধারার রাজনীতি চলবে না। বদলে নতুন ধরনের রাজনীতিবিদ গড়ে তোলা প্রয়োজন।'

বার্তা রাহুলের

বিজেপি-আরএসএস ঘৃণা, ভয় এবং ক্রোধের দৃষ্টিকোণ দিয়ে সবকিছু দেখে। এর জবাবে ভালোবাসা এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে আমাদের রাজনীতি করা উচিত।

রাহুল গান্ধি

ইরানের বন্দরে বিস্ফোরণে মৃত ৪, আহত ৫১৬

তেহরান, ২৬ এপ্রিল : পরমাণু কর্মসূচিতে রাশ টানা ইস্যুতে আমেরিকার সঙ্গে তৃতীয় দফার আলোচনা চালাচ্ছে ইরান। এমন সময় শনিবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দক্ষিণ ইরানের বন্দর শহর বান্দার আব্বাস। সেখানকার শাহিদ রাজাই বন্দর এলাকায় ঘটা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৫১৬। তবে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে হতাহতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি। ইরান সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সেদেশের রেভলিউশনারি গার্ডের ঘাঁটির কাছে বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘটনার পিছনে ইজরায়েলের হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি ওই মুখপাত্র। ইজরায়েল সেনা অবশ্য এদিনই বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠছে বান্দার আব্বাস। ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। ধুলো-ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে চারদিক। বেশ কয়েকটি বাড়ি ও যানবাহনকে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। ইরানের প্রথমসারির বাণিজ্যিক বন্দর হল শাহিদ রাজাই।

উত্তরপক্ষ

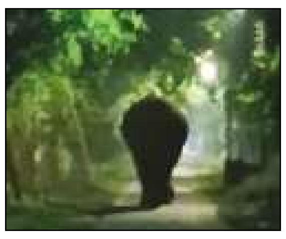

বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতি
(২০ এপ্রিল)

দলছুট এক মাকনার তাণ্ডবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্য। দেখতে ভিড়। হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরাতে বনকর্মীদের বেশ কসরত করতে হয়।

খাসজমি দখল
(২২ এপ্রিল)

রায়গঞ্জ শহর থেকে কর্ণজোড়া হয়ে হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ যাওয়ার রাজ্য সড়কের দু'ধারের খাসজমি দখল হয়ে চলেছে। প্রভাবশালী জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে।

সেতু বন্ধ
(২৩ এপ্রিল)

পুরোদস্তুর সংস্কারের জন্য ২৭ এপ্রিল থেকে ১৪০ দিনের জন্য গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে।

পুড়ল পাঁচ
(২৫ এপ্রিল)

বিধ্বংসী আগুনে আলিপুরদুয়ার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রেলগুমটি এলাকায় পরপর পাঁচটি দোকান পুড়ে ছাই। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি বলে দাবি।

প্রাণপ্রিয় পারলালপুর

অরিন্দম বাগ

অশান্তির কারণে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ওঁরা মালদার পারলালপুরে এসেছিলেন। প্রাণ হাতে নিয়ে। এখানকার বাসিন্দারা ওঁদের যেভাবে আপন করে নিলেন তাতে জায়গাটি ওঁদের প্রাণপ্রিয় হয়ে উঠতে সময় নেয়নি। মানুষ যে মানুষের জন্যই তা ফের প্রমাণিত।

পড়ন্ত বিকেল। মাঝ বৈশাখের রোদ তবু বেশ চড়া। ছাতা মাথায় গঙ্গাপাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুশীলা মণ্ডল। ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা। ওপার থেকে একটা করে নৌকা ঘাটে ঠেকছে। বৃদ্ধার বাম হাতখানা চলে যাচ্ছে কপালে। ছাতার নীচেও রোদের তেজ আড়াল করার চেষ্টা আর কি। ভ্রূ কুঁচকে একবার দেখে নিচ্ছেন, নৌকা থেকে যারা নামছে, তারা সবাই এলাকার তো? নাকি আবার কেউ ওপারের ঘর ছেড়ে এপারে পা রাখল। নিশ্চিন্ত হওয়ার পরই হাত নামছে চোখের ওপর থেকে।

গত ১২ এপ্রিল থেকে এটাই যেন রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধা সুশীলার। অবশ্য শুধু তিনিই নন, গ্রামের রসিক মণ্ডল, সুকুমার বিশ্বাস, রজত সরকারের মতো আরও অনেকেরও এখন দিনযাপনের অঙ্গ, সারা দিনে অন্তত একবার গঙ্গাপাড়ে যাওয়া। নদীর ধারে সুবলের চায়ের দোকান। সেখানে খানিকটা সময় কাটানো। চলে গল্পগুজব। গল্প মানে সেই পুরোনো কথা। সন্ত্রাস আর শরণার্থী। গল্পের পাট চুকিয়ে যখন তাঁরা ঘরে ফেরেন তখন বাড়ির তুলসীতলায় সাঁঝের প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করে দিয়েছে মেয়েরা।

১২ থেকে ২০। এপ্রিলের এই ক'টা দিনের কথা এখনও ভুলতে পারছেন না পারলালপুরের কেউ। অথচ এখন গ্রামের স্কুলে আর কোনও শরণার্থী নেই। স্কুলে শোরগোল নেই। বিএসএফ-পুলিশের ভারী বুটের শব্দ নেই। রাজনৈতিক কেউকেটা বা প্রশাসনিক কর্তাদের দেখা নেই। রাস্তায় সর্বক্ষণ গাড়ির আওয়াজ নেই। হুটারের শব্দও নেই। শুধু থেকে গিয়েছে অনেক স্মৃতি।

'সেটা শনিবার ছিল। আগের দিনই খবর পেয়েছিলাম সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে খুব গোলমাল চলছে। ওরা সবাইকে ধরে মারছে। বাড়িঘর ভেঙে দিচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ওখানে নাকি বিএসএফ নেমেছে। শুক্রবার রাতে নদীর ওপারে আগুনের আঁচও দেখতে পেয়েছি। পরদিন সকাল হতেই শুনলাম, ওপারে অনেকেই নিজেদের ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ওরা নাকি এখানে আসবে। সেদিন সন্ধেয় বিএসএফ বেশ কিছু মানুষকে নৌকায় তুলে দিয়েছিল। ওরা এপারে পা রাখতেই আমাদের এলাকার ছেলেমেয়েরা ওদের নদীর পাড় থেকে নিয়ে এসেছিল স্কুলে। আমরাও তৈরি ছিলাম। ওরা আসতেই সবাই নিজের নিজের বাড়ি থেকে মুড়ি-চিঁড়ে, রুটি-তরকারি ওদের খেতে দিই। দু'তিনদিন আমরাই ওদের খাবার দিয়েছি। দেখাশোনা করেছি। তারপর ওই মানুষগুলোর দায়িত্ব নেয় প্রশাসন। আর আমাদের স্কুলে ঢুকতে দেয়নি।'

সুকুমার বিশ্বাসের কথায়, 'দুষ্কৃতী হামলায় ঘরছাড়া মানুষজন আরেক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না। কিন্তু বিপদে অচেনা মানুষও কখন যে আপন হয়ে যায়, তার কোনও নির্দিষ্ট ক্ষণ থাকে না। একদিন খবর পেলাম, বিপন্ন মানুষগুলোকে নাকি প্রশাসন জোর করে ঘরে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গ্রামের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিই, পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা হলে এদের গ্রামে পাঠানো যাবে না। স্কুলে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীরাও একই দাবি তোলেন। সেদিন থেকে আমাদের রাতপাহারা শুরু হয়ে যায়। শুধু পুরুষ নয়, ঘরের মেয়ে-বৌরাও রাত জেগে পাহারা দিয়েছে। যাতে ওদের কেউ জোর করে ঘরে ফেরত না পাঠাতে পারে।'

শরণার্থীরা চেয়েছিলেন তাঁদের গ্রামে বিএসএফ ক্যাম্প বসুক। অবশেষে রাজ্যপালের আশ্বাস পেয়ে গত শনিবার থেকে পারলালপুর হাইস্কুলের অস্থায়ী শিবির ছাড়তে শুরু করেন তাঁরা। রবিবার দুপুরে বাকিদের সঙ্গে ঘরে ফিরেছেন ওপারের বেতবোনা গ্রামের পার্বতী মণ্ডলও। এই ক'দিনেই এপারের শিউলির বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শিউলি জানালেন, 'এই ক'দিনের আলাপ। অথচ যখন চলে যাচ্ছিল, দুজনেই কাঁদছিলাম। ওর ছেলেটা মিষ্টি খেতে বড্ড ভালোবাসে। ঘরে ফিরে কী খাবে তার ঠিক ছিল না। একটু সুজি আর রুটি বানিয়ে দিয়েছিলাম। এখনও ওদের খবর পাইনি। নিশ্চয়ই ভালো আছে ওরা।' কথা শেষ করে অজান্তেই দুই হাত জোড় করে উপরের দিকে তাকিয়ে একটা প্রণাম করেন শিউলি। বাঙালি বধূর মন বলে কথা!

সেই কবে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বসে গান বেঁধেছিলেন ভূপেন হাজারিকা। সেই গান আজও ভেসে বেড়াচ্ছে গঙ্গাপাড়ের বাতাসে।

মাদকে মধু

শিবশংকর সূত্রধর

মাদকেই হয়তো মধু লুকিয়ে। নইলে শাসক শিবিরের বড় মাথারা এতে জড়াতে যাবেন কেন? সম্প্রতি কোচবিহারে শাসক শিবিরের নেতাদের নাম মাদকের কারবারে জড়ানোয় রাজনৈতিক মহল তোলপাড়। মাদক বিক্রির টাকা ঘুরিয়ে ভোটের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

চাঞ্চল্য।। *শীতলকুচিতে পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানায় পুলিশের অভিযান।*

ভোটের প্রচারের জন্য একজন প্রার্থী কত টাকা খরচ করছেন তার হিসেব রাখে নির্বাচন কমিশন। অবৈধ উপায়ে টাকা খরচ করে ভোটারদের প্রলুব্ধ করলেই নেমে আসে শাস্তির খাঁড়া। কিন্তু সেই হিসেবের বাইরেও যে ঘুরপথে বহু রাজনৈতিক নেতা ও প্রার্থীরা লাগামহীন টাকা খরচ করেন তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতখরচ, মদ-মাংস, পিকনিকের খরচ বহু। আবার কোনও নেতা যদি সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে ভোটে জিততে বা নিজেদের প্রার্থীকে জেতাতে চান তাহলে তার খরচ আরেকটু বেশি। দেশি বন্দুকই হোক বা জেলাতে বানানো বোমা, কয়েক হাজার খরচ করলেই সেগুলি হাতের মুঠোয় চলে আসে। অবশ্য বাইরে থেকে আমদানি করা পিস্তলের খরচ অনেকটা বেশি। পুলিশ কিংবা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা যতই থাকুক না কেন কোচবিহারের বাসিন্দারা ভালোভাবেই জানেন যে, এখানে ভোট মানেই কাঁচাটাকার খেলা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এত টাকার জোগান হচ্ছে কীভাবে?

শাসক-বিরোধী দুই দলই বরাবর একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, নির্বাচনের খরচ ও নেতাদের প্রভাব বজায় রাখতে নেতারা নাকি স্মাগলিং, জমি মাফিয়ার মতো কাজেও যুক্ত হয়ে পড়ে। সেই অভিযোগ কতটা সত্যি তা অবশ্য তদন্তসাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে সেই তত্ত্বগুলিই এখন স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। শাসকদলের নেতারা যে ঘটনাগুলিতে ভীষণ অস্বস্তিতে তা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বিবৃতিতেই স্পষ্ট। তাঁদের দলেরই দুজন নেশার সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে এসটিএফের হাতে গ্রেপ্তার হতেই অভিযুক্তদের ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ২১ এপ্রিল কোচবিহার শহরে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ। তাঁদের কাছে ৭৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। যার ওজন প্রায় দেড় কেজি। যেগুলি নাগাল্যান্ড থেকে নিয়ে এসে দিনহাটা হয়ে বাংলাদেশে পাচারের কথা ছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজনের মধ্যে রয়েছেন সিতাই বিধানসভার গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান মাফুজার রহমান। তিনি আবার সেখানকার তৃণমূলের উপপ্রধান বিজলি বিবির স্বামী। আরেক অভিযুক্ত সেরাজুল হক ওই এলাকারই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। এমন উদাহরণ আরও রয়েছে। কোচবিহার শহরজুড়ে যে ব্রাউন সুগারের রমরমা কারবার এটা আর নতুন কথা নয়। কোচবিহারকে করিডর করে ব্রাউন সুগার পাচার হয় ভিনরাজ্যে। কিন্তু কোচবিহারে ব্রাউন সুগার তৈরির মতো ঘটনা এর আগে প্রকাশ্যে আসেনি। সেটাই এবার সম্ভব হল তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যা জেসমিন বিবির সৌজন্যে। কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানটুলি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা জেসমিন। এই মাসেরই ঘটনা, তাঁর বাড়িতে বহিরাগত কয়েকজনকে নিয়ে এসে ব্রাউন সুগার তৈরি করা হত। রীতিমতো কারখানা তৈরি করা হয়েছিল তাঁর বাড়িতে। সেখানেই অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রাউন সুগার তৈরির বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও কাঁচামাল মিলেছিল সেখানে। কিন্তু জেসমিন ও তাঁর স্বামী তাহেজুল ইসলাম সেই সময় পালিয়ে ছিলেন।

শাসকদলের নেতা হওয়ায় সুবাদে অভিযুক্তরা যে প্রভাবশালী ছিল তা বলাই বাহুল্য। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কালো কারবারের গভীরতা বাড়ছিল। সে শীতলকুচি হোক কিংবা গিতালদহ। এখন প্রশ্ন অনেক। বড় কোনও মাথার হাত না থাকলে কি দিনের পর দিন এই পাচার কিংবা ব্রাউন সুগারের কারখানা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব? বিজেপি তো ইতিমধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ তুলেছে, কারবারের 'ভাগ' নাকি পৌঁছাত তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। কারবারের টাকা ব্যবহার করা হত নির্বাচনি সন্ত্রাসের কাজেও! আরও প্রশ্ন রয়েছে, গিতালদহের অঞ্চল চেয়ারম্যান মাফুজার নাকি এর আগে ২০১৪ সালে স্মাগলিংয়ের অভিযোগে বাংলাদেশে জেলও খেটে এসেছেন। বিজেপি সেই ছবি প্রকাশ্যে এনেছে। এরপরেও নানারকম অভিযোগ ছিল তাঁর উপরে। কিন্তু তারপরেও এতদিন তাঁকে দলের দায়িত্বে রাখা হল কেন? নাকি এতদিন সব জেনেও জেলা নেতৃত্ব অজানা কোনও কারণে চুপ ছিল? এবার তিনি গ্রেপ্তার হতেই বিষয়টি বুমেরাং হয়ে গেল? অবশ্য কোনও রাজনৈতিক দল কাকে দায়িত্বে রাখবে আর কাকে রাখবে না সেটা তাদের নিজস্ব বিষয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরের কোনও পাচারকারী যখন দলের পদ নিয়ে হম্বিতম্বি করে বেড়াচ্ছে, যখন পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানা পাওয়া যাচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষের কাছে দলের ভাবমূর্তি সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভালো বার্তা যাচ্ছে না।

বিধানসভা ভোট আসছে। দেদার টাকা উড়বে। পাড়ার ছোট ছোট নেতাদের হাবভাবও তখন বদলে যাবে। কিন্তু এত খরচের উৎস কোথায়? ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হয়ে উঠেছে খিচুড়ি স্কুল

কৌশিক দাস

সত্যিই ক্রান্তির বেশিরভাগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে লোকে আজকাল খিচুড়ি স্কুল নামেই বেশি চেনে। কারণ খিচুড়ির বেশি সেখানে কিছুই মেলে না। সকাল ৯টায় খোলার কথা থাকলেও বেলা ১১টা কিংবা তারও পরে দিদিমণিরা আসেন। তারপর এসেই কোনওরকমে খিচুড়ি চাপিয়েই দায়িত্ব শেষ।

ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা ১০টা বেজে ১৫ মিনিট। আনন্দপুর চা বাগানের বছর পাঁচেকের এক খুদে হাতে বাটি নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল আরও বেশ কয়েকজন দিদিমণির সুরে সুর মিলিয়ে কবিতা বলছে। সঙ্গীদের দেখেই খুদে গিয়ে বসল মেঝেতেই। পাশ থেকে তখন খিচুড়ির গন্ধ ভেসে আসছে। একটু পরেই সকলে বারান্দায় বসে পড়ল খিচুড়ি আর ডিম খেতে। এদিন না হয় ভাগ্য ভালো ছিল। কিন্তু অন্যান্য দিন ভাগ্য এমন ভালো থাকে না। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতেও শিশুদের বরাদ্দ খাবারও মাঝেমধ্যে জোটে না। গাফিলতি কার? প্রশ্ন ওঠে অনেক, উত্তরও মেলে। সমাধান মেলে না।

জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লক অন্যতম পিছিয়ে পড়া এলাকা। শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশু এবং অন্তঃসত্ত্বাদের পুষ্টির সিংহভাগ আসে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকেই। অথচ সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো নিয়ে অভিযোগ বিস্তর। শিশুদের পঠনপাঠনের কথা না হয় বাদই দিলাম, খাবার নিয়ে সংঘাতে বারংবার শিরোনামে এসেছে এই কেন্দ্রগুলো। কখনও খাবারের মান নিয়ে আবার কখনও সরকার থেকে খাবারের বরাদ্দ নিয়েও অভিযোগ।

চা বলয় ও প্রত্যন্ত এলাকায় গড়ে ওঠা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া অধিকাংশ মানুষের ভরসার জায়গা। অথচ প্রশাসন এবং কর্মীদের একাংশের অবহেলা সবথেকে বেশি দেখা যায় এখানেই। কখনও শিশুদের জন্য চাল-ডালের অভাবে বন্ধ থাকে রান্না, আবার কখনও ডিমের দাম বৃদ্ধির কারণে অর্ধেক ডিমে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করার প্রচেষ্টা। গত ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ক্রান্তি ব্লকের সব অঙ্গনওয়াড়িতে হাফ ডিমের বেশি পাতে পড়ে না খুদেগুলোর।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংগঠনের অভিযোগ, সরকার থেকে শিশুদের জন্য যে বরাদ্দ করা হয় সেটা দিয়ে বর্তমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বাজারে পাতে দিতে হিমসিম খেতে হয়। তাঁদের এই অভিযোগ অমূলক নয়। সত্যিই তো যৎসামান্য আর্থিক অনুদানে কীভাবে শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণ সম্ভব? চারিদিকে কোটি কোটি টাকা মেলা ও খেলার অনুদানে বিলিয়ে দেওয়া সরকার কেন এই বিষয়ে এতটা উদাসীন? তবে কর্মীরা এর বাইরে যেটা করতে পারেন সেটা অনেকেই করেন না।

সাধারণত সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলার কথা কেন্দ্রগুলির। যদিও গ্রামাঞ্চলে অঙ্গনওয়াড়ির নাম হয়েছে 'খিচুড়ি স্কুল'। কেন এই নাম? কারণ খিচুড়ির বেশি সেখানে কিছুই মেলে না। সকাল ৯টায় খোলার কথা থাকলেও বেলা ১১টা কিংবা তারও পরে দিদিমণিরা আসেন। তারপর এসেই কোনওরকমে খিচুড়ি চাপিয়েই দায়িত্ব শেষ। শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলা বা খেলার ছলে পড়ালেখা কিছুই হয় না বললেই চলে। ফলে বেশিরভাগ কেন্দ্রেই শুধুমাত্র খাবার নিয়েই যে যার বাড়ির পথে।

তবুও ছন্দে থাকার চেষ্টা।। *ক্রান্তির এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন।*

দিদিমণিও তাঁর 'দায়িত্ব' পালন করে বাড়ি। কেউ কোথাও বলার নেই, অভিযোগ না অনুযোগ কখনও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে উঠলেও সেটা যথেষ্ট নয়।

এই ছবি কবে বদলাবে? কেউ জানে না। তাই অদূরে ভয় ধরানো এক ভবিষ্যৎ।

ধরলার ভাঙনে আশঙ্কা

ঘুম উড়েছে তিন গ্রামের শতাধিক পরিবারের

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৬ এপ্রিল : বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়নি। কিন্তু নদীভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, একাধিক গ্রামের রাতের ঘুম উড়েছে। বর্ষার সময় কী হবে, বুঝে উঠতে পারছে না পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারিকামারি, নাচিনা, বোয়ালমারির শতাধিক পরিবার। গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ধরলা নদী কারও রান্নাঘর, কারও আবার শোয়ার ঘর থেকে শুরু করে চাষের জমির কাছাকাছি চলে এসেছে। দ্রুত বাঁধ নির্মাণ না হলে এবছর বর্ষাকালে নদীগর্ভে চলে যেতে পারে দীপক বর্মন, কাসেম মিয়াঁ ও সাদিকুল আলিদের জমি ও বসতভিটা।

প্রবল বর্ষণ এবং বর্ষার সময় নদীভাঙন নতুন ঘটনা নয় উত্তরবঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে নদীর ভাঙনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারিকামারি, নাচিনা ও বোয়ালমারি, তিন গ্রামের বাসিন্দারা। এই তিনটি গ্রামকে নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করতে হলে ধরলা নদীতে প্রায় চার কিলোমিটার বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই দাবি প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে পৌঁছেও দিয়েছেন গ্রামগুলির বাসিন্দারা। যা স্বীকার করে নিয়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন বলছেন, 'নদীভাঙনের সমস্যা নিয়ে ওই তিন গ্রামের বাসিন্দারা এসেছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রধানদের সঙ্গে কথা বলেছি। তবে এর আগেও এই বাঁধের জন্য সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছিল এবং অর্থ মঞ্জুরও হয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ বন্ধ থাকায়, ওই বাঁধ আর তৈরি হয়নি।'

এভাবেই ভাঙছে ধরলা নদীর পাড়। -সংবাদচিত্র

> নদীভাঙনের সমস্যা নিয়ে ওই তিন গ্রামের বাসিন্দারা এসেছিল। আগেও এই বাঁধের জন্য সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছিল এবং অর্থ মঞ্জুরও হয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ বন্ধ থাকায়, ওই বাঁধ আর তৈরি হয়নি।
>
> **নুর আলম হোসেন** কর্মধ্যক্ষ
> কোচবিহার জেলা পরিষদ

স্থানীয় বাসিন্দা দীপক বর্মনের কথায়, 'যেভাবে নদী এগিয়ে আসছে, তাতে এবছর বর্ষার সময় চাষের জমি নদীর গ্রাসে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

কাসেম মিয়াঁ, সাদিকুল আলিরা বলছেন, দীর্ঘদিন থেকে নদীভাঙনে বিপর্যস্ত। এর আগেও একাধিক জমি নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছে। এবার বসতবাড়িটুকু নদীতে চলে যাবে মনে হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে যদি বর্ষাকালের আগে বাঁধ নির্মাণ না হয়, তবে চরম বিপদের মুখে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। কবে নদীভাঙনের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে, বুঝে উঠতে পারছেন না তিন গ্রামের বাসিন্দারা।

পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিল্পী বেদ রায়ের বক্তব্য, 'ওই তিনটি গ্রামকে রক্ষা করতে হলে ধরলা নদীতে প্রায় চার কিলোমিটার বাঁধের প্রয়োজন রয়েছে। যার জন্য এর আগেও একাধিকবার সেচ দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু ফের বর্ষাকাল আসতে চললেও, কোনও পদক্ষেপ না করায় আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা। তবে সাময়িকভাবে কিছু করার মতো অর্থ পঞ্চায়েতের তহবিলে নেই। তাই ফের সেচ দপ্তরকে জানানো হবে।' কোচবিহার জেলা সেচ দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার বদরউদ্দিন শেখ বলছেন, 'ওই বাঁধটি তাঁদের প্রাধান্যের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, এবছর উত্তরবঙ্গে সঠিক সময়ে বর্ষা শুরুর পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

সমস্যা কোথায়

- বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়নি, কিন্তু ধরলা নদীভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে
- ধরলা নদী কারও রান্নাঘর, কারও শোয়ার ঘর থেকে শুরু করে চাষের জমির কাছাকাছি চলে এসেছে
- দ্রুত বাঁধ নির্মাণ না হলে এবছর বর্ষাকালে নদীগর্ভে চলে যেতে পারে
- অর্থবরাদ্দ হলেই কাজ শুরুর আশ্বাস প্রশাসনের

হাসপাতালের শৌচালয়ে প্রসব কুমারী মায়ের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : তলপেটে ব্যথার সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। চিকিৎসার সময়ে ওয়ার্ডের শৌচালয়ে গিয়ে প্রসব হয়ে যায় মহিলার। বছর বাইশের অবিবাহিত তরুণীর এভাবে কন্যাসন্তান প্রসবের ঘটনায় সাতসকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে। বেলা বাড়তেই সন্তান সহ মা'কে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়। ধূপগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অঙ্কুর চক্রবর্তী বলেন, 'ওই তরুণী বা তাঁর সঙ্গে আসা কেউ মানতেই চাইছিলেন না গর্ভাবস্থার কথা। তাঁরা পেটব্যথার সমস্যায় অনড় ছিলেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকের সন্দেহ হওয়ায় তাঁর পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরমধ্যেই প্রসব হয়ে যায়। মায়ের শারীরিক অবস্থার কথা ভেবেই তাঁকে মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।'

ওই তরুণী গয়েরকাটার এক বাড়িতে গত এক মাস ধরে পরিচারিকার কাজ করছেন। এদিন ভোরে তাঁর পেটব্যথা চরমে উঠলে বাড়ির মালিক ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর চিকিৎসক তাঁকে মহিলা ওয়ার্ডে ভর্তি করলে একাধিকবার ওই তরুণী শৌচালয়ে যাতায়াত করেন। এরমাঝেই শৌচালয়ের ভেতর থেকে নবজাতকের কান্নার আওয়াজ পেয়ে ওয়ার্ডের অন্য রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা শৌচালয় থেকে মা ও সন্তানকে বাইরে নিয়ে আসেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রোগীর এক আত্মীয়া জানান, হাসপাতালে আসার পরেই পরপর দুই তিনবার শৌচালয়ে যান তরুণী। শেষ দফায় দীর্ঘসময় বের হচ্ছিলেন না। অনেকে শৌচালয় যাবে বলে সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক সেই সময় বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পান। এরপর নার্সদের ডাকা হলে তাঁরা দুজনকেই নিয়ে যান।

শৌচালয়ে ২ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার পরেও গর্ভাবস্থা নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন সদ্য মা হওয়া তরুণী। তিনি জানান, টেরই পাননি গর্ভাবস্থার বিষয়টি। এজন্য কোনও ওষুধ খাওয়া বা চিকিৎসকের পরামর্শও নেননি তিনি। শুক্রবার রাত থেকে তলপেটে অসহ্য ব্যথা, সঙ্গে যৌনাঙ্গ দিয়ে সামান্য রক্তপাত শুরু হলে তিনি বাড়ির মালিককে পুরো ঘটনা জানান। এরপরেই এদিন সন্তান প্রসবের ঘটনা ঘটে।

যাঁর বাড়িতে তরুণী পরিচারিকার কাজ করেন সেই শুভঙ্কর সরকার কোচবিহারের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও ব্যবসায়িক কারণে গয়েরকাটায় বাড়িভাড়া করে থাকেন। শনিবার ভোরে তিনি ও তাঁর মা শেফালি সরকার তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কুমারী পরিচারিকার সন্তান প্রসবের ঘটনায় রীতিমতো বিভ্রান্ত শুভঙ্কর বলেন, 'মাসখানেক আগে আমাদের এক আত্মীয়ের মাধ্যমে যোগাযোগের সুবাদে তরুণী আমাদের এখানে আসে। এমনিতে সব স্বাভাবিকই ছিল। রাতে পেটে ভীষণ ব্যথার কথা শুনে ভোর চারটে নাগাদ ওকে নিয়ে আসি। এমন কিছু কীভাবে ঘটে গেল আমরা কেউই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

গত বছর ৫ অগাস্ট ধূপগুড়ি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের শৌচালয় থেকে এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে দীর্ঘ পুলিশি তদন্তেও কিছুই প্রকাশ্যে আসেনি। এদিনের ঘটনার পর অনেকেই সন্দেহ করছেন সেদিনও এমন কিছু ঘটেছিল কি না।

গ্রেপ্তার ১

দিনহাটা, ২৬ এপ্রিল : গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শনিবার সকালে দিনহাটা-২ ব্লকের খাটামারি থেকে ১৮ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ১০৩ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন সকালে রাহুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

ছোট হাতে বড় কাজ। বাবা-মায়ের সঙ্গে ভুট্টার দানা তুলছে খুদে। বারকোদালি চেকপোস্টে। -অর্পণা গুহ রায়

দিনহাটায় ছন্নছাড়া পদ্ম শিবির

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৬ এপ্রিল : বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছে বামেরা। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সেভাবে কোনও আন্দোলন সংগঠিত করতে পারছে না দিনহাটায়। যা নিয়ে '২৬-এর ভোটের আগে দলের নীচুতলায় প্রশ্ন উঠছে। '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নিশীথ প্রামাণিকের পরাজয়ের জেরেই এমন পরিস্থিতি, মানছেন অনেকেই। দিনহাটার পদ্ম শিবিরের নেতাদের জেলা সদর কোচবিহারের কর্মসূচিতে দেখা গেলেও, কেন তাঁরা এই বিধানসভা কেন্দ্রটিতে রাস্তায় নামতে পারছেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যা নিয়ে কটাক্ষ করছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

তৃণমূলের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধরের দাবি, 'বিজেপি কর্মী বলে দিনহাটায় কিছু নেই। শুধুমাত্র ধর্মের বিভাজন করে রাজনীতি করা যায় না।' দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর বক্তব্য, 'দিনহাটায় অনেকদিন আগে থেকেই বিজেপি শূন্য। এখানকার মানুষের মনে বিজেপি আর নেই।' যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধেই পালটা কটাক্ষ করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। তাঁর দাবি, 'যদি বিজেপি নাই থাকত, তবে বিজেপিকে নিয়ে এত ভয় করত না তৃণমূল। নাজিরহাটে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ওপর হামলাও করত না। কিছুদিন আগে উদয়ন গুহ নিজের মুখেই হারার আশঙ্কা করেছেন। বিজেপির অস্তিত্ব না থাকলে পরাজয়ের আশঙ্কা কাকে নিয়ে করেছেন?'

'২৬-এর ভোটকে পাখির চোখ করে নির্বাচনি কৌশল তৈরিতে জোর দিচ্ছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই। বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনের রাস্তাতেও নেমেছে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি। ইতিমধ্যে গ্রামগঞ্জে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ। নিয়মিত সভা করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিভিন্ন ইস্যুতে রাস্তায় নামতে দেখা যাচ্ছে বামেদেরও। কিন্তু সেই অর্থে দিনহাটায় আন্দোলন বা কোনও কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে না বিজেপিকে। '১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার কেন্দ্রে নিশীথের জয়ের মধ্যে দিয়ে এখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে যায় 'পদ্ম চাষ'। '২১-এর বিধানসভা ভোটেও জয়ী হন নিশীথ। কিন্তু তিনি বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ায় উপনির্বাচন হয় এবং বড় ব্যবধানে জয়ী হন উদয়ন। এরপর থেকেই শক্তি ক্ষয় শুরু হয় বিজেপির। অধিকাংশ কার্যালয় বন্ধ থাকছে। তবে দলীয় কর্মী এবং নেতৃত্বের বাড়িঘর ভাঙচুরের ভয় দেখিয়ে আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। এমন অভিযোগ তোলার পাশাপাশি অভিজিতের দাবি, দলীয় কার্যালয় খোলা এবং কর্মসূচিও হবে। সম্প্রতি এখানকার কয়েকজন বিজেপি নেতার কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনী তুলে নিয়েছে কেন্দ্র। যে কারণে তাঁরা ঘরে রয়েছেন বলে শহরে রাজনৈতিক চর্চা রয়েছে।

হালচাল

- ভোটে চোখ রেখে জনসংযোগ যাত্রায় তৃণমূলের উদয়ন
- নিজেদের অস্তিত্ব তুলে ধরতে আন্দোলনের রাস্তায় বামেরা
- আন্দোলনে নেই, বন্ধ থাকছে বিজেপির দলীয় কার্যালয়
- দলের এমন ছন্নছাড়া অবস্থায় প্রশ্ন পদ্ম শিবিরের নীচুতলায়

চুরি ঠেকাতে রাতপাহারা সুনীতি অ্যাকাডেমিতে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল : গত ১৫ দিনের মধ্যে শতাব্দীপ্রাচীন স্কুল সুনীতি অ্যাকাডেমিতে দু-দু'বার চুরির ঘটনা ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহল স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তুলেছে। চুরি ঠেকাতে রাতে পাহারার জন্য দুজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিযুক্ত করেছে জেলা প্রশাসন। একঝাঁক প্রশ্ন উড়ছে সুনীতির আকাশে-বাতাসে।

কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সুনীতি অ্যাকাডেমির ঐতিহ্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে স্কুলের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এই অভিযোগে ঘৃতাহুতি দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। সুনীতি অ্যাকাডেমির উত্তর দিকের একাংশের পাঁচিল বহু বছর ধরে ভাঙা। গায়ত্রী দেবী শিশু উদ্যানের পাঁচিলের ওপর লাগানো কাঁটাতার কে বা কারা খুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। ফলে উত্তর দিকটা দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই উত্তর দিকেই আবার স্কুলের অস্থায়ী ল্যাবরেটরি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং কম্পিউটার ল্যাবের একটি জানলাও বন্ধ করা যায় না। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে অনায়াসে নিয়ে নেওয়া যায় ল্যাবের মূল্যবান যন্ত্রপাতি। প্রায় প্রত্যেকটি কাচের জানলা দড়ি দিয়ে আটকানো। বেশ কিছু জানলাকে আবার পিচবোর্ড, ব্ল্যাকবোর্ড দিয়ে কোনও রকমে বন্ধ করা হয়েছে। চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে জানলার সামনে রাখা হয়েছে। সব কম্পিউটার ঘরের একপ্রান্তে এনে রাখা। কেমিস্ট্রি ল্যাবের অবস্থাও তথৈবচ। ফিজিক্স ল্যাবের সমস্ত যন্ত্রপাতি ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর এনে রাখা হয়েছে। বাকি ছোটখাটো জিনিস আলমারিতে তালাবন্ধ।

কেমিস্ট্রির শিক্ষিকা লাবণী রায় বলেন, 'এভাবে কী করে ক্লাস করাব? সামনেই স্কুলের গ্রীষ্মকালীন ছুটি পড়ে যাচ্ছে। পুলিশি পাহারা আর কতদিন থাকবে? এত দামি যন্ত্রপাতি নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে আমাদের।' পাকা ল্যাবরেটরি বানিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ফিজিক্সের শিক্ষিকা পান্না চক্রবর্তী।

পূর্ত দপ্তরের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার অসীমকুমার দাস বলেন, 'আমরা এখন পর্যন্ত সুনীতি অ্যাকাডেমির তরফে স্কুলের কিছু ঠিক করে দেওয়ার বিষয়ে কোনও চিঠি পাইনি। চিঠি পেলে অবশ্যই ব্যাপারটা দেখব।' স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মৌমিতা রায় বলেন, 'চিঠি তৈরি করা হচ্ছে। শীঘ্রই পূর্ত দপ্তরে পাঠানো হবে।' চুরির ঘটনায় স্কুলের প্রাক্তনীদের সংগঠনের সভাপতি চৈতালি ধরিত্রী কন্যার বক্তব্য, 'এই স্কুল আমাদের গর্ব। সেখানে নিরাপত্তার জন্য পাহারা বসাতে হচ্ছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না।'

জেলাজুড়ে তৎপর কারবারিরা

৪৩৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত, ধৃত ৬

মাদকের সাম্রাজ্য

কোচবিহার ব্যুরো

২৬ এপ্রিল : কোচবিহার জেলাজুড়ে চলছে মাদকদ্রব্যের রমরমা কারবার। শনিবার জেলার তিনটি মহকুমা থেকে প্রায় ৪৩৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ৬ পাচারকারী। আর পাচারকারীদের মধ্যে দুজন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি এলাকার বাসিন্দা। আরেকজন মহিলার বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানা এলাকায়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে জেলার মাদক কারবারিতে অন্য জেলা বা রাজ্যের যোগ নিয়ে।

গোপন সূত্রে তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ শুক্রবার রাতে সিতাই ব্লকের ব্রহ্মোত্তরচাতরার বারোবাংলা ঘাটে অভিযান চালায়। সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ৩০৫ কেজি গাঁজা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে।

সিতাইয়ের বারোবাংলা ঘাট থেকে পাচারের জন্য গাঁজাভর্তি বস্তা গাড়িতে ভরা হচ্ছিল। সেইসময় অতর্কিতে অভিযান চালায় পুলিশ। কয়েকজন পালিয়ে গেলেও রঞ্জিত বিশ্বাস নামে একজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। সে সিতাই ব্লকের ব্রহ্মোত্তরচাতরার ৫৩৮ সিঙ্গিমারি গ্রামের বাসিন্দা। অভিযানে অংশ নেন দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র এবং সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস। এর পেছনে কোন চক্র কাজ করছে বা ভিনরাজ্যের কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিতাই থানার আইসি বলেন, 'এর আগেও সিতাই থানার পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে সফল হয়েছে।'

শনিবার সকালে ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোগডাবরিতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে কোচবিহারের শীতলকুচি থানার পুলিশ। এদিন সকালে পুলিশ হানা দেয় সম্রাট মণ্ডলের বাড়িতে। শুরু হয় তল্লাশি। সারা বাড়িতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু না পেলেও হাল ছাড়তে রাজি হননি পুলিশকর্মীরা। এরপরেই পুলিশের নজরে আসে উঠোনের এক পাশের মাটির ঢিপি। সেখানকার মাটি খুঁড়তেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশের। গুপ্তধনের মতো প্লাস্টিকে জড়ানো একটি বড় ড্রাম গাজায় ভর্তি।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'মাটির নীচে ড্রাম থেকে ৩৩ কেজি ৫১৫ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাড়ির মালিক সম্রাট মণ্ডলকে।'

অন্যদিকে, নিশিগঞ্জ বাজার থেকে দক্ষিণদিকে চলে যাওয়া দেওয়ানবস রোডের মাশানতলায় এক সাইকেল আরোহীর কাছ থেকে প্রায় ৩২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্তের নাম সপ্তম দাস। বাড়ি মাঘপালা গ্রামে। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি জিতেশ ঝা সহ পুলিশকর্মীরা মাশানতলায় ওই দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলেন। মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার, মাথাভাঙ্গা-২'এর বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ওই সাইকেল আরোহীর থেকে ২ বস্তা ও একটি ব্যাগে গাঁজার প্যাকেট বাজেয়াপ্ত হয়। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াইয়ের বক্তব্য, 'ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত চলছে।'

শুধু তাই নয়, তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর ফাঁড়ির পুলিশ শনিবার ৬৪ কেজি গাঁজা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও মহিলার বাড়ি মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানা এলাকায়। আরেকজন মহিলা পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানা এলাকার বাসিন্দা। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমার জানান, ওই তিনজন বর্তমানে তাঁদের হেপাজতে রয়েছে।

সাইকেল আটকে গাঁজা বাজেয়াপ্ত। শনিবার নিশিগঞ্জ - দেওয়ানবস রোডে।

শেষরক্ষা হল না ধৃত বাংলাদেশির

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : মেখলিগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসের একটি মিষ্টির দোকানে সাত-আট বছর ধরে কাজ করছে ষাটোর্ধ্ব আইনুল হক। কারও সন্দেহ হয়নি তাকে নিয়ে। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দোকানে কাজ করত। তারপর দোকান মালিকের বাড়িতেই থাকত। শুক্রবার রাতে পুলিশ বৃদ্ধকে তুলে নিয়ে গেলে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রথমে পুলিশ গ্রেপ্তারির কারণ নিয়ে কিছুই জানায়নি। পরে শনিবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আইনুল আদতে বাংলাদেশি নাগরিক। ভারতে অনুপ্রবেশ করে দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো পরিচয়ে রয়েছে। এদিন ধৃতকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশের দাবি, মিষ্টির দোকানের মালিক মানিক ইসলাম সবটাই জানত। তবে শুক্রবার রাত থেকে সে পলাতক। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'শুক্রবার রাতে মেখলিগঞ্জ থানার এএসআই বকুল মিয়াঁ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই মিষ্টির দোকানে অভিযান চালান। আইনুলকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে একেকবার একেক জায়গার নাম বলে। পরে স্বীকার করে যে সে বাংলাদেশি।'

ওসি জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কাজের উদ্দেশ্যে আইনুল ভারতে অনুপ্রবেশ করে। তারপর মানিক তাকে তার মিষ্টির দোকানে কাজ এবং বাড়িতে থাকার সুযোগ দেয়। বাংলাদেশি জেনেও আশ্রয় দেওয়ায় মানিকের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু হয়েছে। তবে ভারতে বসবাসের পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে, ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক তরুণ বললেন, 'আমরা কোনওদিন বুঝতেই পারিনি যে আইনুল হক বাংলাদেশি। ওর বাড়ি ময়নাগুড়ির বড়কামাতে বলে জানিয়েছিল। আর মিষ্টির দোকানের মালিক ওর আত্মীয়।'

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন, 'কয়েকদিন আগে মেখলিগঞ্জের এক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিল বাংলাদেশিদের ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে দেওয়ার জন্য। শাসকদলের নেতাদের প্রশ্রয়ে এই সবটা হচ্ছে। অবিলম্বে সিএএ চালু করা প্রয়োজন।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। দলের কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সরকার বলেন, 'আমরা কোনওভাবেই ভুতুড়ে ভোটার বা নাগরিককে প্রশ্রয় দিই না।'

শ্লীলতাহানির দায়ে পুলিশ হেপাজত

হলদিবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : শনিবার এক মহিলার শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্তকে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠাল মেখলিগঞ্জের মহকুমা আদালত। শুক্রবার এক বধূকে ধর্ষণের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য হুদুমডাঙ্গার বাসিন্দা আলতাফর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, চৈতুর মোড়ে দুপুরবেলা ভুট্টাখেতের আলে গবাদিপশুর জন্য ঘাস কাটছিলেন ওই বধূ। ওই বধূর অভিযোগ, 'ঘাস কাটার সময় আলতাফর রহমান চুপিসারে পিছন দিকে আমাকে জড়িয়ে ধরে। জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে ভুট্টাখেতের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানি করে।' তাঁর আরও সংযোজন, তাতে ভয় পেয়ে তিনি চিৎকার শুরু করে দেন। সুযোগ বুঝে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন। এরপর স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে হলদিবাড়ি থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই বলেন, 'অভিযুক্তকে দু'দিনের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

ডোবায় ভবঘুরে

বক্সিরহাট, ২৬ এপ্রিল : ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ায় এলাকাবাসী শান্তনু দেবনাথের বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। সেসময় নির্মাণ শ্রমিকদের নজরে পড়ে অচৈতন্য এক ভবঘুরে। তাঁকে ডোবা থেকে উদ্ধার করলেন বক্সিরহাট থানার পুলিশ এবং দমকলকর্মীরা। রাতভর জলে পড়ে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ব্যক্তি। শনিবার ঘটনাটি ঘটে। বক্সিরহাট দমকল আধিকারিক প্রকাশ অধিকারী বলেন, 'রাতভর জলে থাকায় শারীরিকভাবে অসুস্থ মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ব্যক্তি। তাঁর নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁকে তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।'

লোকশিল্প বাঁচাতে কাশিয়াবাড়িতে মিলনমেলা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৬ এপ্রিল : মিলনমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কথা উঠে এল। লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের বাঁচাতে শনিবার এই লোকশিল্পী মিলনমেলার আয়োজন করা হয় কাশিয়াবাড়িতে। বক্সিরহাট থানার কাশিয়াবাড়ি বাজারের মাঠে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক শাখার উদ্যোগে মেলার সূচনা করা হয়। পতাকা উত্তোলন করে মেলার সূচনা করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় রাভা। মেলার সূচনায় শোভাযাত্রা বের হয়। মেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরা হয়। প্রত্যেক লোকশিল্পীকে সরকারি পরিচিতিপত্র দেওয়া, ন্যূনতম ৩০০০ টাকা মাসিক ভাতা প্রদান, শিল্পীদের পোশাক ও বাদ্যযন্ত্র কেনার জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা, প্রবীণ শিল্পীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান, শিল্পীদের বসবাস ও শিল্পচর্চার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবি উঠে আসে। তাছাড়া অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে লোকশিল্পীদের লড়াই আন্দোলন জারি রাখার আহ্বান জানানো হয়।

ধনঞ্জয়ের কথায়, 'সারা রাজ্যে ৪০টির বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে। তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র শিল্প ও সংস্কৃতি আছে। আর সেই সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন কয়েকশো লোকশিল্পী। এছাড়া উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকাচার ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ভাওয়াইয়া, বিষহরা, হুদুমকামনৃত্য, কুষান গানের সঙ্গে বহু লোকশিল্পী জড়িয়ে আছেন।'

তিনি বলেন, 'লোকশিল্পীরা আজ বড় সংকটের মুখে। আধুনিক প্রযুক্তি ও বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবে গ্রামবাংলার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ও লোকসংগীত হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে অনেক লোকশিল্পী এখন নিদারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।'

আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'লোকশিল্পীদের লেখা গান ও তার সুর নকল করে অনেকে হিন্দি গান তৈরি করছেন। সেসব জনপ্রিয়তাও লাভ করছে। অথচ গান লিখে বা তাতে সুর দিয়েও লোকশিল্পীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। আবার আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে লোকসংগীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। আর তাই লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের বাঁচাতে লোকশিল্পের চর্চা বাড়ানো প্রয়োজন। সেজন্যই লোকশিল্পী মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে।'

লোকশিল্পী মিলনমেলায় যোগ দেন ভাওয়াইয়াশিল্পী যূথিকা বর্মন, লোকশিল্পী মানবেন্দ্রনাথ রায়, ভবেশ রাভা, সুশীল রাভা, অখিল বর্মন, আবদুল হোসেন, সুদেশ বর্মন, পুষ্পজিৎ বর্মন, সুকুমার বর্মন। বারকোদালি ভাওয়াইয়া সংগীত অ্যাকাডেমি ও পরিষদ, ভাড়েয়া রাভা কৃষ্টি সংস্থা সহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিল্পীরা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারকোদালি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পরেশচন্দ্র রায়।

কাশিয়াবাড়িতে লোকশিল্পীদের শোভাযাত্রা। শনিবার। -সংবাদচিত্র

দাবিদাওয়া

- প্রত্যেক লোকশিল্পীকে সরকারি পরিচিতিপত্র দিতে হবে
- লোকশিল্পীদের ন্যূনতম ৩০০০ টাকা মাসিক ভাতা প্রদান করতে হবে
- শিল্পীদের পোশাক ও বাদ্যযন্ত্র কেনার জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রবীণ শিল্পীদের চিকিৎসা ভাতা দিতে হবে

সপরিবারে।। রাজাভাতখাওয়া ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অপূর্ব ঘোষ।

কর্মসংস্থান হবে আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষের

চকচকায় নতুন কারখানা

শিল্পে নয়া উদ্যোগ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফায় চকচকা শিল্পবিকাশ কেন্দ্রে সবমিলিয়ে ২১টি কারখানা তৈরির কথা ছিল। সেখানে ২০১৮ সালে জমি দিলেও এখন পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি কারখানা চালু হয়েছে। এরপর বাকি শিল্পপতিরা জমি নিয়ে ফেলে রাখলে গত দুই বছর আগে কয়েকজনকে শোকজও করে রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম। তাঁদের জমি ফেরত দিতে হবে বলে সতর্কও করা হয়।

তারপর নানা জট কাটিয়ে অবশেষে ফের ১০-১২টি কারখানা চালু হতে চলেছে। আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সেখানে ব্যাটারি তৈরির কারখানা, টোটো, অর্গানিক সার, ভিটামিন রাইস থেকে আটা, ময়দা, সুজি, ডাল মিল, প্লাস্টিক কারখানা হবে। একসঙ্গে এতগুলো কারখানা চালু হলে জেলার শিল্পে নতুন জোয়ার আসবে বলে মনে করছেন শিল্পপতিরা। রথযাত্রার শুভ দিনকে টার্গেট করে প্রতিটি কারখানায় এখন জোরকদমে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ বণিক। তাঁর কথায়, 'একসঙ্গে ১০-১২টি কারখানার উদ্বোধন হলে সবমিলিয়ে কমপক্ষে আড়াই থেকে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে।'

কোচবিহার জেলার একমাত্র শিল্পতালুক চকচকা শিল্পবিকাশ কেন্দ্র। সেখানে জুট পার্ক তৈরির জন্য প্রায় ২৩ একর জমি ছিল। কিন্তু তা আর হয়নি। এরপর ২০১৭ সাল নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে সেই জায়গায় অন্য শিল্পস্থাপনের কাজ শুরু হয়। ২১ জন শিল্পপতি সেখানকার জমি নেন। জমিও হস্তান্তর হয় ২০২০ সালে। এরপর কিছু কারখানা তৈরি হয়েছে। পরবর্তীতে নানা জটিলতায় কাজ পিছোলেও অবশেষে বাকি আরও কিছু কারখানার নির্মাণকাজ প্রায় শেষপর্যায়ে।

ইতিমধ্যে ১০-১২টি কারখানার বেশিরভাগ কাজ হয়ে গিয়েছে। এক শিল্পপতি সঞ্জয় ধর বলেন, 'আমার টোটো এবং ব্যাটারি কারখানার কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। আগামী দু'মাসের মধ্যেই কারখানা চালু হয়ে যাবে। এতে প্রচুর মানুষ কাজের সুযোগ পাবেন।'

বর্তমানে চকচকা শিল্পবিকাশ কেন্দ্রে পুতুল তৈরির কারখানা, প্লাস্টিক ড্রাম, জুস এবং ডালের মিল রয়েছে। এবার বাকি কারখানাগুলি শীঘ্র চালু হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি সুন্দরলাল চোপড়া। তিনি বলেন, 'শেষমুহূর্তের কাজ চলছে কারখানাগুলিতে। শীঘ্রই এই ইউনিটগুলি খুলে যাবে। এতে প্রচুর কর্মসংস্থানেরও সুযোগ মিলবে।'

আশার আলো

- ফের ১০-১২টি কারখানা চালু হতে চলেছে চকচকা শিল্পবিকাশ কেন্দ্রে
- সেখানে ব্যাটারি তৈরির কারখানা, টোটো, অর্গানিক সার, ভিটামিন রাইস থেকে আটা, ময়দা, সুজি, ডাল মিল, প্লাস্টিক কারখানা হবে
- এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে
- দু'-তিন মাসের মধ্যেই কারখানাগুলোর উদ্বোধন হবে

চকচকা শিল্পকেন্দ্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এখানেই চলছে। - সংবাদচিত্র

বাস পরিষেবা নেই, ভুগছে প্রেমেরডাঙ্গা

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : গনগনে সূর্য মাথার উপর। টোটোয় চাপার জন্য রাস্তার ধারে অপেক্ষারত বেশ কয়েকজন মহিলা। জরুরি কাজে মাথাভাঙ্গা শহরে এসেছিলেন ওঁরা। এদিকে, টোটোর দেখা নেই। বিরক্ত নমিতা বর্মন বললেন, 'আমাদের এলাকার দিকে প্রশাসনের কোনও নজর নেই। কবে যে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে!' এভাবেই লাগাতার দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গার বাসিন্দাদের। কারণ টানা তিন দশক যাবৎ সরকারি বাসের পরিষেবা বন্ধ। বছর দশেক আগে বন্ধ হয়েছে বেসরকারি বাস পরিষেবা। তা নতুন করে চালু করতে প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'বর্তমানে নিগমে বাস এবং কর্মী সংখ্যা দুই অপ্রতুল। এই সমস্যা মিটলে বাস চালানো হবে।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, অনেক সময়ে টোটোচালকরা সুযোগ বুঝে যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় করছেন। প্রেমেরডাঙ্গার বাসিন্দা নরেশ বর্মনের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় আমাদের দুর্ভোগের অন্ত নেই।' ফের বাস পরিষেবা চালুর পক্ষে সওয়াল করেছেন প্রেমেরডাঙ্গা উচ্চবিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ মিঠুরঞ্জন সরকার। প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেরিনা আখতার বানুর দাবি একই। পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আলি হোসেন। তিনি বলেন, 'বাস পরিষেবা চালু করা নিয়ে এনবিএসটিসির কাছে আর্জি জানাব।'

আগে এই পরিস্থিতি ছিল না। এনবিএসটিসি মাথাভাঙ্গা ডিপো থেকে একসময় নিয়মিত দোলং মোড়, প্রেমেরডাঙ্গা, খট্টিমারি বাজার হয়ে কোচবিহার শহর পর্যন্ত বাস চালাত। সেই দিন ফুরিয়েছে। অভিযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেননি।

শেষশ্রদ্ধায় বিদায়

জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : সাতসকালে বাস ধরে স্কুলে যাওয়ার ব্যস্ততা থেমে গিয়েছে বছরখানেক আগেই। সাংবাদিকের ব্যস্ততাও থমকে গিয়েছিল গত কয়েকমাস। নিজের প্রিয় কাগজ-কলমের দুনিয়া ছেড়ে অনন্তলোকে পাড়ি দিলেন সাংবাদিক জ্যোতি সরকার। শনিবার দুপুরে মাসকালাইবাড়ি শ্মশানে তাঁর নশ্বর দেহ ছাই হয়ে গেল।

শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গত সোমবার থেকে জ্যোতি ভর্তি ছিলেন শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে। শুক্রবার রাতে সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শনিবার সকালে নার্সিংহোম থেকে তাঁর মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ির অফিসে। সেখানে উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী সহ দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে প্রবীণ সাংবাদিকের মরদেহ জলপাইগুড়ি শহরের নিউটাউনপাড়ায় তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মীয়পরিজনদের পাশাপাশি শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা এদিন এক হয়ে যান তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল সেখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক উমেশ শর্মা, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লোপামুদ্রা অধিকারী, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। বাড়ি থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি শহরের থানা মোড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের অফিসে। দপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি সেখানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পুরসভা ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সন্দীপ মাহাতো, জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী ও বিশিষ্টরা। প্রবীণ সাংবাদিকের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শহরের টেম্পল স্ট্রিটে জনমত পত্রিকার কার্যালয়ে। সেখানেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন অনেকে। জ্যোতি দীর্ঘদিন জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেখানেও নিয়ে যাওয়া হয়। রবীন্দ্র ভবন কমিটি শ্রদ্ধা জানানোর পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি স্টুডেন্ট হেলথ হোমে। সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সলিল আচার্য, পিনাকী সেনগুপ্ত শ্রদ্ধা জানান। ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক পান্থ দাশগুপ্তও।

জ্যোতি ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমী। নিয়মিত খেলার খবর করতে মাঠে ছুটে যেতেন। এদিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার দপ্তরেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বেলা দুটো নাগাদ তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি মাষকালাইবাড়ি শ্মশানে। মেয়ে সহ পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সাংবাদিককে শেষশ্রদ্ধা। জলপাইগুড়ি। শনিবার। ছবি : মানসী দেব সরকার।

টুকরো খবর

ঝুলন্ত দেহ

ফুলবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : নিজের শোয়ার ঘর থেকে শনিবার সকালে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম কৌশিক বর্মন (২২)। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উত্তর দরিবস ফুলবাড়িতে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কৌশিক বাইরে অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলেন। ঘরে ফেরার কিছুক্ষণ পর তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখা যায়। তরুণকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থগিত কর্মসূচি

চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে ২৮ এপ্রিল মেখলিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হতে চলা সমাবেশ স্থগিত করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জ ব্লক ওয়াকফ বাঁচাও ঐক্য মঞ্চের তরফে শাহিন হুজুর জানান, কাশ্মীরে পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনা এবং দেশের শান্তিরক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের ৫ তারিখের রায়ের জন্য সমাবেশের তারিখ স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সমাবেশের তারিখ, সময় ও স্থান সমস্তটা জানানো হবে।

বন্দুক বাজেয়াপ্ত

দিনহাটা, ২৬ এপ্রিল : বিশেষ নাকা চেকিং চলাকালীন শনিবার আগ্নেয়াস্ত্র সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নুর হোসেন রহমান। সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিতকুমার শা জানান, এদিন সকালে মর্নেয়া তেপথিতে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সেসময় ধৃতের বাইকে তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশি বন্দুক, এক রাউন্ড তাজা গুলি এবং একটি ধারালো অস্ত্র পাওয়া যায়।

মাশানপুজো

পারডুবি, ২৬ এপ্রিল : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি বাজার সংলগ্ন ছ্যাংছ্যাঙাপাড়ে শনিবার ছ্যাংছ্যাঙা এবং দাতুয়া মাশানপুজো হয়। আয়োজক কমিটির সদস্য বাপ্পা বর্মন, সৌমেন বর্মন জানান, তাঁরা ছ্যাংছ্যাঙা এবং দাতুয়া মাশানকে এদিন দেবতা রূপে পুজো করেন। পুজো শেষে প্রসাদ বিলি করা হয়।

আমরা মাছ ধরি আনন্দে।।

বারুইপাড়ায় দেবদর্শন চন্দের ক্যামেরায়

ছোট্ট তারা

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রাকপ্রাথমিকের ছাত্রী সুষমা দাস। পড়াশোনায় মেধাবী এই খুদে। বড় হয়ে শিক্ষিকা হতে চায়। ছবি আঁকতেও ভালোবাসে সে।

চার বছর ধরে বন্ধ ডিজিটাল এক্স-রে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : ফিল্ম এবং প্লেটের অভাব। আর তাতেই চার বছর ধরে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বন্ধ ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবা। ২৫-৩০ বছরের পুরানো একটি এক্স-রে মেশিন পরিষেবা দিলেও, তাতে ভরসা রাখতে পারছেন না অনেকেই। ফলে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের পড়তে হচ্ছে দুর্ভোগে। বেসরকারি রোগনির্ণয় কেন্দ্রে ছুটতে হওয়ায় গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকাও। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনটি কেন বন্ধ থাকবে, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

তবে হলদিবাড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সত্যেন্দ্র কুমারের বক্তব্য, 'ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনের বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হিমাদ্রিকুমার আড়ি শুক্রবার এই সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। তিনি ফিল্মের জন্য অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

এক-দু'মাস নয়, প্রায় চার বছর ধরে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বন্ধ রয়েছে ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবা। এর কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ ফিল্ম এবং প্লেটের অভাবকে সামনে নিয়ে আসছেন। কিছুদিনের মধ্যে নতুন করে চালুর আশ্বাসও মিলেছে। কিন্তু ব্যবহৃত অবস্থায় ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং দীর্ঘদিন ধরে অচল থাকায়, যন্ত্রটি এখন ঠিক আছে কি না, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। ডিজিটাল মেশিন থাকলেও, তার পরিষেবা না মেলায় প্রায় প্রত্যেকদিনই রোগী ও তাঁদের পরিজনদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে ল্যাব টেকনিসিয়ানদের। তাঁরাও চাইছেন দ্রুত মেশিনটি চালু হোক।

২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের বিএডিপি ফান্ডের থেকে ১৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা খরচ করে হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ২০২০ সালে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনটি হাসপাতালকে দেয়। মেখলিগঞ্জের তৎকালীন বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধানের উপস্থিতিতে ঘটা করে এক্স-রে মেশিনটি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ফিল্ম বা প্লেটের অর্থের অভাবে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ।

এক্স-রে করাতে আসা এক রোগীর পরিজন রফিকুল হক বলেন, 'যে পরিষেবা হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে পাওয়ার কথা, তা এখন ২৫০ টাকা খরচ করে বাইরে থেকে নিতে হচ্ছে। চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এমন অবহেলা মানা যায় না।' এত টাকা খরচ করার পর যদি পরিষেবা কাজেই না আসে, তাহলে লাভ কী? প্রশ্ন এলাকাবাসীর। স্থানীয় চন্দন রায় বলেন, 'পরিষেবা যদি না পাওয়া যায়, তবে সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার কী দরকার?' যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে এক্স-রে করতে হয়, তাই জখমকে হাসপাতাল থেকে বাইরে নিয়ে এক্স-রে করানো ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন পেশায় শিক্ষক শ্যামল রায়।

বেহাল পরিষেবা

- ১৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা খরচ করে হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ২০২০ সালে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনটি দেয়
- ফিল্ম বা প্লেটের অর্থের অভাবে চার বছর ধরে বন্ধ ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবা
- ২৫-৩০ বছরের পুরানো একটি এক্স-রে মেশিন থাকলেও এলাকাবাসী ভরসা পাচ্ছেন না

উকিলকে ফেরাতে ব্যর্থ কেন্দ্র, পথে তৃণমূল

শীতলকুচি, ২৬ এপ্রিল : বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে শীতলকুচির অপহৃত চাষি উকিল বর্মনের দ্রুত মুক্তির দাবিতে এবার আন্দোলনে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। সেইসঙ্গে সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের ওপর চাপ বাড়াতে চাইছে দল। শনিবার বিকেলে শীতলকুচি ব্লকের কার্জিরদিঘিতে স্থানীয় জুনিয়ার হাইস্কুলের মাঠে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে ছিলেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ প্রমুখ। সভায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিএসএফের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন নেতারা। সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাংসদের অভিযোগ, 'অপহৃত চাষির মুক্তির ব্যাপারে ভারত সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। এতদিন পরেও তাঁকে দেশে ফেরাতে পারেনি। সেই প্রতিবাদে এদিনের সভা।' অপহৃত চাষির পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে জগদীশ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি দ্রুত বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।' উদয়ন কাশ্মীরে জঙ্গিহানা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ দাগেন। পাশাপাশি সভায় অপহৃত চাষির স্ত্রীকে আর্থিক সহযোগিতাও করা হয়।

স্বামীকে ফেরানোর আবেদন উকিলের স্ত্রী শৈবাবালার। ছবি : বিশ্বজিৎ সরকার

গুজরাটে 'খুন' দিনহাটার তরুণ

দিনহাটা, ২৬ এপ্রিল : গুজরাটে দিনহাটার এক তরুণকে গলা টিপে খুনের অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় দিনহাটা শহর সংলগ্ন বড় আটিয়াবাড়ি ২ নম্বর অঞ্চলের বাসিন্দা নিতাই রায় নামে ওই তরুণের দুই প্রতিবেশী রাজা সাহা ও নিরঞ্জন বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের জেরা করে আসল ঘটনা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার রাতে খুনের অভিযোগ জানাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন নিতাইয়ের পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা।

পুলিশ প্রথমে অভিযোগ জমা নিতে চাইছিল না বলে পরিবারের দাবি। তার জেরেই গ্রামবাসীরা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। সেসময়ে থানার মূল গেটে থাকা ব্যারিয়ার সরিয়ে থানায় ঢুকতে যান গ্রামবাসীরা। তখনই দিনহাটা থানার পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। যদিও পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অবশ্য দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'আটিয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা শুক্রবার রাতে দিনহাটা থানায় এসেছিলেন। তাঁরা যে অভিযোগপত্রটি প্রথমে জমা করেছিলেন, তাতে কিছু সমস্যা ছিল। পরে ফের অভিযোগপত্র জমা করেছেন। এই ঘটনায় রাজা সাহা ও নিরঞ্জন বর্মনকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

নিতাইয়ের বাবা রঘুনাথ রায়ের কথায়, 'তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে টানাটানির সংসার। বাড়তি রোজগারের আশায় নিতাইকে ভিনরাজ্যে কাজে নিয়ে যায় প্রতিবেশী রাজা ও নিরঞ্জন। মাঝেমাঝেই ছেলে ফোনে জানাত, তাকে অত্যাচার করা হচ্ছে। কিছুদিন বাদে ওই দুই তরুণ বাড়ি ফিরে এলেও নিতাই ফেরেনি। আমাদের আশঙ্কা, নিতাইকে ওরা মেরে ফেলেছে। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।'

বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন এসডিপিও ধীমান মিত্র।

জোড়া দুর্ঘটনা

ঘোকসাডাঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা, ২৬ এপ্রিল : পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের উত্তর রামঠেঙ্গা স'মিল সংলগ্ন এলাকা দিয়ে শুক্রবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ (৬০)। তিনি ফালাকাটা থানার অরবিন্দপাড়ার বাসিন্দা। সেই সময়ে উলটোদিক থেকে আসা একটি ছোট গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। একইদিনে মাথাভাঙ্গা-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কে পঞ্চানন মোড়ে এক পথচারীকে ধাক্কা মারে দ্রুতগতির একটি বাইক। আহত তরুণের নাম শুভাশিস দেবনাথ।

দাঁতালের সঙ্গে লড়াই, মৃত্যু মাকনার

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৬ এপ্রিল : কর্তৃত্বের লড়াইয়ে প্রাণ গেল একটি পূর্ণবয়স্ক মর্দা মাকনা হাতির। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জয়ন্তী রেঞ্জের দক্ষিণ জয়ন্তী বিটের জঙ্গলে ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন বক্সা (পূর্ব) বিভাগের বনকর্তারা। জয়ন্তীর রেঞ্জ অফিসার এবং সমস্ত বিট অফিসার ঘটনাস্থলে আসেন। বন দপ্তরের পশু চিকিৎসকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতির ময়নাতদন্ত করার পর সৎকার করা হয়। এলাকা বা সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ের কারণেই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে বন দপ্তর স্বীকার করে নিয়েছে।

বন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, দু'দিন আগে ওই জঙ্গলে দুটি মর্দা হাতির মধ্যে লড়াই হয়। বনকর্মীরা টের পেয়ে জঙ্গলের ভিতরে তল্লাশি চালিয়েও সেদিন কোনও হাতির খোঁজ পাননি। তবে দু'দিন পর শুক্রবার দুপুর নাগাদ হাতির চিৎকার শুনে বনকর্মীরা জঙ্গলে গিয়ে দেখতে পান একটা জখম মাকনা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ঘটনাস্থলে বনকর্তারা এবং বন দপ্তরের চিকিৎসকরা আসেন। শুক্রবার দুপুর থেকেই হাতিটির চিকিৎসা শুরু হয়। বনকর্তারা জানিয়েছেন, লড়াইয়ে ওই হাতিটির পিছনের পা ভেঙে যায়। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গভীর ক্ষত তৈরি হয়। একটি জায়গাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল সেটি। রাত অবধি চিকিৎসা চলে। চিকিৎসকরা ফিরে যাওয়ার পর সম্ভবত গভীর রাতে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে।

বনকর্তাদের অনুমান, হাতিটির জখম এতটাই বেশি ছিল যে চিকিৎসায় সেভাবে সাড়া দেয়নি। ক্ষত দেখে মনে হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী হাতিটি দাঁতাল ছিল। হাতিটির গায়ে যে ধরনের ক্ষত ছিল তা অন্য হাতির দাঁত লেগেই তৈরি হয়েছে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডিএফও (ইস্ট) অরিজিৎ বসু বলেন, নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের জেরে বছর ৫০-এর মর্দা হাতিটি মারা গিয়েছে। বনকর্মীদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারাও হাতির লড়াইয়ের আওয়াজ শুনেছেন। এছাড়া গতকাল দুপুর থেকে জখম হাতিটির চিৎকার জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছিল। চলতি মাসে কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে দুটি মর্দা হাতির মধ্যে লড়াইয়ে একটি হাতির মৃত্যু হয়।

এই ধরনের লড়াই হাতিদের মধ্যে নতুন নয়। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আলিপুরদুয়ারে ক্ষমতা ও সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে এক দাঁতালের কোমর ভেঙে গিয়েছিল। চারদিন পর সেই দাঁতালের মৃত্যু হয়। এলাকা, দল বা সঙ্গিনী দখলের ক্ষেত্রে এই ধরনের লড়াইয়ের ঘটনা ঘটে। বনকর্তাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, সঙ্গিনী দখলের জন্য শুধু নয়, দলে আধিপত্য করার জন্যও বুনো হাতিদের মধ্যে লড়াই হয়। শক্তিশালী মর্দা হাতি অন্য মর্দাদের পরাজিত করে এবং দল, এলাকা বা সঙ্গিনীর দখল নিতে পারে।

তখনও প্রাণ ছিল মর্দা মাকনা হাতিটির। চলছে চিকিৎসা।

সভা

হলদিবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : হলদিবাড়ি ব্লক ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে শনিবার ব্লকের দুই জায়গায় পৃথক দুটি সভার আয়োজন করা হয়। হেমকুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গারহাট ইদগাহ ময়দান ও দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রাসা মোড় এলাকায় ওই সভা দুটি আয়োজিত হয়। সেখানে হলদিবাড়ি ব্লক ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি জামাতের মসজিদ কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

ছোট্ট তারা

আর্য সিংহ কার্জি জেনকিন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তি এবং নাটকে তার পুরস্কার রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি গান করতে ভালোবাসে এই খুদে।

আজ শহরে

- আন্তর্জাতিক ভাওয়াইয়া ও লোকসংস্কৃতি উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে সকাল ১১টা থেকে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা
- ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সকাল ১১টা থেকে পথকুকুরদের ভ্যাকসিন প্রদান এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি
- পহলগামে নিহত ভারতীয় এবং শহিদদের স্মরণে দুপুর ২টা থেকে কোচবিহার রেডক্রস ভবনে রক্তদান শিবির আয়োজন করবে তল্লী পত্রিকাগোষ্ঠী
- রাইজিং ডান্স ওয়ার্ল্ডের তরফে বিকেল ৪টা থেকে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- পহলগামে জঙ্গিহানার প্রতিবাদে ভারতীয় নাগরিক প্রতিবাদ মঞ্চের তরফে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকায় কর্মসূচি

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	৪
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৫
ও নেগেটিভ	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	১

বক্স খাটে বন্দি বাসন

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

এক সময় কাঁসার বাসন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। প্রতিটি বাড়িতে নিত্য ব্যবহারে কাঁসার বাসনই ছিল একচেটিয়া। তবে এখন শুধু পুজোর জন্য কাঁসার বাসনের ব্যবহার থাকলেও নিজেদের জন্য কাঁসার বাসনের ব্যবহার অনেকটাই কমে গিয়েছে, আলোকপাত করলেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল : বাসনকোসন এখন আধুনিক ভাষায় হয়ে গিয়েছে 'ক্রকারি'। নতুন ট্রেন্ডে গা ভাসালেও আজও বাঙালির বিয়ে, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন কাঁসার বাসন ছাড়া ভাবা যায় না। এক সময় কাঁসার বাসন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। প্রতিটি বাড়িতে নিত্য ব্যবহারে কাঁসার বাসনই ছিল একচেটিয়া। আর কিছু না হলেও অন্ততপক্ষে গৃহস্বামীর ভাত খাওয়ার জন্য কাঁসার থালা বাটি গ্লাস তো অবশ্যই থাকত। জামাই আদরও কাঁসার বাসন ছাড়া ভাবা যেত না। আর থাকত সকাল-বিকেলে জলখাবারের জন্য জামবাটি। সাধারণত বাঙালির বিয়েতে দানসামগ্রীতে কাঁসার বাসন ছিল মাস্ট। সেই ট্র্যাডিশন কিন্তু আজও থেকে গিয়েছে। যদিও প্রতিটি বাড়িতে আজ আর ব্যবহার করা হয় না কাঁসার বাসন। তা সত্ত্বেও কিছু বাড়ি এখনও পর্যন্ত কাঁসার থালা বাটি গ্লাসে খাওয়া বজায় রেখেছে।

সদ্য ছেলের বিয়ে দিয়েছেন শিবেন্দ্রনারায়ণ রোডের সোমা ভঞ্জ চৌধুরী। তিনি বললেন, 'রীতি অনুযায়ী মেয়ের বাড়ি থেকে কাঁসার থালা বাটি গ্লাস দিয়েছে। ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠানের দিনই শুধু ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর আমার বিয়ের কাঁসার বাসনের সঙ্গে ওই বাসনগুলো সব বক্স খাটে ঢুকে গিয়েছে।'

বাড়িতে কাঁসার বাসন থাকলেও আজকাল সব সময় ওতে আর খাওয়া হয় না। ওগুলো সব তোলাই থাকে। তবে গোপালের ভোগ কাঁসার বাসনেই দেওয়া হয়। নিজেদের জন্য অত ভারী বাসন ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, জানালেন শংকরী দাস।

'বাড়িতে নানা রকম বাসনপত্র কেনা হলেও দু'বেলা খাওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত কাঁসার বাসনই বাড়িতে ব্যবহার করা হয়', বললেন সোমা দাস। তিনি আরও বলেন, 'এখনও পর্যন্ত আমি কাঁসার বাসন ব্যবহার করছি ঠিকই কিন্তু আর কতদিন ব্যবহার করতে পারব জানি না।'

ভবানীগঞ্জ বাজারের সওদাগরপট্টি, জাপানিপট্টি সহ প্রায় কুড়িটি কাঁসার বাসনের দোকান রয়েছে। 'শুধুমাত্র ঠাকুরের জন্য এখনও ব্যবহার করলেও নিজেদের জন্য কাঁসার বাসনের ব্যবহার অনেকটাই কমে গিয়েছে। কাঁসার বাসন খুব যত্ন করে ব্যবহার করতে হয় নইলে কালো হয়ে যায়। বাসন মাজার সময় তেঁতুল, লেবু এসব দিয়ে না মাজলে বাসনের ঝকঝকে ভাবটা থাকে না। এছাড়াও কাঁসার বাসন সব সময় ব্যবহারের পক্ষেও খুব ভারী। এই কারণে আজকাল কাঁসার বাসন কেনার চল কমে গিয়েছে। এছাড়াও দামটা একটা বড় ফ্যাক্টর', বললেন ভবানীগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী দীনেশ আগরওয়াল। তিনি আরও জানান, আগে উপহার দেওয়ার জন্য বহু মানুষ কাঁসার বাসন কিনত। কিন্তু বর্তমানে বোন চায়না, ওপেল গ্লাস, মেলামাইনের ডিনার সেট উপহার হিসাবে কিনে নিয়ে যায়। এছাড়াও আজকাল বিভিন্ন কালারফুল ব্রাইট ক্রকারি খুব চালু হয়েছে। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে সেগুলোরই চাহিদা বেশি।

সনাতনী প্রথা ধরে রাখার জন্য রেস্টুরেন্টগুলো সচেষ্ট হয়েছে। কাঁসার বাসনের বনেদিয়ানা বাড়িতে না করা গেলেও দুধের স্বাদ ঘোলে মিটে যাচ্ছে এই রেস্তোরাঁগুলোতে। সেখানেই আজকাল বিভিন্ন প্যাকেজে আইবুড়ো ভাত থেকে শুরু করে জামাই আদর সবটাই কাঁসার বাসনেই করছে তারা। আর এভাবেই হয়ে যাচ্ছে পুরাতনের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন।

ঝোঁক বদল

ভবানীগঞ্জ বাজারের সওদাগরপট্টি, জাপানিপট্টি মিলিয়ে খান কুড়ি কাঁসার বাসনের দোকান রয়েছে

কাঁসার বাসন সব সময়ের ব্যবহারের পক্ষে খুব ভারী হওয়ায় কাঁসার বাসনের চল কমে গিয়েছে

আগে অনেকে উপহার দেওয়ার জন্য কাঁসার বাসন কিনতেন, এখন বোন চায়না কেনেন

এছাড়াও আজকাল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে কালারফুল ব্রাইট ক্রকারি খুব চালু হয়েছে

মেয়ের বাড়ি থেকে কাঁসার থালা বাটি গ্লাস দিয়েছে। ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়েছিল। তারপর আমার বিয়ের কাঁসার বাসনের সঙ্গে বক্স খাটে ঢুকে গিয়েছে।

- সোমা ভঞ্জ চৌধুরী

কাঁসার বাসনে আর খাওয়া হয় না। সব তোলাই থাকে। তবে গোপালের ভোগ কাঁসার বাসনেই দেওয়া হয়। নিজেদের জন্য অত ভারী বাসন ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

- শংকরী দাস

দু'বেলা খাওয়ার জন্য কাঁসার বাসনই বাড়িতে ব্যবহার করা হয়। এখনও পর্যন্ত আমি কাঁসার বাসন ব্যবহার করছি ঠিকই কিন্তু আর কতদিন ব্যবহার করতে পারব জানি না।

- সোমা দাস

কল থাকলেও জল নেই দেখাচ্ছেন এক পড়ুয়া। ছবি : জয়দেব দাস

গরমে পানীয় জলের সমস্যা পলিটেকনিকে

দেবদর্শন চন্দ, কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল ঃ দুপুরের কাঠফাটা রোদে এমনিতেই হাঁসফাঁস অবস্থা। এদিকে মাসখানেকের বেশি সময় ধরে পানীয় জলের মেশিন অকেজো হয়ে রয়েছে ক্যাম্পাসে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়তই জলসমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মীদের। এই চিত্র শহরের কেশব রোড এলাকার কোচবিহার পলিটেকনিকের। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতির কারণে ক্ষুব্ধ সকলেই। এতদিন হয়ে গেলেও কেন জলের মেশিনগুলি ঠিক করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পড়ুয়ারাই। বিষয়টি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ পূজন সরকারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন কেটে দেওয়ায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

পড়ুয়াদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ক্যাম্পাসের নীচতলার পানীয় জলের মূল মেশিনটি নষ্ট হয়ে রয়েছে। ওপরে দু'-একটি মেশিন ঠিক থাকলেও সেগুলিতে খুব ধীরগতিতে জল পড়ে। এই পরিস্থিতিতে পানীয় জল আনতে অনেককেই ছুটতে হচ্ছে স্টাফরুমে। কখনও আবার কেনা জলেই ভরসা রাখতে হচ্ছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে একটি জলের ড্রাম বসিয়েই দায় সেরেছে কর্তৃপক্ষ। কতদিনে মেশিনগুলি ঠিক হয় এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। দ্রুত মেশিনগুলির মেরামতির দাবি জানিয়েছেন পড়ুয়ারা।

জলের সমস্যার সুরাহা চেয়ে একাধিকবার বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে জানিয়েছেন কলেজের পড়ুয়া জ্যোতির্ময় পাল। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জেলার পড়ুয়াদের পাশাপাশি পাশের জেলা থেকেও পড়ুয়ারা আসেন। এখানে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসি, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ মিলিয়ে পাঁচশোর বেশি পড়ুয়া রয়েছে।

এদিকে, দিনকয়েক ধরে অত্যধিক গরম পড়ায় সমস্যা এমনিতেই বেড়েছে। তার ওপর জলের মেশিন অকেজো থাকায় ভোগান্তি বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে সিভিল বিভাগের পড়ুয়া বিবেক মহন্ত বলেন, 'গত কয়েকমাস ধরেই ক্যাম্পাসে জলের সমস্যা রয়েছে। পানীয় জলের মেশিন এবং পানীয় জলের কলগুলি নষ্ট হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক কর্মী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই ক্যাম্পাসে এই পরিস্থিতি। গরম পড়লেও জলের সেভাবে কোনও ব্যবস্থা না থাকায় সকলকেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। স্টাফরুমের ড্রামের জল দিয়েই তেষ্টা মেটাতে হচ্ছে সকলকে।'

সমস্যা যেখানে

- ক্যাম্পাসের নীচতলার পানীয় জলের মূল মেশিনটি নষ্ট হয়ে রয়েছে
- ওপরে দু-একটি মেশিন ঠিক থাকলেও সেগুলিতে খুব ধীরগতিতে জল পড়ে
- পড়ুয়াদের পানীয় জল আনতে অনেককেই ছুটতে হচ্ছে স্টাফরুমে
- পড়ুয়াদের কেউ কেউ আবার কেনা জলেই ভরসা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন

গরমে তৃষ্ণা মেটাতে রসের খোঁজে। কোচবিহারে ফেলে দেওয়া আখের ছিবড়েয় রস খুঁজছে শিশুরা। ছবি : জয়দেব দাস

দিনহাটায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই

দিনহাটা, ২৬ এপ্রিল : দিনহাটা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বোর্ডিংপাড়া থেকে শুক্রবার রাতে দিনহাটা থানার পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত জাহাঙ্গির আলম এবং ওবাইদুল আলি যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম পেটলা এবং জারিধরলার বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে একটি ওয়ান শটার পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। তারা দুষ্কর্ম ঘটানোর জন্য জড়ো হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠান।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নেই কোনও চর্মরোগ ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। ফলে এই সংক্রান্ত চিকিৎসার জন্য মেখলিগঞ্জবাসীকে প্রায় ৫০ কিমি দূরে পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি বা প্রায় ১০০ কিমি দূরে অবস্থিত শিলিগুড়ি শহরে ছুটে যেতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা বাপি দাস বলেন, 'হাসপাতালে চর্মরোগ ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। এই সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হলে ভালো হয়।' সুপার ডাঃ তাপস দাস সমস্যার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এ বিষয়ে ওপরমহলকে জানিয়েছি। আশা করছি, দ্রুতই সমস্যার সমাধান হবে।'

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা রত্নাদিত্য দত্ত বলেন, 'এখানকার বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই বাইরে গিয়ে মনোরোগের চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। তাই যদি মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে খুব ভালো হবে।' মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চর্মরোগ ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন, বিষয়টি নিয়ে রোগীদেরও দাবি আছে। এবিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব।'

মাথাভাঙ্গা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড

রাস্তার ধারে আবর্জনায় ভোগান্তি

রাজেশ দাশ

মাথাভাঙ্গা, ২৬ এপ্রিল : জমা আবর্জনা স্তূপের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। আবর্জনা সরানোর দাবিতে সোচ্চার মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা। অভিযোগ, এ বিষয়ে পুরসভাকে বহুবার জানানো হলেও আবর্জনা সরাতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জমা আবর্জনা থেকে মশাবাহিত রোগব্যাধি ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন নাগরিকরা। প্রতিদিন বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় না। যার ফলে রাস্তার পাশেই আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন বাসিন্দারা বলে তাঁদের দাবি। মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, 'পুরসভার ভ্যান প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।' কোথাও আবর্জনা জমে থাকলে তা দু-তিনদিনের মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে, এভাবে আবর্জনা জমায় অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। মাথাভাঙ্গা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিভাস ঘোষ বলেন, 'বাড়ি বাড়ি জমা আবর্জনা পুরসভার ভ্যান না নেওয়ায় অনেকেই রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলছেন। যার ফলে আমরা সমস্যায় পড়েছি।' জমা আবর্জনার ওপর দিয়ে যাতায়াত করায় তাঁদের সমস্যা বাড়ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দা অনুজা পাল জানান। ওয়ার্ডের বাসিন্দা মাম্পি ঘোষের মতো অনেকেই এই সমস্যার বিষয়ে সরব হয়েছেন। কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ রায়ের দাবি, 'পুরসভার ভ্যান বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তারপরও কিছু মানুষ রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলছে। এবিষয়ে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে।' কাউন্সিলারের কথায়, 'যারা এভাবে রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলছে, পুরসভাকে জানালে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি মনোজ ঘোষ। তিনি বলেন, 'পুরসভাকে জানিয়েও পরিষেবা মিলছে না। দিনের পর দিন আবর্জনা জমে থাকলেও সমস্যা মেটাতে পুরসভা কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।' পাশাপাশি এলাকার নিকাশিনালাও পরিষ্কার করা হয় না বলে তাঁর দাবি।

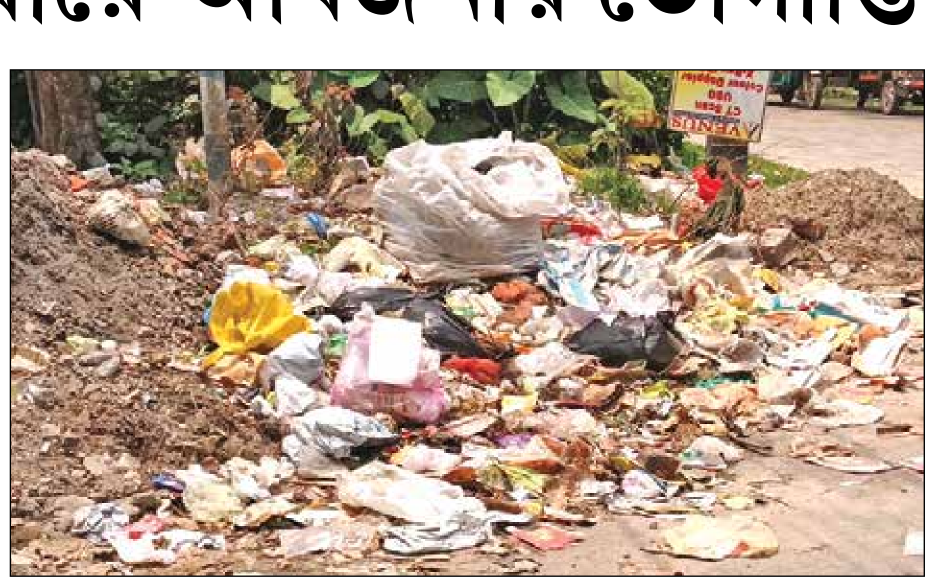

মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার ধারে আবর্জনা।

> পুরসভার ভ্যান বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তারপরও কিছু মানুষ রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলছে। এবিষয়ে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে।
>
> **বিশ্বজিৎ রায়** *কাউন্সিলার*

পাড়ায় পাড়ায়

হলদিবাড়ি

আগাছা সাফাইয়ের দাবি পড়ুয়াদের

হলদিবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : হলদিবাড়ি শহরের বিভিন্ন পাড়ার রাস্তার দু'পাশ ঝোপঝাড়ে ঢেকে যাওয়ায় আতঙ্কিত ওই রাস্তায় যাতায়াতকারীরা। পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত শহরের দুটি নামী হাইস্কুল। হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এই দুই বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য থানা মোড় থেকে হাইস্কুল ও জেবিসি মোড় থেকে স্টেশন রোড ব্যবহার করে ওই দুই স্কুলের পড়ুয়ারা। আর এই দুটি রাস্তার পাশে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন আগাছা ও ঝোপজঙ্গল। পড়ুয়াদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই ঝোপের আড়াল দিয়ে কখনও বেরিয়ে আসছে সাপ, কখনও অজানা পতঙ্গ। পথচারীরা জানিয়েছেন, শুধু সন্ধ্যা বা রাতে নয়, দিনদুপুরেও এই রাস্তায় ওইসব প্রাণী দেখা দিয়েছে। দ্রুত ঝোপঝাড় পরিষ্কারের দাবি উঠেছে স্থানীয় মহলে। হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সুমন দাসের কথায়, 'ঝোপঝাড় থাকার পাশাপাশি নিকাশিনালা তৈরির সময়ের কিছু নির্মাণসামগ্রী আজও রাস্তায় পড়ে রয়েছে। তাতে চলাচলের সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত সেসব পরিষ্কার করা দরকার।' এক পুরকর্মী জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যে পুরসভার তরফে বিভিন্ন এলাকার ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি হালকা বৃষ্টির কারণে সেসব জঙ্গল পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রুত এলাকার সব ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হবে।

তুফানগঞ্জ

আলোর সমস্যা ৭ নম্বর ওয়ার্ডে

তুফানগঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত অতিরিক্ত জেলা অবর নিবন্ধক দপ্তর। প্রায় ৪ মাস ধরে দপ্তরের উত্তর-পূর্ব পাশের একটি লাইট বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। আর তাতেই দপ্তরের ভেতরের অংশ ঘুটঘুটে অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। সমস্যাটি অনেকদিন থেকে চলতে থাকলেও নজর নেই কর্তৃপক্ষের। মেইন রোড সংলগ্ন দপ্তরের গা ঘেঁষেই রয়েছে বিভিন্ন দোকান। স্থানীয় ব্যবসায়ী সুজিত কর্মকারের বক্তব্য, দপ্তরের এলইডি লাইটটি অনেকদিন থেকেই মিটমিট করছে। আর তাতেই সরকারি অফিসের ভিতরে অন্ধকার হয়ে থাকছে। পাশাপাশি লাইটের দিকে তাকালে চোখেও লাগছে। লাইটটি ঠিক থাকলে জায়গাটি আলোকিত থাকত। এ ব্যাপারে দপ্তরের অতিরিক্ত জেলা অবর নিবন্ধক সিদ্ধান্ত তামাং জানান, সমস্যাটি নজরে ছিল না। তবে খুব শীঘ্রই বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানাব তারা যাতে পদক্ষেপ করে।

তথ্য ও ছবি : অমিতকুমার রায় ও বাবাই দাস

তরুণ প্রজন্ম নেশায় আসক্ত

এক ফোনেই ঘরে কাফ সিরাপ

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৬ এপ্রিল : বাজারের শৌচাগার হোক কিংবা আবর্জনার স্তূপ, মাঝেমধ্যেই সেসব জায়গায় কাফ সিরাপের খালি বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাদ যায়নি রাস্তার ধারও। তরুণ প্রজন্ম যে দিন-দিন কাফ সিরাপের নেশায় আসক্ত হচ্ছে এটা তারই প্রমাণ। কিন্তু এতটাই কি সহজলভ্য কাফ সিরাপ? কিছুটা তাই-ই। পুলিশের নজর এড়াতে বর্তমানে কাফ সিরাপ মিলছে হোম ডেলিভারিতে।

এক ফোনেই শীতলকুচি ব্লকের তরুণদের হাতে কাফ সিরাপ পৌঁছে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এরপর তা সেবন করেই সারাদিন নেশার ঘোরে থাকে তারা। এতে বাড়ছে পারিবারিক অশান্তি। পড়াশোনাও লাটে উঠছে পড়ুয়াদের একাংশের। শীতলকুচি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক উত্তমকুমার বর্মন বলেন, 'শীতলকুচিতে কাফ সিরাপে নেশার প্রবণতা বেড়েছে। নেশা করে অসুস্থ হয়ে অনেকে আমাদের কাছে আসে। কাফ সিরাপ অধিক মাত্রায় সেবন করলে স্নায়ুরোগ, রক্তচাপ দেখা দিতে পারে। মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।'

এদিকে, এই নিয়ে পুলিশের কোনও তৎপরতা চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ।

যদিও শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'পুলিশ কাফ সিরাপ উদ্ধারে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। এ ধরনের অভিযান আগামীতেও করানো হবে।'

তবে ওই কাফ সিরাপের কারবার শুধু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা শীতলকুচিতেই আটকে নেই, সীমান্তের ওপারেও মাদক দ্রব্য পৌঁছে দিচ্ছে চোরাকারবারিরা। তবে ঠিক কীভাবে চলছে ওই কারবার? কারাই বা জড়িত এর সঙ্গে? সাধারণত কাফ সিরাপ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় না। তবে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কম দামে সহজেই কাফ সিরাপ পৌঁছে দিচ্ছে যুবসমাজের হাতে।

তবে গত কয়েক মাসে পুলিশি তৎপরতায় কৌশল বদল করেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। শুধু কাফ সিরাপ বিক্রি করার জন্য আলাদা লোক রয়েছে। তাদের মোবাইল নম্বর এলাকার তরুণদের দেওয়া হয়। ফোন করলে বাইক বা সাইকেলে করে কাফ সিরাপ নিয়ে হাজির তারা। একটি ১২৫ মিলিগ্রাম কাফ সিরাপ প্রায় ১৫০ টাকা দিয়ে কিনতে হয় খোলাবাজার থেকে। কম দাম হওয়ায় শীতলকুচি ব্লকের পঞ্চারহাট, লালবাজার, বড়মরিচা, শীতলকুচি, গোঁসাইহাট, আক্রারহাটের তরুণদের একাংশ সহজে তা কিনতেও পারছেন।

গোঁসাইহাটের ওষুধ ব্যবসায়ী কার্তিক চক্রবর্তীর কথায়, 'আমরা এই ধরনের কাফ সিরাপ বিক্রি করি না। কেউ গোপনে লাভের আশায় বিক্রি করে থাকলে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক। তবে গ্রামীণ চিকিৎসকরা কখনও দু'-একটা রাখে রোগীকে দেওয়ার জন্য।'

কীভাবে কাজ

- কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কম দামে সহজেই কাফ সিরাপ পৌঁছে দিচ্ছে যুবসমাজের হাতে
- শুধু কাফ সিরাপ বিক্রি করার জন্য আলাদা লোক রয়েছে
- তাদের মোবাইল নম্বর এলাকার তরুণদের দেওয়া হয়
- ফোন করলে বাইক, সাইকেলে কাফ সিরাপ হাজির

"শীতলকুচিতে কাফ সিরাপে নেশার প্রবণতা বেড়েছে। নেশা করে অসুস্থ হয়ে অনেকে আমাদের কাছে আসে। কাফ সিরাপ অধিক মাত্রায় সেবন করলে স্নায়ুরোগ, রক্তচাপ দেখা দিতে পারে।"

উত্তমকুমার বর্মন, চিকিৎসক
শীতলকুচি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় আটক রাজু

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল : কোচবিহার শহর সংলগ্ন চকচকা এলাকার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুর ও নিরাপত্তারক্ষীদের মারধরের ঘটনায় তৃণমূলের কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে-কে আটক করল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। আবার ওই হাসপাতালের বিরুদ্ধে পাল্টা নানা অভিযোগ তুলে তৃণমূলের তরফে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। ওই বেসরকারি হাসপাতাল ও তৃণমূলের দ্বন্দ্বে পরিস্থিতি কার্যত জটিল হচ্ছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তদন্তের জন্য অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার রাতে ওই বেসরকারি হাসপাতালে রাজু ও তাঁর বেশকিছু সঙ্গীর বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। আবার রাজুরা হাসপাতালের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার, চিকিৎসার নামে অতিরিক্ত বিল নেওয়ার অভিযোগ তোলেন। দুই পক্ষই শুক্রবার পুণ্ডিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এরপর শনিবার বিকেলের দিকে চকচকা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে চকচকা এলাকায় ওই বেসরকারি হাসপাতালের পাশে বিক্ষোভ করা হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সেসময় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপরই রাজুকে আটক করা হয়। যদিও রাজু বলেন, 'ওই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছে। সেই কারণেই আন্দোলন করা হয়েছে।'

বেসরকারি হাসপাতালের ডিরেক্টর শংকর সিনহা বলেন, 'কোনও রোগী বা তাঁদের পরিজনদের তরফে এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। রাজু ও তাঁর সঙ্গীরা আমাদের এখানে ভাঙচুর করেছেন। আমরা থানায় অভিযোগ করেছি। সেজন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁরা বিক্ষোভ করেছেন। শুনেছি পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়েছে।'

মন্দিরের চোরাই গয়নায় নজর

পদ্ম নেতাকে গ্রেপ্তার পুলিশের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : মন্দির থেকে চুরি যায় সোনার গয়না। সেই গয়না কিনে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন বিজেপি নেতা। শুক্রবার রাতে বিজেপি নেতা তথা স্বর্ণ ব্যবসায়ী শ্যামল রায়কে তাঁর দোকান থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনা ঘিরে চাউর হতেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৪ এপ্রিল। সেদিন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দয়ারামজোতের একটি মন্দির থেকে সোনার মালা চুরি হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও না পেয়ে শেষমেশ নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। তদন্তে নেমে পুলিশ শুক্রবার মধ্য কোটিয়াজোতের বাসিন্দা বাসুদেব পালকে আটক করে। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে বাসুদেব চুরির কথা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু চোরাই গয়না কোথায় বিক্রি করেছিল সে? এই প্রশ্নের জবাব পেতেও খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি উর্দিধারীদের। বাসুদেবই শ্যামলের কাছে গয়না বিক্রির কথা স্বীকার করে।

দেরি না করে সেই রাতেই নকশালবাড়ি বাজারের ঘাটিনি মোড়ে শ্যামলের দোকানে হানা দেয় পুলিশ। দোকান থেকে সোনার গয়না উদ্ধারের পাশাপাশি শ্যামলকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। এরপর দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত শ্যামল নকশালবাড়ি বিজেপি মণ্ডলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে তিনি দলের আইটি সেলের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি এলাকায় দীর্ঘদিনের আরএসএস কর্মী হিসেবেও পরিচিত।

বিজেপি নেতাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এদিকে শ্যামলের গ্রেপ্তারির খবর জানাজানি হতেই তার থেকে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছেন এলাকার বিজেপি নেতারা। এই পরিস্থিতিতে পদ্ম শিবিরকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না শাসকদল তৃণমূল। দলের নেতা তথা নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'নকশালবাড়িতে গত কয়েক মাসে একাধিক মন্দিরে চুরি হয়েছে। এসবের পেছনে রয়েছেন বিজেপি-আরএসএসের কর্মীরা। এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতেই তাঁদের এই পরিকল্পনা। তাঁরা একদিকে ধর্মকে ব্যবহার করেন, অন্যদিকে আবার তাঁরাই মন্দিরে কর্মীদের দিয়ে চুরি করান।' তৃণমূল কর্মীরা শীঘ্রই এর বিরুদ্ধে পথে নামবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

শাসকদলকে পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের নকশালবাড়ি মণ্ডল সভাপতি সাধন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'চোর তো তৃণমূলের পার্টি অফিসে রয়েছে। এর থেকেও বড় চোর রয়েছে।'

শ্যামলের চুরিতে জড়িত থাকার বিষয়টিতে সাফাইও দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথা, 'দলে ২০ কোটি কর্মী রয়েছেন। কারা কোথায় কী করছেন, সবকিছু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।' ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এই ঘটনার পর রাজনীতির জল কত দূর গড়ায়, সেদিকে নজর থাকবে সকলের।

নিন্দা বিজেপির

- দয়ারামজোতে মন্দির থেকে চুরি হয়ে যায় সোনার মালা
- পুলিশ শুক্রবারের মধ্যে কোটিয়াজোতের বাসুদেব পালকে আটক করে
- জিজ্ঞাসাবাদে বাসুদেব চুরির কথা স্বীকার করে নেয়
- বাসুদেব চোরাই গয়না বিজেপি নেতা শ্যামলের কাছে বিক্রি করে
- দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলে পুলিশ

মুর্শিদাবাদে এসে মন্তব্য শুভেন্দুর

'মমতা ব্রাত্য, বিরোধী নেতা গ্রহণযোগ্য'

অর্ণব চক্রবর্তী

জাফরাবাদ (সামশেরগঞ্জ), ২৬ এপ্রিল : কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি পেয়ে শুক্রবার মুর্শিদাবাদে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। অগ্নিগর্ভ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন তিনি। জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের দুটি পৃথক পরিবারকে আলাদা করে দশ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন বিরোধী দলনেতা। ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আপনার রাজ্য পুলিশের উপর ভরসা রাখবেন না। পুলিশ পার্টির ক্যাডার। সেদিন আপনারা বারবার ফোন করলেও পুলিশ ফোন ধরেনি। বিএসএফ না এলে আপনাদের পরিবারটাকেই মেরে ফেলত।' শুভেন্দুকে সামনে পেয়ে পরিবারের তরফে বারবার হাতজোড় করে বিএসএফ ক্যাম্পের দাবি করতে থাকেন। শুভেন্দু আশ্বাস দেন, 'আমি নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করব কথা দিলাম। ভয় পাবেন না। হিন্দু মরেনি। আমি কথা রাখব চিন্তা করবেন না। কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার প্ল্যানটা আমি করেছি, আমি কথা রাখব।'

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, 'ভয়ংকর অবস্থা। সবার মধ্যে আতঙ্ক, কান্নাকাটি করছে। বলছে বিএসএফ ক্যাম্প, এনআইএ চাই। ওরা মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ১০ লাখ টাকা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা দুই পরিবারকে ১০ লক্ষ ১ হাজার টাকা করে মোট কুড়ি লক্ষ ২ হাজার টাকার চেক দিয়েছি। তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছেন। তাই আমি কৃতজ্ঞ। প্রমাণ হয়ে গেল, এদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী ব্রাত্য। বিরোধী দলনেতা গ্রহণযোগ্য।'

এরপর অগ্নিগর্ভ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন তিনি। একটি মন্দিরে গিয়ে মূর্তি দেন গ্রামবাসীদের। সেখানে শুভেন্দু গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বলেন, 'শপথ নিচ্ছি, আমাদেরও দিন আসবে। আপনারা পুরোহিত ডেকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শুদ্ধিকরণ করুন।' শুভেন্দুর সামনেই স্থানীয় মহিলাদের একাংশ কাঁদতে কাঁদতে বিএসএফ ক্যাম্পের দাবি করেন। যা শুনে তিনি বলে ওঠেন, 'মা আপনি কাঁদবেন না। আপনারা ভরসা রাখুন, বিচার হবে। আমার মোবাইল নম্বরটা রাখুন। কোনও সমস্যায় পড়লে ফোন করবেন। কী কী চান বলুন।'

> ওঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ১০ লাখ টাকা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা দুই পরিবারকে ১০ লক্ষ ১ হাজার টাকা করে মোট কুড়ি লক্ষ ২ হাজার টাকার চেক দিয়েছি। তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছেন।
>
> শুভেন্দু অধিকারী

পরে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বিধ্বস্ত এলাকা এবং ভেঙে যাওয়া বাড়িঘর ঘুরে দেখেন তিনি এবং নিরাপত্তা রক্ষার বার্তা দেন।

শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ স্পেশাল ট্রেনে করে ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনে নামেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে নিজস্ব কনভয় করে সরাসরি জাফরাবাদে যান নিহত পরিবার পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকে হেঁটে জাফরাবাদ গ্রামের ভেঙে যাওয়া বাড়িঘর ঘুরে দেখেন। পরে রানিপুর, বেতবোনা, দিগরি, লালপুর গ্রাম পরিদর্শন করে ধুলিয়ান পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে ঘোষপাড়া এলাকায় পৌঁছে যান। উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনে এসে ফিরে এসে স্পেশাল ট্রেনে করে নিমতিতা স্টেশনে নামেন এবং বিজেপির কার্যকর্তা কৌশিকের বাড়ি যান। সেখানে কিছু হিন্দু পরিবারের বাড়িঘর ভেঙেছিল। তাদের সাথেও কথা বলেন তিনি। সব জায়গাতেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তালিকা অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। যাদের ঘর ভেঙে গেছে, তাদের কিছু সামগ্রীও দেওয়ার কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী।

তদন্ত চান শাহবাজ, ভুট্টোর মুখে রক্তগঙ্গা

প্রথম পাতার পর

কিংবা আন্তর্জাতিক মঞ্চ কেউ সহ্য করবে না।'

কার্যত আস্ফালন শোনা গিয়েছে বিলাওয়ালের মুখে। তাঁর কথায়, 'উনি (মোদি) বলেছেন, ওঁরা নাকি হাজার হাজার বছর পুরোনো সভ্যতার উত্তরাধিকারী। অথচ মহেন-জো-দারোয় গড়ে ওঠা সভ্যতা লারকানায় রয়েছে। আমরা সেই সভ্যতার প্রকৃত অধিকারী।' পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির শনিবার ফের দ্বিজাতিতত্ত্বে শান দিয়েছেন এবং মুসলিমদের উন্নত ধর্ম সম্প্রদায়ের তকমা দিয়েছেন।

এই আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে লন্ডনে পাকিস্তান হাইকমিশনের দপ্তরে। লন্ডনের লাউন্ডস স্কোয়ারে হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভরত প্রবাসী ভারতীয় ও ইহুদিদের উদ্দেশে হাতের ইশারায় 'গলা কেটে দেওয়ার' ভঙ্গি করেন সেনা উপদেষ্টা কর্নেল তৈমুর রাহত। তাঁর হাতে ছিল বালাকোট এয়ারস্ট্রাইকের পর পাকিস্তানি সেনার হাতে বন্দি ভারতীয় বায়ুসেনা পাইলট অভিনন্দন বর্তমানের ছবি এবং পাকিস্তানের পতাকা।

পহলগামের হত্যালীলায় তদন্ত দাবির পাশাপাশি পাক প্রধানমন্ত্রী কার্যত যুদ্ধের বার্তাই দিয়েছেন। তিনি বলেন, '২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতকে আমাদের সেনাবাহিনী যে জবাব দিয়েছিল, ঠিক সেভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং সুরক্ষার প্রশ্নে আমরা কখনও আপস করব না। কোনও দুঃসাহস দেখালে আমাদের দেশ কিন্তু তৈরি রয়েছে।'

পাকিস্তানের এই আস্ফালনের জবাব দিয়েছে ভারতও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী পাকিস্তানকে পহলগামের জন্য চড়া দাম দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন। হরদীপ বলেন, 'সবে তো শুরু। বিলাওয়াল ভুট্টো বোকা। জল না পেলে চিৎকার করবেন উনি।' আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, 'পাকিস্তানের হুংকারকে পাত্তা দেয় না ভারত। সন্ত্রাসবাদের প্রসার ঘটানো ছাড়া আর কোনও কাজ নেই পাকিস্তানের। ওদেশের মানুষও এই ধরনের মন্তব্যের সঙ্গে সহমত নন।'

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও পাক প্রধানমন্ত্রীর নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবকে কটাক্ষ করে বলেন, 'ইসলামাবাদ গোড়ায় পহলগামের ঘটনায় বলেছিল, ভারতই এর নেপথ্যে রয়েছে। আমি ওদের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিই না।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, 'ওঁরা কীসের তদন্ত করবেন? একজন চোর কি কখনও নিজের চুরির তদন্ত করতে পারে? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভয় পেয়ে এসব কথা বলছেন।'

তবে পাকিস্তানের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ করার পরামর্শ দিয়েছেন বর্ষীয়ান এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার। তিনি বলেন, 'যে কোনও সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা আঘাত হানলে পাকিস্তান হাত গুটিয়ে বসে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।' শনিবার কুপওয়ারায় লস্কর-ই-তৈবার একটি গুপ্তঘাঁটিতে হানা দিয়ে নিরাপত্তাবাহিনী ৫টি একে-৪৭ সহ প্রচুর বন্দুক ও গুলি উদ্ধার করে। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তান আবার গুলি চালিয়েছে।

জগন্নাথ মন্দিরই হাতিয়ার

প্রথম পাতার পর

কী কারণে এই উদ্যোগে এখন এতটা জোর? সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি হারানো নিয়ে তৃণমূল ভয়াবহ চাপে পড়ায় জগন্নাথ দেবের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা সেই পরিস্থিতি থেকে চাপমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওপরমহলের নির্দেশে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি ২৮ এপ্রিল কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে পুরোহিত সম্মেলন ডেকেছেন। ২৭ এপ্রিলের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু পুরোহিতকে আমন্ত্রণ করে পুরোহিত সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়ে বলা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে পুরোহিতদের ভোজন করাতে হবে।

২৭ থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে জেলার প্রতিটি অঞ্চলে মাইকে প্রচার করে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের বিষয়টি সবাইকে জানাতে হবে। ২৯ এপ্রিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগের দিন জেলার প্রতিটি জায়গায় ঢাকঢোল নিয়ে বাইক মিছিল করতে বলা হয়েছে।

৩০ এপ্রিল সরকারি উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রোজেক্টর স্ক্রিনে জগন্নাথ মন্দিরের পুজোর উদ্বোধন দেখাতে হবে। সেখানে দলীয় নেতা-কর্মীরা যাতে ভালো সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই জমায়েতের ছবি জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে পাঠাতে হবে। ১ থেকে ৪ মে'র মধ্যে কেউ জগন্নাথ দেবের পুজো করে প্রসাদ বিতরণ করতে চাইলে তাও করতে পারবেন। ৩০ এপ্রিল মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির সামনে প্রশাসনের সহযোগিতায় কোচবিহার পুরসভা দিঘায় জগন্নাথ দেবের মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার সরাসরি সম্প্রচার করবে বলে কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠক করে চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান।

হাতপাখায় শরীর জুড়োতে

প্রথম পাতার পর

বাড়ির লোকজন সবসময় হাতপাখা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে। আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে।'

পর্যাপ্ত বেড না থাকায় গ্রীষ্ম ও শীত, দুই মরশুমেই রোগীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বারান্দায় থাকার জন্য শীতের সময় কনকনে ঠান্ডায় রোগীদের কার্যত কাঁপতে হয়। আবার গরমের দিনে বেড়ে শুয়েই ঘামতে থাকেন তাঁরা। রোগীদের কথা মাথায় রেখে বারান্দাতেও বৈদ্যুতিক পাখা বসানোর দাবি উঠেছে। সেইসঙ্গে দ্রুত বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করে রোগীদের ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হোক, এই দাবিতে সরব হয়েছেন পরিজনরাও।

পূর্ণম সুস্থ, ডিজি জানালেন কল্যাণকে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : পাকিস্তানের হাতে আটক বিএসএফ জওয়ান হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা পূর্ণম কুমার সাউ শারীরিকভাবে সুস্থ ও নিরাপদে আছেন বলে দাবি করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ণমের বাড়ি কল্যাণবাবুর সংসদীয় এলাকায়। শনিবার এই বিএসএফ জওয়ানের খোঁজ নিতে বিএসএফের ডিজিকে ফোন করেন কল্যাণবাবু। তখনই বিএসএফের ডিজি তাঁকে জানান, পূর্ণম সুস্থ রয়েছেন। তাঁকে দেশে ফেরানোর সব চেষ্টা হচ্ছে। এদিন কল্যাণবাবু তাঁর ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'পূর্ণমকে দেশে ফেরাতে সরকার সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। ডিজি বলেছেন, পূর্ণম সুস্থ আছেন। পাকিস্তান কিছুটা সময় নিচ্ছে। তবে শেষপর্যন্ত তাঁকে ফিরিয়ে দেবে বলে আশা করা যায়।'

বুধবারই ভুল করে পঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমান্ত টপকে যান বিএসএফের ১৮২ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য পূর্ণম কুমার সাউ। সেদিনই ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছিল বিএসএফ এবং পাকিস্তান রেঞ্জার্সের মধ্যে। কিন্তু সেদিন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। ফের ফ্ল্যাগ মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সফট টার্গেট খুঁজছে জঙ্গিরা

প্রথম পাতার পর

ভবিষ্যতেও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এতদিন কাশ্মীরে মূলত সেনা, আধাসেনা ও পুলিশকে নিশানা করার চেষ্টা করত জঙ্গিরা। এর ফলে দু-তরফেই প্রাণহানি ঘটত।

সেই ধারায় ছেদ টেনে নতুন কৌশল অবলম্বন করতে চাইছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলি। গোয়েন্দা বার্তা পাওয়ার পরই জম্মু ও কাশ্মীরে ট্রেকিং-এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কাঠুয়া, উধমপুর, ডোডা, রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক তল্লাশি চলছে। আনা হয়েছে অত্যাধুনিক ইউএভি, ড্রোন ও প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, সন্ত্রাসীরা দুর্গম বনভূমিকে গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করছে। তাই পর্যটকদের সুরক্ষার কথা ভেবেই ট্রেকিং বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। জম্মু ও কাশ্মীরের সমান্তরালে দেশের নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি।

শনিবার পাকিস্তান সমর্থিত খালিস্তানি জঙ্গিদের খোঁজে পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও কর্ণাটকের ১৮টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ। উদ্ধার হয়েছে একাধিক ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস।

হিজবুত তাহরির, আল-কায়দা ও আইসিসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ধানবাদ থেকে এক মহিলা সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়খণ্ড পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট শাখা (এটিএস)।

ধৃতদের কাছ থেকে ২টি পিস্তল, ১২ রাউন্ড গুলি, একাধিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি এবং আপত্তিকর নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অশালীন ভিডিও দেখতে

প্রথম পাতার পর

এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক সৌমিত্র তরফদারের বক্তব্য, 'ছাত্র সমাজকে সঠিক দিশা দেখানোই আমাদের কাজ। আমাদের সব বিষয়ে অবগত থাকতে হবে। অভিভাবক ও বাচ্চাদের নিয়ে বসে কুফলগুলি বোঝাতে হবে। মোবাইল ফোন নিয়ে তাদের যেসব কৌতূহল আছে সেগুলো অবগত করা দরকার।'

ঘটনার কথা শুনে আঁতকে উঠেছেন রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ চন্দন রায়ও। তিনি বলেন, 'আমরা যদি মোবাইল ফোনের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে না পারি তবে তা ড্রাগের নেশার চেয়ে ভয়ংকর আকার নেবে। আগামী প্রজন্ম বিপথগামী হয়ে ধ্বংসের মুখে চলে যাবে। বাবা-মায়ের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও আরও সচেতন ও দায়িত্ববান হতে হবে। সরকারিভাবেও এই নিয়ে প্রচার ও প্রয়োজনে বাচ্চাদের কাউন্সেলিং করা দরকার।'

লাচুং থেকে উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : স্বস্তি এবং অস্বস্তি। অবশেষে প্রশাসনিক তৎপরতায় লাচুংয়ে আটকে পড়া পর্যটকরা গ্যাংটকে ফিরতে পারলেন বটে, কিন্তু সেই সুযোগ শনিবার পেলেন না লাচেনের পর্যটকরা। আবহাওয়া পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে রবিবার তাঁদের উদ্ধার করা হবে। পর্যটক উদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায়, স্বস্তি ফিরেছে পর্যটন মহলে। অস্বস্তিও রয়েছে। কেননা, পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত উত্তর সিকিমে বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। পর্যটন সংস্থাগুলি যাতে প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়া লাচেন, লাচুংয়ের মতো জায়গাগুলিতে পর্যটক না পাঠায়, তাও শনিবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

ভাতা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

রাজ্য সরকার যেমন মানবিকতার খাতিরে ১০ হাজার টাকা করে ভাতা দেয়, তেমনই শিক্ষাকর্মীদের দেওয়া হবে।' শিক্ষাকর্মীরা ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর দাবি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তার উত্তর দেননি। তিনি শুধু বলেন, 'আপনারা এই প্রস্তাবে রাজি থাকলে জানান। আমরা আগামী মাস থেকেই এই ভাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করব।' অনেক কষ্ট করে আমাদের এই আর্থিক ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।'

শিক্ষকদের অধিকার মঞ্চ অবশ্য মনে করে, 'ভাতা দিয়ে আপাতত প্রয়োজন মিটতে পারে। তবে সসম্মানে চাকরি ফেরত পাওয়ার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। রাজ্যের চুরির দায় শিক্ষাকর্মীরা কেন নেবেন?'

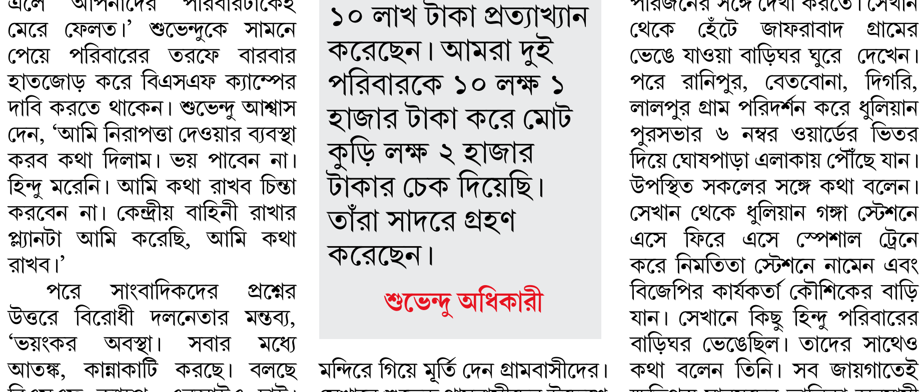

আহা কি আনন্দ।।

গরমে স্বস্তির স্নান। কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

মমতার ভাতা-ভরসায় মিশ্র সাড়া

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারানো গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের মাসে ২৫ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণায় কোচবিহারে মিশ্র সাড়া পড়েছে। কেউ খুব খুশি, কেউবা এই আশ্বাসে ভরসা রাখতে এতটুকু রাজি নন।

চাকরিহারা কালজানি জুনিয়ার হাইস্কুলের গ্রুপ-ডি'র কর্মী অভিজিৎ বর্মন বললেন, 'আমরা বর্তমানে আমাদের দাবি নিয়ে কলকাতায় রয়েছি। তবে আমরা এই প্রলোভনে পা দিতে রাজি নই। এই টাকাটা আমাদের ৬০ বছর পর্যন্ত দেওয়া হবে বলে তো আর মুখ্যমন্ত্রী আমাদের লিখিতভাবে আশ্বাস দিচ্ছেন না। তিনি বিষয়টি আমাদের মৌখিভাবে জানিয়েছেন। হয়তো আজ টাকা দেবেন, কাল বন্ধও করে দিতে পারেন। তাই আমরা যে অবস্থানে ছিলাম সেখানেই থাকতে চাই।' কোচবিহার-২ ব্লকের উত্তর খাপাইডাঙ্গা হাইস্কুলের চাকরিহারা গ্রুপ-ডি কর্মী সুদেষ্ণা পারিয়াল বললেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় খুশি। কিন্তু ভাতার বদলে উনি যদি বিষয়টি মাইনে হিসেবে উল্লেখ করতেন তবে তা আমাদের কাছে অনেক বেশি সম্মানজনক হত।'

> আমরা বর্তমানে আমাদের দাবি নিয়ে কলকাতায় রয়েছি। তবে আমরা এই প্রলোভনে পা দিতে রাজি নই। এই টাকাটা আমাদের ৬০ বছর পর্যন্ত দেওয়া হবে বলে তো আর মুখ্যমন্ত্রী আমাদের লিখিতভাবে আশ্বাস দিচ্ছেন না।
>
> অভিজিৎ বর্মন
> গ্রুপ-ডি কর্মী

মমতার এই ঘোষণাকে ঘিরে শিক্ষক সংগঠনগুলিও দ্বিধাবিভক্ত। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাসের প্রশ্ন, 'আদালতের রায়ে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীরা তো স্কুলে যেতে পারবেন না। তাহলে তাঁদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি রাজ্য আগে কেন রিভিউ পিটিশন করল না? এই ভাতা দিয়ে আদৌ সমস্যা মিটবে না।' পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'স্কুলের চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের সংসারের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী মানবিক দিক থেকে এই ভাতা দিতে চাইছেন বুঝলাম। কিন্তু পার্শ্বশিক্ষকরা যাঁরা দীর্ঘ বছর ধরে স্কুলের পঠনপাঠনের স্বার্থে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাঁদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি উনি কেন দেখছেন না?' মমতার ভাতা-ঘোষণাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি মানস ভট্টাচার্য বললেন, 'চাকরিহারাদের পাশে এভাবে দাঁড়ানোর জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।'

রংদার রোববার

১৪
ছোটগল্প
রম্যাণী গোস্বামী

১৫
ছোটগল্প
রিমি মুৎসুদ্দি
আয় মন বেড়াতে যাবি
অরবিন্দ ভট্টাচার্য

১৬
কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘ কবিতা
সুবোধ সরকার
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা
পূর্বা সেনগুপ্ত

চাল-তেল পরে...

রোটি কপড়া অওর মকান-সেই ধারণা এখন অতীত। আগে চাই ইন্টারনেট। উত্তরবঙ্গের অনেক পরিবারেই এক দৃশ্য। বাবা-মায়ের ভীষণ সমস্যা। ছেলেমেয়েরা মোবাইল রিচার্জের জন্য বারবার দ্বারস্থ হচ্ছে বাবা-মায়ের। টাকা চাই, টাকা দাও। মোবাইলে আসক্তি এমনিতেই সামাজিক ব্যাধি। তার পিছু পিছু আসছে রিচার্জের দাবি। চাল-তেল ফুরোলেও এত মাথাব্যথা নেই নতুন প্রজন্মের। প্রচ্ছদে সেই কাহিনী।

আমার ব্যালেন্স ফুরিয়ে গেছে...

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

ফিজিক্সের মধুবাবু স্যার বলতেন স্যারের আফিমখোর দাদুর কথা। বেতন পেতেন সাকুল্যে দুশো পঁচাত্তর। মাইনে পেয়েই সারা মাসের বরাদ্দ আফিমটুকু মজুত করে হাত ঝেড়ে নাকি বলতেন ন্যাও, এক মাসের মতন নিশ্চিন্দি। চাল ডাল যা হোক করে জুটে যাবেখন!

সবার আগে আফিম? হ্যাঁ রে পাগলা, নেশাড়ুদের কাছে নেশাই সবার আগে, বলে হাসতেন মধুবাবু স্যার।

গত সপ্তাহে মাধ্যমিক দেওয়া এক মেয়ে আমাদের হাসপাতালে এল ঘুমের বড়ি খেয়ে। স্মার্টফোন না পেলে পরীক্ষা দেবে না হুমকিতে বাবা তাকে ফোন কিনেও দিয়েছে। সেদিন ঘুম ভেঙে সে আবিষ্কার করে ফোনের ব্যালেন্স ফুরিয়েছে।

টোটোচালক বাবা ততক্ষণে কাজে বেরিয়ে গিয়েছেন। মুদির মাসকাবারি দিয়ে মায়ের হাত খালি। কাজেই রিচার্জের টাকা চাইলে বাবার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। অপেক্ষা অসহ্য হলে মেয়েটি তার বাবার পুরোনো দু'পাতা ঘুমের বড়ির সদ্ব্যবহার করে।

বরের মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখে বৌ ব্যালেন্স শেষ করে ফেলায় এমন বাকবিতণ্ডা হল যে শেষমেশ ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে পড়ে বৌটি অচেতন অবস্থায় হসপিটালে এসে পৌঁছাল প্রতিবেশীর দৌলতে।

ঠ্যালাভ্যানে সবজির ফেরিওয়ালা বিশুর পরিবারে তিনটে ফোন। আর এট্টু মাল তুলব ভাবি মেডাম কিন্তু খাইখরচা বাদে ছেলেপুলের পেরাইভেট আর ফোনের চার্জও এমন বাড়তিছে রোজ! ব্যালেন্স না থাকায় তার ফোন ব্যবহার করেছে বলে ভাইয়ের ফোনটাই ভেঙে দিয়েছে কাজেই দাদাকেও ভাই ঘুসি মেরে হসপিটালে পাঠিয়েছে।

বোঝাই যাচ্ছে আমাদের জীবনে ফোন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছে যেমন, তার ব্যালেন্সও তেমন ভয়ানক অপরিহার্য। ফোন কোম্পানিও কিছুদিন ফ্রি পরিষেবা দিয়ে সবাইকে এমন নেশাখোর বানাতে পেরেছে যে এখন বহুগুণ মুনাফা তুলছে।

একদা দূরভাষের সামনে যে টেলিফোন আসার কথা সে টেলিফোন আসেনি গোছের কারও গোপন অধীর প্রতীক্ষা থাকলেও ল্যান্ডফোন ছিল পারিবারিক এক নির্দিষ্ট প্রয়োজন কিন্তু মুঠোবন্দি মোবাইল ফোন এখন ভীষণ ব্যক্তিগত এক জ্যান্ত সঙ্গী। ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, রেডিও, টিভি, টর্চ, রেকর্ডার, বইপত্র সব এসে ঢুকেছে এই ছোট্ট যন্ত্রে। কাজেই আমরা তাকে ব্যবহার করতে করতে একসময় বাধ্যতামূলক ব্যবহৃত হয়ে পড়ছি নিজেরাই।

গত সপ্তাহে মাধ্যমিক দেওয়া এক মেয়ে আমাদের হাসপাতালে এল ঘুমের বড়ি খেয়ে। স্মার্টফোন না পেলে পরীক্ষা দেবে না হুমকিতে বাবা তাকে ফোন কিনেও দিয়েছে। সেদিন ঘুম ভেঙে সে আবিষ্কার করে ফোনের ব্যালেন্স ফুরিয়েছে।

পড়ালেখার ধরন বদলেছে এখন। স্কুল-কলেজের অনলাইন ক্লাস, প্রোজেক্ট ইত্যাদির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড, বৃত্তি, স্কুলের নানা নোটিশ সব পৌঁছে যায় ফোনে। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনের এই নেট ব্যালেন্স অপরিহার্য।

কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে প্রবল পরাক্রমে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়া, ভিডিও, রিল, ফেসবুক, ইউটিউবের জন্য রিচার্জ করতে করতে নেট দুনিয়ার কাছে পরাজিত সৈনিকের বশ্যতায় আমরা নতজানু উন্মাদ এক ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার শিকারও তো বটে।

টিউশনিতে তুমুল জনপ্রিয় এক বন্ধুকে বলতে শুনেছি টিচার্স ডে-তে ছাত্রছাত্রীদের উপহার পেয়ে তাদের খাওয়াতে চাইলে তিনজন ছাত্র বলেছে উপহারের চাঁদা দিতে পকেটমানি শেষ এদিকে ফোনের ব্যালেন্স ফুরিয়ে এল। খাওয়ানো লাগবে না স্যর। রিচার্জ মেরে দেন! এমনকি ব্যালেন্স কমে এলে ওর ছাত্ররা স্পিড কমিয়ে নেয় যাতে পরবর্তী রিচার্জের আগ পর্যন্ত একটু ঘোলাটে হলেও কষ্ট করে ভিডিওগুলি দেখতে পায় অন্তত!

যেখানে ফোনের ব্যাটারি কমে এলে আর চার্জার হাতের কাছে না পেলে মনে হয় নিজেদেরই চার্জ ফুরিয়েছে সেখানে প্রিপেডের ব্যালেন্স শেষ হলে তো আমিই শেষ! তখন হৃদয়বিদারি হাহাকারে বন্ধুর কাছে টাকা ধার চাওয়ার মতো হটস্পট অন করে ডেটা হাওলাত নিতেই হয় কেননা ফোন বোবা কালা হয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ তো অথর্ব হয়ে পড়ি আমরাও।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বহু প্রান্তে ইন্টারনেট আনস্মার্ট হলেই বিপদ

ইন্দ্রনীল দত্ত

সে ছিল এক 'আনস্মার্ট' যুগ। তখন অর্কুটের রমরমা বাজার, ফেসবুক সবে দোকান খুলে বসেছে। গুগলও এসেছে বটে তবে লোকজন তখনও ইয়াহুতেই বেশি স্বচ্ছন্দ – এবং এসবই তখনও পর্যন্ত কম্পিউটার অর্থাৎ পিসি-তে সীমাবদ্ধ। মোবাইলে কথা বলা আর এসএমএস পাঠানোর বাইরে আর কিছু যে করা যায়, সেটা তখনও সুদূর কল্পনার বিষয়। এবং সেই কথা বলা ও মেসেজ পাঠানোও ছিল অতীব মহার্ঘ। শুধু কথা বলার জন্য আমাদের মাসে খরচ হত প্রায় ২০০ টাকা। বিএসএনএল তুলনামূলকভাবে সামান্য সস্তা ছিল, কিন্তু বেসরকারি সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে কল পিছু খরচ ছিল মিনিটে প্রায় দুই টাকা। এসএমএস পিছু খরচ এক টাকা। কথা বলার ক্ষেত্রেও আবার 'সার্কেল' নামক একটি বস্তু ছিল – কলকাতা সার্কেল, ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল ইত্যাদি। এক সার্কেল থেকে অন্য সার্কেলে কথা বলার ক্ষেত্রেও অনেক সময় অতিরিক্ত চার্জ কেটে নেওয়া হত। সব মিলিয়ে তখন ছিল মেপে কথা বলার যুগ, পকেটে ফোন থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা আমরা পেজারের মতো ব্যবহার করতাম, টেক্সট মেসেজের মাধ্যমেই সাধারণত 'কথা বলা' চলত, জোক শেয়ার করা হত।

এইভাবে মধ্যবিত্তের মোবাইল-সংসার কায়ক্লেশে চলছিল, কিন্তু ব্যাপারটা পুরো ঘেঁটে গেল ২০০৭ সালে, যখন স্টিভ জোবস মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে যা বললেন, তার নির্যাস কার্যত এরকম ছিল – 'বোতাম টেপা ছেড়া এবার স্মার্ট হন'। অ্যাপল রাতারাতি আমাদের স্মার্ট করে দিল, আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, ই-মেল করার জন্য, অনলাইনে খবর পড়ার জন্য, ইয়াহুতে চ্যাট করার জন্য আমাদের আর পাড়ার ক্যাফেতে যাওয়ার দরকার নেই, কাজগুলি বাড়ির ড্রইংরুমে বসেই করা সম্ভব। স্মার্টফোন দেশের টেলিকম ব্যবস্থাকেও রাতারাতি স্মার্ট করে দিল। ২০০৮ সালে দেশে চালু হল থ্রিজি মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। অর্থাৎ টকটাইমের মতো, এসএমএস প্যাকের মতো ডেটা প্যাক রিচার্জ করে ফোনে সেই স-অ-ব করা যাবে যা এতদিন বাড়িতে ব্রডব্যান্ড কানেকশন ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে নিয়ে করতে হত।

আমরা স্মার্ট হলাম, কিন্তু তার জন্য মূল্যও চোকাতে হল অনেকটা। এক মাসে মাত্র দুই জিবি ডেটার জন্য দিতে হত প্রায় ২৫০-৩০০ টাকা। অর্থাৎ একদিকে ফোনে কথা বলা ও এসএমএসের জন্য টকটাইম ও এসএমএস প্যাক রিচার্জ, অন্যদিকে ইন্টারনেটের জন্য ডেটাপ্যাক রিচার্জ। সব মিলিয়ে মাসে প্রায় ৫০০ টাকার ধাক্কা। ডেটাপ্যাক স্পষ্টতই সমাজে এক অদৃশ্য শ্রেণিবিভাজন তৈরি করল, যাঁরা স্মার্টফোনে টকটাইম ও ডেটাপ্যাক ব্যবহার করেন তাঁরা তখন সমাজের উচ্চকোটির মানুষ, বাকি অধিকাংশ তখনও বোতাম টেপা ফোন ও টকটাইম নিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত।

কিন্তু সেই সময়টা ছিল পরিবর্তনের, পালাবদলের। মঞ্চ তৈরি হচ্ছিল নিঃশব্দে – একদিকে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যদিকে প্রযুক্তির জগতেও। রাজ্য ও কেন্দ্রে – দুই জায়গায় এক নতুন ক্ষমতা ও রাজনীতির সূচনা হল। চারপাশের সমাজ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক – নিঃশব্দে পালটে গেল সবকিছু। পালটাল প্রযুক্তিও। আগে গোটা মাসে ২৫০ টাকায় পাওয়া যেত দুই জিবি, কিন্তু এবার থেকে প্রায় সেই মূল্যে প্রতিদিন সেই ডেটা পাওয়া শুরু করলাম আমরা। কিন্তু স্মার্টফোন? রাস্তায়, ট্রেনে-বাসে চলতে ফিরতে তখনও আমরা আড়চোখে তাকিয়ে থাকতাম হঠাৎ পাশের কোনও উচ্চকোটির মানুষের হাতে ধরা সেই মহার্ঘ স্মার্টফোনের দিকে। কিন্তু নেটপ্যাকের পাশাপাশি স্মার্টফোনেরও গণতন্ত্রীকরণ ঘটল। সৌজন্যে চিন। ১০-১২ হাজার টাকা বা তারও কমে সীমান্ত পেরিয়ে রকমারি কোম্পানির স্মার্টফোন এসে আমাদের ভাসিয়ে দিল। সস্তার নেটপ্যাক ও সস্তার স্মার্টফোনের এই যুগলবন্দিতে আমরা তখন দিশেহারা। এ যেন হাতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। রাতারাতি মাথা ঝুঁকিয়ে থাকা এক নতুন প্রজন্মের জন্ম হল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জীবনে যেন কিছুই নেই!

শৌভিক রায়

গৃহ-সহায়িকা মাঝবয়সি মহিলা, এই মাসেও, সময়ের আগেই, বেতন চাইলেন। ভাবলাম, বোধহয় কোনও সমস্যা হয়েছে।

উনি কুড়ি বছরের ওপর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ফলে, বাড়তি একটা দায়িত্ব থেকেই যায়। তাই পরপর তিন মাস ধরে আগাম বেতন চাওয়ার কারণ কী জানতে চাইলাম। খুব কুণ্ঠিত গলায় উনি যা জানালেন, তাতে সত্যিই অবাক হলাম। মেয়ের স্মার্টফোনের রিচার্জ করবার জন্য, ওঁকে মাস শেষ হওয়ার আগেই টাকা চাইতে হচ্ছে।

আমার বিস্মিত হওয়াটা বোধহয় সময়ের সঙ্গে পাল্লা না দিতে পারার জন্য। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রাথমিক চাহিদার পর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো বিষয়গুলিকে পেছনে ফেলে, স্মার্টফোন রিচার্জের মতো বিষয় আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় উঠে এসেছে, বুঝতে পারিনি। পরে তথ্য জেনে অবশ্য নিজেকে সত্যিই বোকা মনে হচ্ছিল। চলতি বছরের মাঝামাঝি যা পরিসংখ্যান, তাতে স্পষ্ট, বছর শেষের আগেই আমাদের দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা নয়শো মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। বিগত বছরের চাইতে এই সংখ্যা অনেকটা বেশি। আরও মজা হল, এই ব্যবহারকারীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের মানুষের সংখ্যা কিন্তু চমকপ্রদভাবে বিপুল। তুলনায় পুরুষদের চাইতে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও, দ্রুতগতিতে মহিলারা উঠে আসছেন এই ক্ষেত্রেও।

তত্ত্বের কচকচানি দূরে থাক। দুটো ঘটনা বলি। যে ড্রাইভারের সঙ্গে পোর্ট ব্লেয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তিনি ডিগলিপুরে আমাদের সঙ্গে গেলেন না। কেননা পরদিন তাঁর নেট পরিষেবা বন্ধ হবে। আর যে নেটওয়ার্কে তিনি আছেন, সেটি উত্তর আন্দামানের ওই অঞ্চলে নেই। নিজের ব্যবসার ক্ষতি করে, তিনি অন্য একজনের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা প্রথমটায় হতভম্ব। পরে বেশ মজা পেয়েছিলাম। হাসতে হাসতে একজনকে বলতে শুনেছিলাম 'নেট-ব্যবহাকারী চরিত্রম দেবা না জানন্তি'। মজা করে বলা হলেও, ব্যাপারটি কিন্তু অনেকাংশেই সত্যি। অন্য অনেক কিছু না পেলেও চলবে, ফোনে রিচার্জ লাগবেই! তার জন্য কাজের ক্ষতি হোক, কুছ পরোয়া নেই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি নিজের এক ছাত্রীর ক্ষেত্রে দেখেছি। উঁচু ক্লাসে পড়ার ফলে মিড-ডে মিলের অধিকার নেই তার। বাড়ি থেকে তাকে টিফিনের জন্য নিয়মিত টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও দিন তাকে খেতে দেখি না। ওর বাড়ির লোক ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আমাকে জানালে, একদিন মেয়েটিকে চেপে ধরলাম। ক্রমে সত্যিটা উঠে এল। টিফিনের পয়সা জমিয়ে ছাত্রীটি ফোন রিচার্জ করে। বাড়ি থেকে ফোন রিচার্জের পয়সা দেয় না? 'দেয় স্যর, কিন্তু ডেটা কয়েকদিনেই শেষ হয়ে যায়। তাই টিফিনের পয়সা জমিয়ে ডেটা ভরি।'

স্মার্টফোন থাকাটাই নাকি আজকাল শুধু আধুনিকতা নয়। ইন্টারনেটের জগতে আপনি কতক্ষণ থাকছেন, সেটাই বড় কথা। কেননা সব স্মার্টনেস সেখানে। ভার্চুয়াল ওই দুনিয়ায় মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে দুনিয়া। তার কোনও একটি বাদ চলে গেলে, পিছিয়ে পড়তে হবে।

এই পিছিয়ে পড়ার ভয় মারাত্মক। সব বিষয়ে জানতে হবে, টিপ্পনী দিতে হবে। চায়ের কাপে তুফান তুলতে হবে। জানান দিতে হবে নিজের অস্তিত্ব। তার জন্য নিজের মুঠিতে নিয়ে আসতে হবে দুনিয়াকে। আর সেটা সম্ভব একমাত্র ইন্টারনেটের সাহায্যে। ফলে যেভাবেই হোক ফোনে নেট কানেকশন লাগবেই। সেটা না হলেই, নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন। ফলে 'ধর্মেও থাকা, জিরাফেও থাকা' নির্ভর করছে নেটের ওপর। এই ব্যাপারে বোধহয় আট থেকে আশি সকলেই এক। অবশ্যই তরুণ প্রজন্মের ব্যাপারটি নজরে পড়ে বেশি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায়, বড়রাও মোটামুটি একই পথের পথিক। তথ্য বলছে, ভারতে নেট ব্যবহারকারীদের ১৪.৪ শতাংশের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে। আর পঁয়তাল্লিশ থেকে চুয়ান্ন বছর বয়সিদের শতাংশ হল ১১.২।

আজকাল প্রতিটি জনপদে তাই একই ছবি। আড্ডা চলছে। নিঃশব্দে। নিজস্ব ফোনে। সবকিছুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। হয়তো নির্বাক এই আড্ডার টান অনেক বেশি। রয়েছে বিভিন্ন সমাজমাধ্যম। নানা কর্মকাণ্ড। অনলাইনেই সব। আর এসবের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দরকার, সেটি যদি না থাকে, তবে তো পাগল পাগল অবস্থা হবেই।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

নাতির ফোন রিচার্জ করে স্বস্তি

সুমন মল্লিক

একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ানোর সূত্রে বিভিন্ন সময় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পড়াশোনোর বাইরেও নানা বিষয়ে কথা হয়। বিশেষ করে ক্লাস চলাকালীন পড়ানো যাতে ক্লান্তিকর না হয়ে ওঠে সেজন্য অনেক সময়ই পড়ানোর ফাঁকে কিংবা পড়ানো শেষ করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গল্প করি। এরকমই একদিন পঞ্চম শ্রেণিতে ক্লাসের ফাঁকে মজার গল্প করতে করতে লক্ষ করি, ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরাই হাসছে, কিন্তু একটি মেয়ে হাসছে না। সে মনমরা হয়ে বসে আছে। তার চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, সে কিছুটা অন্যমনস্ক। কিছু একটা ভাবছে। ক্লাস শেষের ঘণ্টা বাজার পর ছাত্রীটিকে ক্লাসের বাইরে বারান্দায় আলাদা করে ডেকে নিলাম। সে এল। মুখ তখনও ম্লান। জানতে চাইলাম কী হয়েছে, কেন সে মনমরা হয়ে বসে আছে। প্রশ্ন শুনে সে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ থাকল। আবার জানতে চাইলাম। মেয়েটির চোখে জল। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'বাবা ও মার মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া ও চিৎকার চ্যাঁচামেচি হয়েছে।' এবার জানতে চাইলাম, কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে? সে বলল, 'মোবাইলে রিচার্জ করা নিয়ে। বাবা রিচার্জ করে দিতে পারছিল না মা-র মোবাইল।' জিজ্ঞেস করলাম, বাবা কী করে? সে বলল, 'গোডাউনে কাজ করে'। এরপর মেয়েটির সঙ্গে মিনিট দশেক কথা বলে জানতে পারলাম, পরিবারটি গরিব। বাবা গোডাউনের শ্রমিক। ভাড়াবাড়িতে তিনি স্ত্রী এবং তিন সন্তান নিয়ে থাকেন। আমার ছাত্রীটি তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। মেয়েটির সঙ্গে কথা শেষ করে টিচার্স রুমে এসে বসলাম। কিন্তু মাথায় তখনও ছাত্রীটির বলা কথাগুলো ঘুরছিল। মোবাইল রিচার্জ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর তুমুল ঝগড়া এবং তাঁদের সন্তানের ওপর তার প্রভাব।

বাড়ির পরিচারিকা মাসি একদিন এক মাসের টাকা অগ্রিম চেয়ে বসলেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ছোটগল্প

জাদু ফুলদানি

রম্যাণী গোস্বামী

ঘরের ফুলদানিগুলো উপচে পড়ছে আজ। শেষমেশ যখন আর ফুল ধরানোর জায়গা নেই, মোটাসোটা ফর্সা মেমসাহেব উপায়ান্তর না দেখে বাংলোর দোরগোড়ায় রেখে যাওয়া অর্ডারি ফুলের গোছাগুলো টেনে এনে স্তূপ করতে লাগলেন খাবার ঘরের বিশাল এক বেতের ঝুড়ির মধ্যে। এই ঝুড়িতে অন্যসময় রুটি রাখা হয়। সদ্য বেকারি থেকে আসা গরম গরম তাজা রুটি। গন্ধটাতে জিভে জল এসে যায় বিকুর। ওদের বাপ মা ভাই বোন চোদ্দোপুরুষে তেমন স্বাদগন্ধওয়ালা রুটি চেখেছে জীবনে? উঁহু। চোখেই দেখেনি তো খাওয়া!

মেমসাহেব হলে কী হবে? বাংলাটা দিব্যি বলেন। এখানেই জন্মেছেন কিনা। মেমসাহেবের বাবা ইংল্যান্ড থেকে এসে উত্তরবঙ্গের এই চা বাগানটা কিনে নিলেন। সঙ্গে প্যারামবুলেটরে চেপে এল কোঁকড়া চুলের ডল পুতুলের মতো পুঁচকে হাত-পা ছোড়া জ্যান্ত এক বাচ্চা। আর লম্বা গাউন-মাথায় হ্যাট গিন্নি। বাগানের মানুষগুলোর জন্য বড় সাহেবের বুকভরা মায়া আর ভালোবাসা। খুব সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। এখানে আসার ঠিক পাঁচ বছরের মাথায় মেমসাহেবের জন্ম। প্যারামবুলেটরের আগের মালিক তখন বাংলোর সবুজ লনে কচি পায়ে ফুটবলে শট দেয়। তার মাথাভর্তি সোনালি চুল, কটা নীল চোখ যাতায়াতের পথে লোকজনের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

তারপর একদিন মেমসাহেবের বাবা-মায়ের মধ্যে বেধে গেল ধুন্ধুমার ঝগড়া। ভাই নিতে এল আর রাগে গটমট করতে করতে লম্বা গাউন-মাথায় হ্যাট গিন্নি ছেলে কোলে পাড়ি দিলেন ইংল্যান্ড- নিজের দেশে। আর খুদে ফ্রক পরা গাল ফোলা মেমসাহেব রয়ে গেলেন তাঁর বাবার কাছে। ফেরার পথে জাহাজডুবি হয়ে সব শেষ। এই গল্পটা বিকু শুনেছে ওর দাদুর কাছে। স্ত্রী-ছেলের মৃত্যুতে বড় সাহেব অকালে বুড়িয়ে গেলেন। তাঁর সব চুল দাড়ি সাদা হয়ে গেল। বুড়ো সাহেব একদিন মরে গেলেন। মেমসাহেব রয়ে গেলেন একদম একা।

এরপর এক তরুণ সাহেব এলেন ঘোড়া ছুটিয়ে। সাহেবটা বড্ড ভালোমানুষ। মেমসাহেবের মতো রগচটা নয়। মেমসাহেব তাঁর রাগি স্বভাবটি পেয়েছেন ওঁর মায়ের কাছ থেকে। ছোট সাহেব আপনমনে বসে ছবি আঁকেন। মূর্তি গড়েন। বাংলোর একটা ঘরে সেইসব ছবি আর মূর্তি সাজিয়ে রাখা থাকে। আর তাকের কোনায় রাখা থাকে ওই ফুলদানিটা।

পোড়ামাটির তৈরি সাদামাঠা ফুলদানি। কিন্তু সে যে কী পছন্দ বিকুর! দাদুর কাছে ও কত শুনেছে এই ফুলদানির গল্প। দাদু বলত ওটা হল জাদু ফুলদানি। একদিন খুব শীতের ভোরে, যখন আয়েশি মেনি বেড়ালের মতো গুটিশুটি হয়ে সবজে কুয়াশা থমকে আছে চা বাগানের ওপর, ঠিক সেই সময় এক ঢ্যাঙা মানুষ মাথায় বিরাট ঝুড়ি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল এই বাংলোর দাওয়ায়। লোকটা যেন কতদিন খায়নি। মুখখানা চুপসে গেছে তেষ্টায়। ঘাড় নুয়ে পড়েছে ঝুড়ির ভারে। বড় সাহেবের রাতে ঘুম আসত না। কাকভোরে উঠে গায়ে দিশি আলোয়ান জড়িয়ে বসে থাকতেন বারান্দায়। ক্লান্ত লোকটিকে দেখে হাঁক পাড়লেন দয়ালু সাহেব- বুধোয়া, যা তো। ডেকে আন তো ওই বিদেশিকে। কিছু খেতে দে।

বুধোয়া কে বুঝলে তো? সে-ই হল বিকুর দাদু। বুধোয়া তখন মানুষটিকে বারান্দায় আসনে বসিয়ে যত্ন করে জল খেতে দিল। বড় মাগে করে চা আর ভাঁড়ার থেকে বাসি রুটি এনে দিল খানিক ঝোলাগুড় মাখিয়ে। তৃপ্তি করে চা-রুটি খেয়ে মানুষটার মুখের রং ফিরে এল। চেয়ারে বসে থাকা টুকটুকে ফর্সা লম্বা দাড়িওয়ালা সাহেবকে পেন্নাম করে বিদেশি লোকটা তখন ঝুড়ি থেকে বের করল তার উপহার। টেরাকোটার কারুকাজ করা অপূর্ব ওই ফুলদানি।

সে জানাল অনেক দূরের দক্ষিণের যে দেশ থেকে সে এসেছে, সেই জায়গা এদিককার পাহাড়ি দেশের মতো ঠান্ডা নয়। সেখানে বাতাস গরম। মাটি লাল ও রুক্ষ। ওর গ্রামের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদীর বুকের আঠালো মাটি ঝাঁকায় তুলে তা দিয়ে এই ফুলদানি ও বানিয়েছে নিজের হাতে। সে মাটির অনেক গুণ!

ফিশফিশ করে বলেছিল ঢ্যাঙা লোকটা- ওদের গ্রামের এক শিল্পী একদিন করল কী, ওই মাটি দিয়ে এক সাঁওতাল ছেলের মূর্তি বানাল। বাচ্চা ছেলেটা ছুটে চলেছে আকাশের দিকে মুখ তুলে, হাতে তার বাঁশের বাঁশি। সত্যি সত্যিই এক সকালে দেখা গেল ছেলেটা নেই। কোথায় যেন চলে গিয়েছে। বাঁশির ফুঁ-ও কেউ কেউ শুনেছিল ভোররাতে। ঘুমের ঘোরে।

নদী যেন জাদুকর। জ্যান্ত হয়। মরে যায়। আবার বেঁচে ওঠে। তার বুকের মাটি... এ মাটি জাদু জানে গো...

আরও কত কী বলে চলল লোকটা। উৎসব পার্বণে ফুল দিয়ে এই ফুলদানি নিজে হাতে ভালোবেসে সাজালে কেউ নাকি আর চোখই ফেরাতে পারে না। অতিথিরা সবাই জয়জয়কার করে গৃহকর্ত্রীর। এমনই তার জাদু। দু'দিন পরেই মেমসাহেবের বাইশ বছরের জন্মদিন। বড় সাহেব আদরের কন্যার হাতে তুলে দিলেন ওই ফুলদানি। শিখিয়ে দিলেন ফুল সাজানোর কায়দা।

এই বাড়িতে কাজে লাগার পর গত ক'বছরে এমনটাই দেখে আসছে বিকু। বাংলোয় কোনও পার্টি থাকলেই মেমসাহেব বিকুকে দিয়ে পেড়ে আনাবেন বিরাট ফুলদানিটা। ধুইয়ে মুছিয়ে বাইরের বড় হলঘরের মাঝখানে যে মেহগনি কাঠের টেবিল, সেখানে রাখা হবে সেটা। মেমসাহেব নিজে হাতে বাগানের প্রিয় ফুলগুলি তুলে ফুলদানিতে সাজাবেন আর তারপর নিজেও সাজতে বসবেন। একে একে ঘোড়ার গাড়িগুলো এসে দাঁড়াবে বাংলোর সামনে। ঝকঝকে পোশাকে গাড়ি থেকে নেমে আসবে মেয়েপুরুষ। কত সাজের বাহার এক-একজনের! অফিসারদের বৌদের পরনে দামি দামি গাউন, হিরের গয়না। জমিদার গিন্নিদের গায়ে বেনারসি শাড়ি, গলায় জড়োয়া সোনার হার, হাতে মোটা মোটা গিলটি করা বালা। সবার হাতে ফুলের তোড়া, রংচঙে উপহার। কিন্তু আশ্চর্যভাবে সে সবই ম্লান হয়ে যাবে বসবার ঘরের ওই ফুলদানির সামনে।

মেমসাহেব নিজেও ওই মাটির ফুলদানির মতোই সাদামাঠা সাজেন প্রত্যেকবার। বাবার এমনটাই নির্দেশ ছিল যে। তিনি পরবেন তাঁর মায়ের রেখে যাওয়া একটা দুধসাদা গাউন, গলায় একছড়া সফেদ মুক্তোমালা, কানে ওই রঙেরই দুটো মুক্তোর ঝোলা দুল। যা ওঁর বাবা এনে দিয়েছিলেন হায়দরাবাদের নিজামের কাছ থেকে। ব্যাস। আর তাতেই গোটা পৃথিবীটা যেন স্তব্ধ হয়ে নতমুখে দাঁড়াবে ওই আশ্চর্য রূপের সামনে। ঘরের চড়া আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। ঝাড়বাতির মোমের নরম কিরণ বাকি সবাইকে বাদ দিয়ে চাঁদের মায়াবী আলোর মতো লুটিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ পোষা কুকুরের মতো খেলা করবে ওই অভিনব ফুলদানির গায়ের টেরাকোটার কারুকাজে, মেমসাহেবের সাদা জামায়, মসৃণ ত্বকে আর লাজুক মুখে।

সবাই তখন উচ্চস্বরে বাংলোর অন্দরমহল আর মেমসাহেবের রূপের প্রশংসা করবে। এরপর বিরাট ডাইনিং টেবিলে গরম গরম খাবার চলে আসবে। যা খেয়ে সকলেই ধন্য ধন্য করবে। পার্টি থেকে ফিরে গিয়েও অনেক, অনেক দিন পর্যন্ত সবার মুখে মুখে ঘুরবে সেসব মুগ্ধতা মেশানো কাহিনী। তাতে আরও কিছুটা অলৌকিক রং চুইয়ে এসে মিশবে। ধীরে ধীরে তা কিংবদন্তির রূপ নেবে।

কিন্তু এবারের গল্পটা একটু আলাদা হতে চলেছে।

(২)

আর এক মাস পরেই পার্টি। সাহেব আর মেমসাহেবের পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী এসে গেল। তবে ক'দিন থেকেই মেমসাহেবের মেজাজখানা কেমন যেন বিগড়ে আছে। গতবছর নাকি পার্টি চলাকালীন কোনও এক লাটসাহেবের স্ত্রী আরেকজন মহিলা অতিথির কানের কাছে মুখ এনে মুচকি হেসে কীসব মন্তব্য করেছে। তাও আবার মেমসাহেবের দিকেই ইশারা করে। ঘটনাটা ঠিক চোখে পড়ে গিয়েছে মেমসাহেবের।

কী নিয়ে কানাকানি?

কী নিয়ে আবার? নির্ঘাত আমার পোশাক আর গয়না নিয়ে!

সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ঘুম ঘুম চোখের সাহেবের কাছে রাগে ক্ষোভে চেঁচিয়ে ওঠেন মেমসাহেব, ছাই মুক্তোর মালা...। ছাই গাউন...। মায়ের স্মৃতি এত বছর ধরে আগলে রাখার আছেটা কী? আবার যে মা কিনা আমায় ছোটবেলাতেই ছেড়ে চলে গেছে? কত কুচ্ছিতই না লাগে আমাকে ওই সাধারণ ড্রেসে! সকলের কত দামি দামি পোশাক আর গয়না, আমার কি কিছুই থাকতে নেই? ড্যাম ইট। বলতে বলতে চোখে জল এসে যায় তাঁর।

আর ওই মাটির ফুলদানিটা? নো ডিয়ার, এবার থেকে ডেকোরেশনে ওটাও বাতিল।

এরপর নতুন করে সমস্তটাই পরিকল্পনা করেন মেমসাহেব। এই বছরের পার্টি আর হলরুমে নয়, বরং বাইরের লনে হবে। রাশি রাশি ফুল ঢেলে সাজানো হবে লনে রাখা টেবিলের ওপরের বেতের টুকরিগুলো। প্রত্যেকটা টুকরির হাতলে গোলাপি ফিতে বাঁধা। আসলে ওগুলোই তো হবে রিটার্ন গিফট! কী মার্ভেলাস আইডিয়া!

টেবিল ঘিরে চেয়ারে পাতা থাকবে ভেলভেটের ম্যাট। পিঠের জায়গায় মখমলি কুশন। চারপাশে জরির কাজ। আর মেমসাহেবের গলায় ডায়মন্ডের জড়োয়া নেকলেস। কানে হিরের লম্বা দুল। দু'হাতেও ডায়মন্ড ব্রেসলেট। পরনে বেগুনি রঙের সিল্কের নতুন গাউন। তার কুঁচিতে সোনার জরির বর্ডার।

সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের আদেশমতো ঘোড়া ছুটিয়ে লোক চলে গেল দূরদূরান্তে। প্রচুর খরচাপাতি করে শহরের নার্সারিতে ফুলের অর্ডার দেওয়া হল। দার্জিলিং পাহাড়ের সেরা দর্জি তিন বিঘত ফিতে হাতে চলে এল মাপ নিতে। তিব্বত থেকে সিল্ক রুট পেরিয়ে দামি চাইনিজ রেশম কাপড়ের গাঁটরি কাঁধে লোক এল। কলকাতা থেকে হিরের গয়নার চমৎকার সব ডিজাইন এনে হাজির হল কারিগর। সে একেবারে এলাহি আয়োজন।

দেখতে দেখতে এসে গেল দিনটা। বিকু আর পাঁচজন ছেলের সঙ্গে সকাল থেকে লন সাজাচ্ছে। ভাঁড়ারের ফুলভর্তি ঝুড়িটাকে টেনে আনা হয়েছে লনে। লিলি, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, ডালিয়া, গাঁদা, জারবেরা- ঝুড়ির ভেতরে চেপটে থাকা ফুলগুলো যেন আর দম নিতে পারছে না। ওরা সাজাচ্ছে। কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না। মেমসাহেব এসে সব টান মেরে ফেলে দিলেন।

থ্যাঁতলানো ফুলগুলো এখানে কে রেখেছে? ডিসগাস্টিং! অন্য টুকরি আনো।

তিনি নিজে খুব জমকালো করে সেজেছেন। গা ভর্তি গয়না। ঝলমলে গাউন। মুখে রং। তাঁকে আজ একদম অচেনা দেখাচ্ছে। চাকরবাকরেরা সবাই তটস্থ। সাহেব লনের কোণের দিকে রাখা চেয়ারে বসে পাইপ টানছেন আপনমনে। এবারে ব্যাপক শিলাবৃষ্টি হয়েছে তরাই অঞ্চলে। সেজন্য তাঁদের বাগানে চা গাছের ফলনের সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে। গরিব শ্রমিকদের সমস্ত বছরের পরিশ্রম মাঠে মারা গেল প্রকৃতির রোষে। উৎসব, আলো ঝলমলে পরিবেশে সাহেব কি গম্ভীর হয়ে সেইসবই ভাবছেন?

অন্ধকার ঠিকমতো গাঢ় হওয়ার আগেই মিট বল ভাজার তাজা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। জ্বলে উঠল লনে ঝোলানো ঝাড়বাতিরা।

ওই তো ঘোড়াগাড়িগুলো একে একে এসে দাঁড়াচ্ছে বাংলোর গেটের সামনে। একহাতে দামি গাউন সামলে, দুর্মূল্য হিরের গয়নায় সেজে গর্বিত মেমসাহেব টুকটুক করে হেঁটে বেড়াচ্ছেন লনে। কিন্তু এত লোকের মাঝে কেউ তাঁকে আলাদা করে দেখছে না। ভিড়ের মধ্যে তিনি একজন 'ভিড়' হয়েই মিশে গেছেন। পার্টিতে আসা বাকি মহিলাদের সঙ্গে আজ তাঁর কোনও অমিল নেই!

অতিথিদেরও গুণগান করার মতো বিশেষ কিছু নেই। টেবিলগুলো ধীরে ধীরে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে রকমারি পদে। সকলে নিজেদের মতো বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গল্প করতে আর খেতেই মশগুল। সাহেব যেমন পাইপ টানতে ব্যস্ত ছিলেন, তেমনই আছেন। লনের একপাশে পেতে রাখা ফরাশে জড়ো হচ্ছে অতিথিদের আনা উপহারের স্তূপ।

প্রথমে চূড়ান্ত অবাক! তারপর অপমানে টকটকে লাল হয়ে লন ছেড়ে দৌড়ে বাংলোয় ঢুকলেন মেমসাহেব। এতক্ষণ অনেক কষ্টে চেপে রাখা রাগ ওঁর চোখ ফেটে জল হয়ে বেরিয়ে এল। সাহেবের স্টুডিওতে ঢুকেই তিনি হাহাকার করে উঠলেন। চেয়ার টেবিল ঠেলাঠেলি করে বের করতে গিয়ে কোনও অপটু লোকের হাত লেগে তিনটে মূর্তি মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে আছে। আর সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যেই দু'টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে তাঁর স্নেহময় পিতার দেওয়া উপহার সেই পোড়ামাটির ফুলদানিটাও!

(৩)

এরপর অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেছে। কিশোর বিকুও বড় হয়ে তারপর বুড়ো হয়ে গেছে। তবুও ও এখনও ভুলতে পারে না দৃশ্যটা। দরজার কাছে এসে সে-ও তো একটা মূর্তিই হয়ে গেছিল সেই রাতে।

স্টুডিওর খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো তেরছা হয়ে মাটিতে এসে পড়ছে। সেই আলোর মাঝে বসে মেমসাহেব একে একে তাঁর গায়ের গয়নাগুলো খুলে ফেলে দিচ্ছেন মেঝেতে। ওঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু। ফোঁটাগুলো দ্রুত শুষে নিচ্ছে মেমসাহেবের কোলে শুয়ে থাকা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাওয়া নিষ্প্রাণ সেই মাটির ফুলদানি। এক পলক দেখলেই বোঝা যায় যে সাদামাঠা বস্তুটার মধ্যে কোনও জাদুই আর অবশিষ্ট নেই।

জাদুর পরশ? সত্যিই কি কখনও ছিল? থাকে আদৌ? নাকি পার্থিব সব চাওয়ার বাইরে ভালোবাসা নামক অলীক অনুভূতি হয়েই ও বেঁচে ছিল শুধু? সব ক্ষয়ে গিয়েও যা রয়ে যায় অমলিন।

আনস্মার্ট হলেই বিপদ

তেরোর পাতার পর

বাড়িতে, রাস্তায়, অফিসে, রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে, সিনেমা দেখতে গিয়ে - সর্বদা ঘাড় গুঁজে হাতের যন্ত্রটির দিকে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকিয়ে থাকা এক প্রজন্ম, যারা মাঠে খেলতে যায় না, লাইব্রেরিতে যায় না, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলে না, প্রতিবেশীরা কেমন রয়েছে জানে না, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে তাঁদেরই হাজার হাজার 'ফ্রেন্ড'। এইভাবে স্মার্টফোন ও নেটপ্যাক হয়ে উঠল আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ – চাল, ডাল, তেল, নুনের মতোই কিংবা হয়তো তার থেকেও বেশি। কর্পোরেট অফিসের বড়বাবু থেকে বস্তিবাসী দিনমজুরের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারেও নেটপ্যাকের জন্য টাকা আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়।

অনেকেই বলবেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার কি উন্নতি হয়নি? এখন কি নামমাত্র খরচে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে কল করা যায় না? এক ক্লিকে টাকা পাঠানো যায় না দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে? হ্যাঁ, অবশ্যই যায়, কিন্তু সর্বত্রই কি যোগাযোগ ব্যবস্থার এতটাই উন্নতি ঘটেছে? আজও এই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড় সহ একাধিক এলাকা রয়েছে যেখানে মোবাইল সিগন্যাল এখনও পৌঁছায়নি, আদৌ

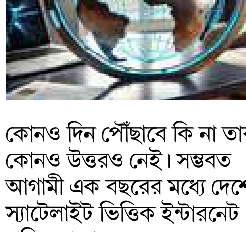

কোনও দিন পৌঁছাবে কি না তার কোনও উত্তরও নেই। সম্ভবত আগামী এক বছরের মধ্যে দেশে স্যাটেলাইট ভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হবে, সেক্ষেত্রে হয়তো দুর্গম গিরি কান্তার মরু – সর্বত্রই মোবাইল নেটওয়ার্ক মিলবে, কিন্তু সেই পরিষেবা পেতে গেলে যে মূল্য দিতে হবে, তা দেশে প্রান্তিক অঞ্চলের বাসিন্দারা পোষাতে পারবেন তো? প্রশ্ন সেটাই।

জীবনে যেন

তেরোর পাতার পর

ফলে লাভ 'সার্ভিস প্রোভাইডকারী' সংস্থার। কোনওভাবে একবার 'মার্কেট' ধরে নিতে পারলেই হল। কয়েক বছর আগে, বিনে পয়সায় নেটের লোভ দেখিয়ে, সারা দেশের অধিক সংখ্যক মানুষকে, নিজেদের দিকে নিয়ে আসার ইতিহাস তো এখনও পুরোনো হয়নি!

ফলে 'রোটি কাপড়া অউর মকান'-এর সেইসব দিন আজ অতীত। প্রয়োজন একটিই। আর সেই দরকার মেটাতে অন্য সবকিছুকে জলাঞ্জলি দেওয়াটাও দোষের নয়। গতি এখন শুধু রাস্তায় নয়। ৪জি, ৫জি ইত্যাদির চক্করে সে যেন হাতের মুঠোয়। সেই গতিকে সম্বল করেই সভ্যতা তাই এগিয়ে চলছে। নিজের মতো। অন্তহীন।

নাতির ফোন রিচার্জ করে স্বস্তি

তেরোর পাতার পর

কী কারণে চাইছেন জিজ্ঞেস করতেই তিনি একগাল হাসি হেসে বললেন, 'বড় ছেলের ঘরে দুই নাতি আর ছোট ছেলের ঘরে এক নাতনি। দুই ছেলে তাদের ছেলেমেয়েদের আর মোবাইল রিচার্জ করে দিতে চাইছে না।' চাল ডাল জোগাড় করতেই যেখানে গরিব পরিবারের উপার্জনকারীকে সকাল থেকে রাত অবধি মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, সেখানে একই পরিবারে পাঁচ-ছয়টি মোবাইল ফোন রিচার্জ করা রীতিমতো বিলাসিতা এবং অযৌক্তিক। এসবই ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি মাসি মূর্তির মতো দাঁত বের করে হাসছেন। হাতে এক মাসের টাকা আগাম পেতেই তার মুখের হাসিটা অন্যরকম হয়ে গেল। মাসি চলে যাওয়ার পর ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করলাম। বুঝলাম, পরিবারে যতই অভাব থাকুক, নাতি-নাতনির মন খারাপ করে থাকাটা ঠাকুমা হিসেবে মাসি সহ্য করতে পারেননি। চাল–ডালের চেয়ে এখানে নাতি-নাতনির মোবাইল রিচার্জের আবদারটা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যে পরিবারে দুই ছেলে ও তাঁদের স্ত্রীরা উপার্জন করার পরও বৃদ্ধ মাকে সংসারে সাহায্য করার জন্য লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে হয়, সেই পরিবারের সমষ্টিগত উপার্জন কত তা বোধকরি আন্দাজ করতে অসুবিধে হবে না। আর বর্তমান আধুনিক সময়ে এমন একটি পরিবারেও স্মার্টফোনের আসক্তি নির্দ্বিধায় থাবা বসাতে পারে।

সকাল সকাল বাজারে যাচ্ছিলাম। মাঝপথে হইচই শুনে থমকে দাঁড়ালাম। একটা খাবারের দোকানের সামনে মানুষ ভিড় করেছে। কী হয়েছে তা জানার জন্য এগিয়ে গেলাম। একটি বছর ষোলোর ছেলে দোকানটা থেকে টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। ভিড়ের মধ্য থেকে এক-দুজন ছেলেটিকে থাপ্পড় মারছে। আবার ওই ভিড়েরই একটা বড় অংশ ছেলেটাকে মারতে না বলছে। ছেলেটির চোখেমুখে অপরাধবোধ ও অনুতাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো সেটা দেখতে পেয়েছে বলেই ছেলেটিকে মারতে না বলছে। ভিড়ের ভেতর নানা মানুষের কথা থেকে বুঝলাম, ছেলেটি মোবাইল রিচার্জ করার জন্য টাকা চুরি করেছে। দোকান মালিক একটু নরম প্রকৃতির হওয়ায় পুলিশে খবর না দিয়ে ছেলেটির বাড়িতে ফোন করলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝে আবার বাজারের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। বাজারের ব্যাগভর্তি করে সময়মতো রান্নাঘরে না রাখতে পারলে আমার মতো ভুলোমনাকে একটা গোটা দিন গিন্নির গনগনে বাক্যবাণে জর্জরিত হতে হবে। কাজেই জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে শুধু একটাই ভাবনা মাথায় ঘুরতে লাগল। কী এমন পরিস্থিতির মধ্যে ওই ছেলেটি পড়ল যে সে চুরি করতে বাধ্য হল। তাও সামান্য মোবাইল রিচার্জের জন্য! এর পাশাপাশি একটা প্রশ্নও ভাবনার দখল নিল। নিম্নবিত্ত গরিব পরিবারের বাবা-মায়েরা কীভাবে মাসে মাসে তাঁদের সন্তানদের জন্য মোবাইল রিচার্জ করবেন? সংসারের নানাবিধ খরচের পাশাপাশি সন্তানের পড়াশোনোর খরচ সামলাতে যেখানে রোজ তাঁদের হিমসিম খেতে হয়, সেখানে স্মার্টফোনের রিচার্জ তাঁদের খরচের খাতায় 'গোদের উপর বিষফোড়া'।

একটু চোখ-কান খোলা রাখলে এরকম অনেক ঘটনার মুখোমুখি হব আমরা। অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে বর্তমান এই ওটিপির যুগে স্মার্টফোন ছাড়া চলাটা কার্যত অসম্ভব। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ স্মার্টফোন ব্যবহার করে শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য। আর গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের এই মনোরঞ্জনের জন্য যে রিচার্জ করতে হয় তার কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাস্ত হয় তাদেরই বাড়ির আর্থিক অপ্রতুলতা। নিম্নবিত্ত পরিবারে অনেক সময় মোবাইল রিচার্জ নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লেগে যায় এবং কখনো-কখনো তা চরম আকারও নিয়ে নেয়। এর খারাপ প্রভাব পড়ে তাদের সন্তানের ওপর। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই আধুনিক যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মোবাইল রিচার্জ একটি অত্যাবশ্যক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালেও, নিম্নবিত্ত গরিব মানুষের কাছে এটা ক্রমশই মাথাব্যথার একটা কারণ হয়ে উঠছে।

আমার ব্যালেন্স

তেরোর পাতার পর

কম খরচে বাইশ দিনের টপ আপে দৈনিক এক জিবি ডেটায় অনেকেরই চলে না এবং মাসের মধ্যে আবার ব্যালেন্স নিতেই হয়। মাসে কেটেকুটে অন্তত আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা একটা সিমের জন্য লাগলে চারজনের পরিবারের চারটি ফোনে মাসিক হাজার বারোশো বরাদ্দ আবশ্যক আর দুটি সিম ব্যবহার করলে খরচও দুনো।

ব্যবসায়িক কারণেই ফোনগুলিতে দুটি করে সিম কার্ড ব্যবহার করার অপশন থাকায় একটির নেটওয়ার্ক কাজ না করলে সমস্যায় পড়বেন ভেবে জরুরি ব্যবস্থার মতো বেশিরভাগই মানুষ দুটি কার্ডই ব্যবহার করে বলে ব্যালেন্সও বেড়ে যায় তাই।

মনোবিদরা জানাচ্ছেন, প্রতিনিয়ত ফোন ব্যবহার স্নায়বিক উদ্দীপনা বাড়ায় এবং নানা নোটিফিকেশন, সোশ্যাল মিডিয়া বা গেমের মতো বিভিন্ন বিষয় মনোযোগকে নানা দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ক্রমাগত মনোযোগের স্থান পরিবর্তন এবং বিরতিহীন তথ্য গ্রহণ মনোনিবেশ ক্ষমতা কমায়।

কাজেই মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কাজে মনোযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইম ঘুম কমায় যা মনোযোগের ওপর প্রভাব ফেলে। হিসেব কষা, মনে রাখা, সবকিছুতেই ফোননির্ভর হওয়ায় মগজের ক্ষমতা কমে এবং এইসব কারণগুলিই আমাদের স্মৃতিশক্তি কমায় ও বিষাদগ্রস্ততা বাড়ায়।

জলের ফোঁটায় বেড়ে ওঠা তৃষ্ণার মতো এসব ক্ষতির বাড়তি রিচার্জে আমরা বাধ্য কারণ কর্পোরেট দুনিয়ার লাভ আমাদের বাঁচার ধারণাকেই বদলে দিয়েছে।

স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে মনঃসংযোগ কমে কাজের ক্ষতি হয় বলেই ইদানীং বিদেশি রিসার্চ স্কলার ও গবেষকরা অনেকে ফোনের ব্যবহার সীমিত করছে বা বন্ধ করছে।

অথচ তৃতীয় বিশ্বের আমরা নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থাতেও রিচার্জের খরচ বাড়াচ্ছি দিনকে দিন। যেন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে এই স্মার্টফোন ও তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের চাইতেও জরুরি চাহিদা হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে এই নেশা।

মধুবাবু স্যারের সেই দাদুর আফিমের মতো চাল, ডালের চাইতেও বড় হয়ে উঠছে রিচার্জের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও হাপিত্যেশ। স্বতঃস্ফূর্ত যাপন আমাদের ক্রমেই ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে নিরন্তর ফোন ব্যবহার ও তার বেড়ে ওঠা ব্যালেন্সের দীর্ঘতর চাহিদায়।

ডুবুরি

রিমি মুৎসুদ্দি

শীতকালে বিশের কাজ করতে সুবিধা হয়। লাশ জলের ওপরে ভেসে ওঠে। এখন এই গরমের সময়ে জল বড় বেশি ঘোলা। মেয়েছেলেটা গঙ্গার কোন খাঁজে যে ঢুকে আছে? চারদিন ধরে গোরুখোঁজা খুঁজেও ওরা কেউই পায়নি।

শোভাবাজার ঘাট বিশের জন্য খুব পয়মন্ত। ওখান থেকে কাজ শুরু করলে কিছু না কিছু প্রাপ্তি ওর কপালে জুটে যায়। কেবল নন্দর শরীরটা তুলে আনার পর ওর মায়ের ওই চিৎকার করে মূর্ছা যাওয়া দেখে বিশের কঠিন প্রাণও সেদিন আর পয়সা চাইতে পারেনি। নিমতলা থানার সুবীরবাবুকে মনে করিয়ে দিলেও বলে,

–'পার্টি পয়সা দেয়নি। তোদের দেব কোথা থেকে? আমার পকেট থেকে?'

সুবীরবাবুকে ঘাঁটাতে বিশের সাহস হয় না।

জলে নেমে বিশের মনে হল কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? চারদিন হয়ে গেল লাশের টিকিও মিলল না? এইবারের পার্টি বেশ মালদার। ওদের পনেরোশো দেবে বলেছে। তরুণী মেয়ের লাশ। স্বামীটাও অল্পবয়সি। স্বামীটা রোজ এসে ঘাটে বসে থাকে। বিশুর মনে হত লাশটা পেলে লোকটা হয়তো ইনসুরেন্সের অনেক টাকা পাবে। লাশ না পেলে লোকটার পুরো টাকাটাই মার যাবে?

জলের আরও একটু গভীরে যেতেই ওর প্রায় গা ঘেঁষে একটা শাল মাছ চলে গেল। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে বিশু আজ। সেবার ওদের দলের চঞ্চলকে এরকমই একটা বড় শাল কাঁটা মেরেছিল। একেবারে চোখ নাক টিপ করে কাঁটা! সেপটিক হয়ে ওর চোখের সামনেই চঞ্চল মারা গেল। বিশু বিড়বিড় করে বলল,

–'আরে শালা! বহুত জোর বেঁচে গেছি আজ। মা গঙ্গার কিরপা।'

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে একচোখ টিপে বলল,

–'চঞ্চলদা এখনই আসছি না তোমার কাছে। আমার হেবি কাজ বাকি আছে।'

দূর থেকে একটা লঞ্চকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বিশু বাগবাজারের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল। মনে মনে বলল,

–'শালা, আজ দিনটাই মাইরি হেবি খারাপ। শালের কাঁটা থেকে বাঁচলাম তো জাহাজের প্রপেলার আসছে। একেবারে দুই নয় চার টুকরো করে ফেলবে।'

দ্রুত সাঁতরাতে গিয়ে মুখে জল চলে গেল ওর। একদলা থুতু জলের মধ্যে ফেলে বলল,

–'কেন রে মা? এমন করিস কেন? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস মেয়েটারে? আজ এনে দে। তোর পায়ে পড়ি। একটা কাঁচা টাকা দেব তোর বুকে। বাবারে সিদ্ধি বেটে দিয়ে সোহাগ করিস?'

জাহাজটা শোভাবাজার ঘাটের দিকেই যাচ্ছে। বিশুর সাঁতারের অভিমুখ বাগবাজারের দিকে। সাবির অসুখটা বাড়লে বিশু গঙ্গার কাছে এরকমই মানত করে। এক টাকায় সিদ্ধি পাওয়া যায়। সেই টাকায় সিদ্ধি কিনে মা গঙ্গা শিবকে বেটে খাওয়াবে। আর স্বর্গের সুখ ছেড়ে সিদ্ধির টানে মর্ত্যের কাদা মাটি ঘোলাজলে নেমে আসবে শিব। এমনই বিশ্বাস বিশুর দাদির।

সেই কোন ছোটবেলা দাদির কাছে শিবগঙ্গার প্রেমকাহিনী শুনেছিল বিশু। শিব গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিল দেবতাদের কোনও এক উৎসবে রান্না করার জন্য। গঙ্গার স্বামী বলেছিল, যদি সূর্যাস্তের আগে গঙ্গা ঘরে না ফেরে তাহলে বৌকে আর ঘরে রাখবে না। দেবতাদের উৎসব কি মুখের কথা? গঙ্গা রান্নাবান্না সেরে সব কাজ গোছাতে গোছাতে এত দেরি করে ফেলল যে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। শিব গঙ্গাকে ফিরিয়ে দিতে এলে তাঁর স্বামী কিছুতেই ঘরে নেবে না। শিব তখন তাঁর জটায় গঙ্গাকে আশ্রয় দিলেন। তারপর আবার ঘরের বৌ দুর্গার জন্য রাখতেও পারলেন না। জটা খুলে মর্ত্যে ভাসিয়ে দিলেন গঙ্গাকে।

সাবির সঙ্গে বিশু যখন থাকে ওর মনে হয় সাবিও পুরুষ সঙ্গের আশায় এমন চাতকের মতো অপেক্ষা করে। চামেলি পদ্মা রোজি আমিনার মতো যে কোনও পুরুষ সঙ্গতেই সাবি আনন্দ পায় না। ওটা ওর পেটভাতা। ওতে ওর শরীরে এই গঙ্গার মতোই কাদাপাঁক নোংরা থুতু কফ পেচ্ছাপ জমতে জমতে শ্যাওলা আর পচা পাঁক হয়ে যায় ভেতরটা।

সাবির জীবন এত ছোট হয়ে এল যে সেখানেও এই গঙ্গার মতোই পাকের শুরু নেই শেষও নেই। বিশু তবুও চায় ও একাই একদিন সব ঠিক করে দেবে।

ওর চাওয়া আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক অনেকখানি বেড়ে গেলে বিশু আর হরির দোকানে লাল চা ডিম টোস্ট খেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ভোর থাকতে গঙ্গার ঘাটে চলে আসে। কাদামাটির ফাঁকে মানুষের ফেলে যাওয়া

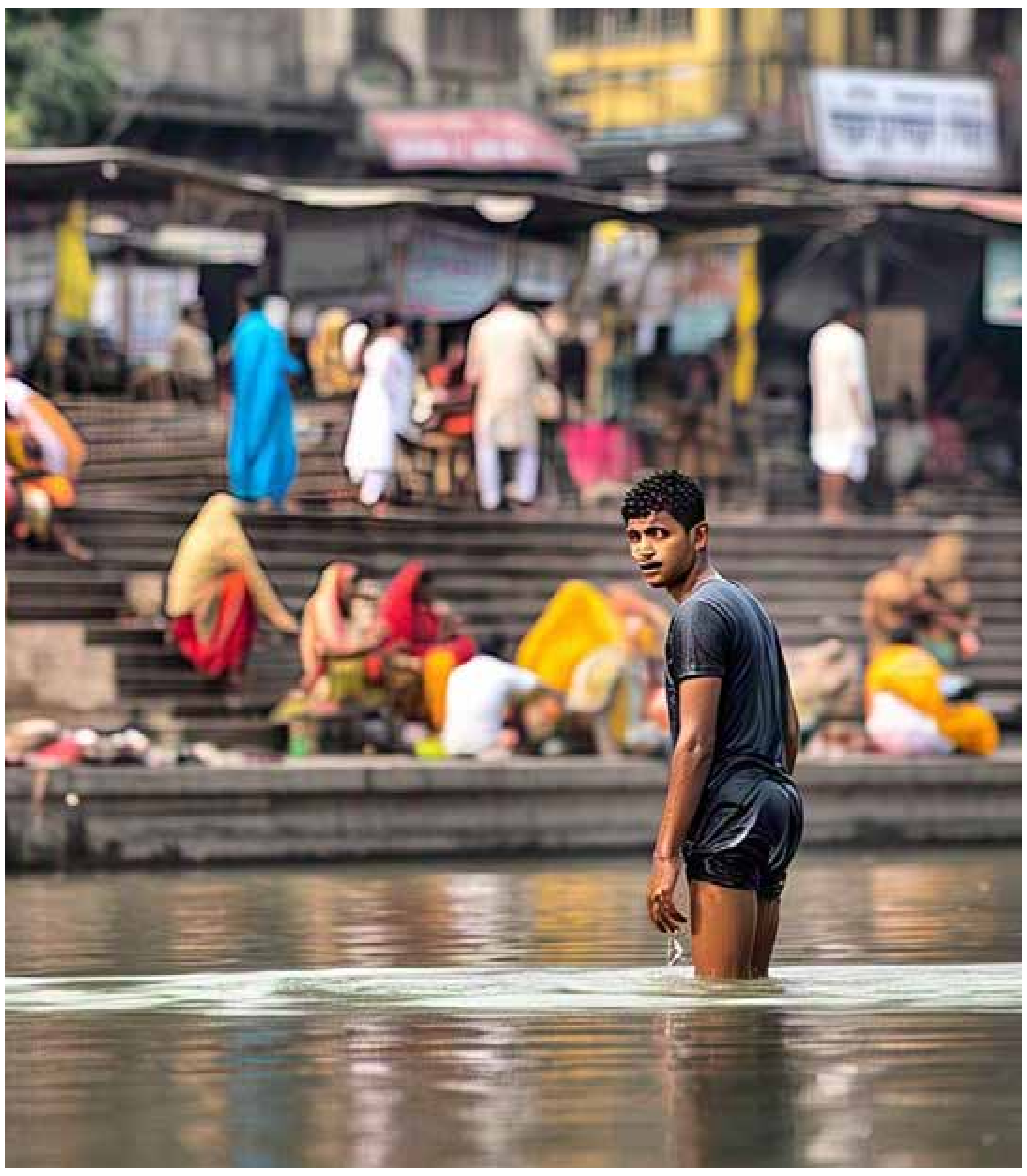

পয়সা কুড়ায়। সাবির বুকে যে ভয়ানক অসুখ জমেছে তার চিকিৎসার এক অংশও সেই কুড়ানো পয়সায় সম্ভব নয় জেনে আবার ডেনড্রাইটের নেশা করে সাট্টার ঠেকে যায়। ডাক্তার বলেছে,

–'ব্রেস্ট ক্যানসার এখন সম্পূর্ণই সেরে যায়। তবে দেখতে হবে আর কী কী অসুখ জমেছে। খরচ আছে কিন্তু সেরে যাবে।'

কোথা থেকে পাবে বিশু খরচের টাকা?

বাগবাজার ঘাটে সন্ধ্যা আরতির পর বিশু তখন জলে নামতই না। সুবীরবাবু বকশিশের কথাটা নিজে মুখে বলায় ও নেমেছিল। লাশ খুঁজে দিয়ে বকশিশ ছাড়াও একটা কানের সোনার দুল ও পেয়েছিল। সেদিন সাবির ঘরে বসে লাল লাল খাসির মাংস দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে ও সাবিকে নিয়ে ঘর বাঁধবে কথা দিয়েছিল। এমন আরও অনেক কথা ও সাবিকে দিয়েছে। ওকে চিকিচ্ছে করিয়ে সুস্থ করে তুলবেই। সাবি বাঁচতে চায়। আবার কাঁদেও।

সাবি মাথা নীচু করে। বিশু সেদিন ভাতের গরাস ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে

–'তোর এই রোগ আমি সারাবই। আর কিছু দরকার নেই। তুই পাশে থাকলেই আমার সুখ। আমার শরীর মন সব জেগে থাকবে।'

সাবি আবার হাসে। বলে,

–'নন্দা বলছিল তুই আর বিশু এ যুগের রাধা আর কেষ্ট ঠাকুর।'

বিশু হাসে না। কেবল শুধরে দেয়,

–'না। শিবগঙ্গা।'

বাগবাজার ঘাটের দিকেই প্রায় চলে এসেছে ও। আজ এত বেশি সাঁতার কেটেছে যে হাত-পাগুলো কেমন অবশ লাগছে। জলের বেশি তলায় চলে আসেনি তো ও?

বিশু জানে জলের তলায় চাপ এত বেশি যে নাক মুখ দিয়ে এখুনি রক্ত বেরোবে। ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর চার মিনিটেই মারা যাবে। তাড়াতাড়ি উপরের দিকে চলে আসে। কীসে যেন পা ঠেকল। একটা ভারী কিছুই হবে। একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া একটা মানুষের পা। নীচের দিকে নয় ওর এখন উপরেই উঠে আসা উচিত। তবুও মানুষটার শরীর ওকে টানছে। বিশু প্রথমে বুঝতে পারল না এটা একটা মেয়ে মানুষের শরীর না ব্যাটাছেলের। মুখটা ফুলে ঢোল হয়ে আছে। চেনা যাচ্ছে না। সৌমিতবাবু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হরির চায়ের দোকানে এসে কান্নাকাটি করছিলেন। বলেছিলেন,

–'ভাই, পুলিশ যেমন খুঁজছে খুঁজুক। তুমি পুলিশের তরফ থেকে কী পাবে আমি জানি না। বিদিশাকে খুঁজে দিলে আমি নিজে তোমাকে বাড়তি টাকা দেব। ওর বাড়ির লোক বলছে আমিই খুন করেছি বিদিশাকে। আমিই ওকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছি। সে যে

ছোটগল্প

বিশু জানে জলের তলায় চাপ এত বেশি যে নাক মুখ দিয়ে এখুনি রক্ত বেরোবে। ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর চার মিনিটেই মারা যাবে। তাড়াতাড়ি উপরের দিকে চলে আসে। কীসে যেন পা ঠেকল। একটা ভারী কিছুই হবে। একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া একটা মানুষের পা। নীচের দিকে নয় ওর এখন উপরেই উঠে আসা উচিত। তবুও মানুষটার শরীর ওকে টানছে।

যা বলে বলুক। থানা পুলিশ কোর্ট জেল যা হয় আমার হোক। বিদিশাকে খুঁজে পেতেই হবে। ও আমাকে বাপের বাড়ি যাবে বলে বেরিয়ে এরকম লঞ্চ থেকে ঝাঁপ দিল কেন এর উত্তর আমাকে জানতেই হবে।'

বিশু ভেবেছিল উত্তর দেয়,

–'মরা মানুষের কাছে উত্তর কী করে পাবেন বাবু?'

ওর উত্তর দেওয়ার আগেই সৌমিতবাবু বললেন,

–'পাঁচ বছরে ওকে আমি ছেলেপুলে দিতে পারিনি। দুজনেই কতবার পরীক্ষা করালাম। ডাক্তার বলছে, দুজনেরই সব ঠিক। বিদিশা বলল, ওর বাচ্চাকাচ্চার প্রয়োজন নেই। শুধু আমি থাকলেই ওর সব। আমিও কি একইভাবে ভাবতে পারতাম না? অফিসে পারমিতা কত রকমের ইশারা করত। কোনওদিন সাড়া দিইনি। সেবার আমার অন্যমনস্কতায় লেজারে বিরাট ভুল করে ফেললাম। পারমিতাই সব ঠিক করল। বসের সঙ্গে ওর অন্যরকম সমঝোতা। পারমিতা আমার চাকরিটা বাঁচিয়ে দিল। তাই ওর চাহিদা পূরণ করতেই সেদিন দুপুরে বাড়িতে ডেকেছিলাম ওকে। সৌমিতা এই সময়ে স্কুলে থাকে। ও যে হঠাৎ করে ফিরে আসবে আর ওর কাছে থাকা চাবি দিয়ে দরজা খুলে ওই দৃশ্য...'

দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে সৌমিতবাবু বলেছিল অনেক কথা।

বিশু লাশটার গায়ে জমে থাকা শ্যাওলা দেখতে পেল। ওর মনে পড়ল, সেদিন সৌমিতবাবুর হাবভাব ভালো লাগছিল না। বিশুর সঙ্গে খুঁজবে বলে জলে নামতে চাইছিল বারবার। বুকে সাহস আনতে ওর থেকে একটা পুরো বাংলার বোতল কিনে নিয়েছিল। বোতলটা অবশ্য ধারে হরির কাছ থেকে ওর নেওয়া।

সেদিন সাবি আর সৌমিতবাবুকে একইরকম অসহায় মনে হচ্ছিল বিশুর। দুজনেই পেটের জন্য...

বিশু দেখতে পেল লাশটার হাতে ওর দেওয়া সেই বাংলার খালি বোতল! ও চমকে উঠল। আর নীচে নামতে পারছে না ও। এবার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। উপরে ওকে উঠে আসতেই হবে। বিশু অনুভব করল ওর নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

জ্ঞান ফিরলে দেখল, ও বাগবাজার ঘাটের মেঝেতে শুয়ে। ওকে ঘিরে যারা আছে তাদের মধ্যে ভোলা হরি সুবীরবাবু ও আরও অনেককেই ও চিনতে পারল। কিন্তু নিমেষে মুখগুলো সব ঘোলাটে লাগছে। পেটের ভেতরটা কেমন গুলিয়ে আসছে। বমি করতে পারলে ভালো হত। চোখ দুটো প্রাণপণ খোলার চেষ্টা করছে ও। দু'চোখের পাতায় যেন আঠা জড়ানো। সৌমিতবাবু আর ওঁর বৌয়ের লাশ দেখেও ও তোলেনি। সে কি কেবল সৌমিতবাবুর বৌয়ের গলার সোনার হারটুকুর লোভে? হ্যাঁ, লোভ ওর আছে। কিন্তু হারটা নিলেও ওর লোভ হারের প্রতি নয়। সাবিকে ভালো করে তুলবে বলে লাশ দুটো না তুলে কেবল হারটাই টেনে তুলতে অত নীচে ও ডুব দিয়েছিল।

চোখের পাতা সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার আগে সাবির মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে ওর। অথচ ওর চোখের সামনে একটা শ্যাওলা মাখা পোকায় খাওয়া লাশ আর তার গলায় চকচক করছে একটা সোনার হার। বিশে ডুবুরি আর কিছুই দেখতে পেল না।

আয় মন বেড়াতে যাবি

ঘরের কাছে বিদেশ থাকলে মজাই আলাদা

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ছোটবেলা থেকেই আমার অবুঝ মন একটা স্লোগানে খুব আপ্লুত হয়ে উঠত, "তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম"।

ভিয়েতনামে নেমে প্রথমেই যাই কু-চি টানেল দেখতে।

ছিমছাম সাজানো-গোছানো সুন্দর শহর হো চি মিন সিটির রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাস।

আমরা যেখানে যাচ্ছি, কী সেই কু-চি টানেল? আসলে মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ভিয়েতনামের মুক্তিকামী ভিয়েতকং গেরিলারা মাটির নীচে সেসময় সুড়ঙ্গ কেটে বানিয়ে ফেলেছিল অনেক শহর। তারই একটি হো চি মিন সিটির কাছেই ঘন জঙ্গলে অবস্থিত কু-চি। পর্যটকরা অনেকেই সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে প্রবেশ করলেন আবার বেরিয়েও এলেন। রাতে আমাদের হো চি মিন সিটি ঘুরে দেখার পালা। শহরে প্রচুর দোকানপাট, বড় বড় বিপণনকেন্দ্র। টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে এবার আমাদের গন্তব্য ওয়াকিং স্ট্রিটে।

কী আছে সেখানে? বিউটি পার্লার বার পাব মেসেজ পার্লার আর নাইট ক্লাব। চারদিকে স্বপ্নরঙিন স্পটলাইটের ঝলকানি, ডিজে-তে ভেসে আসা পাশ্চাত্য যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে চড়া মেকআপের স্বল্পবসনা তন্বী তনয়াদের একটানা নেচে চলা। বুঝতে অসুবিধা হয়, এটা ব্যাংকক না কমিউনিস্ট ভিয়েতনামের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হো চি মিন সিটি! কমিউনিজমের কচকচানি ছেড়ে বিদেশি পর্যটক টেনে আনতে আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি ভিয়েতনাম সরকার। তাই পর্যটনশিল্পে কোটি কোটি ডলার আয় করছে ভিয়েতনাম। সবকিছু দেখেশুনে স্বপ্নমেদুর হয়ে ডিনার সেরে ফিরে এলাম হোটেলে।

দ্বিতীয় দিন গন্তব্য মেকং নদীর তীরে। ট্যুরের নাম "মেকং ডেল্টা"। হো চি মিন সিটি থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার। ঘণ্টা দেড়েক চলার পর বাস গিয়ে দাঁড়াল ১৯ শতকে নির্মিত একটি প্যাগোডার সামনে। নাম ভিন-ত্রাং। সেখান থেকে সোজা নদীর ঘাটের কাছে গিয়ে থেমে গেল আমাদের বাস। স্পিড বোট দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সবাই বসে পড়লাম সিটে। প্রায় মিনিট ২৫ চলার পর আমাদের নৌকো এসে থেমে গেল একটা ছোট্ট দ্বীপে। দ্বীপের নাম 'কোকোনাট আইল্যান্ড'। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট ছোট কোকোনাট প্রসেসিং কারখানা। নারকেল থেকে তৈরি হচ্ছে ক্যান্ডি

ও নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার। দোকানের সারি পার হতেই সবুজ শস্যখেত, প্রচুর ফলের বাগান, মৌমাছি পালনের ছোট ছোট ফার্ম এবং মৎস্যজীবীদের গ্রাম। একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম বেশ কিছু রেস্তোরাঁ। এমনই একটাতে গিয়ে আমাদের সবাইকে বসতে বললেন গাইড। প্রথমে এল এক কাপ করে 'হনি টি'। তারপর ওয়েলকাম সং। একই পোশাকে সজ্জিত হয়ে একদল তরুণী হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে ওই অঞ্চলের লোকসংগীত গাইতে শুরু করে দিল। এরপর এল নানা রকমের ফল দিয়ে সাজানো একটি করে ডিশ।

পরদিন যাব দানাং। সওয়া ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম দানাং বিমানবন্দরে। দক্ষিণ দানাং-এর 'এনগু হান সন' জেলায় অবস্থিত মার্বেল এবং চুনাপাথরের পাহাড়। যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য গুহামূর্তি এবং বেশ কিছু প্যাগোডা। এরপর আমরা চলে গেলাম লিন-উন-সন-ট্রা প্যাগোডা দেখতে। পরম্পরাগত ও আধুনিক ভিয়েতনামি স্থাপত্যের মিশ্রণে নির্মিত এই প্যাগোডাটি এখন গোটা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। এবার আমরা প্রবেশ করলাম দানাং-এর মার্বেল ভিলেজে। এখানে মার্বেল পাথর কেটে কেটে নিখুঁত শিল্প সুষমায় অসংখ্য দেবদেবী এবং প্রাণীর মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। তবে দাম আকাশছোঁয়া।

দানাং-এর কাছেই 'হই অ্যান' নামে একটা পুরোনো শহর। শহরটিজুড়ে ভিয়েতনাম, চিন এবং জাপানি স্থাপত্যের এক অদ্ভুত সমাহার। স্নিগ্ধতায় ভরা এ শহরের প্রকৃত নির্যাস পেতে হলে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে। সন্ধে নেমে এল। আমরা ফিরে চললাম হোয়াই নদীর তীরে "লণ্ঠন স্ট্রিটে"। সন্ধ্যা নামতেই আলোর মূর্ছনায় মোহময়ী হয়ে উঠেছে সেই রাস্তা। রাস্তার এক দিকে প্রচুর সাজানো দোকান আর অন্যদিকে নদী। নদীতে রঙিন মায়াবী আলোয় চলছে পর্যটকদের নৌবিহার।

পরদিন লক্ষ্য "বানা হিলস"-এ। সৈকতের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা বানা পর্বতে ওঠার জন্য কেবল কার স্টেশনে পৌঁছে উঠে বসলাম কেবল কারে। কাচের কেবিনে বসে বিস্তীর্ণ সবুজ বনভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম গোল্ডেন ব্রিজে। বিশাল আকারের দুটো হাতের মধ্যে নির্মিত এই ঝুলন্ত সেতু দেখতে গোটা পৃথিবী থেকে অসংখ্য পর্যটক ছুটে আসেন বানা হিলস-এ। অসময়ের মেঘ থেকে বৃষ্টি এড়াতে ছত্রপতি হয়েই ফোটোসেশন করে নিতে হল! পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য সফেন ঝরনাধারা আর নীল আকাশে থরে থরে সাজানো শ্বেতশুভ্র মেঘমালার নীচে বিস্তীর্ণ দানাং শহর। এখানেই আমাদের দানাং ট্যুরের সমাপ্তি।

রাতটা হোটেলে কাটিয়ে সকালে আমরা রওনা দিলাম "নিন-বিন" প্রদেশের উদ্দেশে। আমাদের বাস এসে থামল "ট্রাং এ্যান" বলে একটা জায়গায়। চারদিকে পাহাড় মধ্যখানে একটা প্রাকৃতিক লেক। ছোট ছোট ডিঙি নৌকো দাঁড়িয়ে আছে পাড়ে। একটি নৌকায় গিয়ে বসলাম। মহিলা মাঝি, দাঁড় বাইছেন পা দিয়ে! কখনও পাহাড়, উপত্যকা, সবুজ শস্যখেতের পাশ দিয়ে লেক প্রদক্ষিণের পর নৌকো ফিরে এল ঘাটে। এবার বাসে চেপে সোজা চললাম সাত কিলোমিটার দূরে নিন-বিন প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী হোয়া-লু শহরে একদা রাজাদের আরাধনার জন্য নির্মিত কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরগুলো দেখতে।

এরপরে হা-লং বে-তে। 'বে' মানে উপসাগর। পাহাড়ে ঘেরা এই প্রাকৃতিক উপসাগরটি দু'বার ইউনেসকোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানে পৌঁছানোর পরেই আমরা ক্রুজে চেপে বসলাম। আমাদের ক্রুজের নাম ' আমান্ডা প্রিমিয়ার'। দুপুর ১২টায় হ্যানয় থেকে আমাদের ক্রুজ ছেড়ে দিল। ক্রুজেই বুফে লাঞ্চ পরিবেশিত হল। চুনাপাথরের দ্বীপ, ভাসমান গ্রাম অতিক্রম করে চলতে চলতে আমরা পৌঁছে গেলাম ছোট্ট একটা জেটিতে। সেখানে বেশ কিছু ছোট নৌকো দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের গুহার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ঘুরতে ঘুরতে সেই বোট আমাদের সোজা নিয়ে চলে গেল টিটপ দ্বীপে। বিকেলে আমরা সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখার জন্য আবার ফিরে এলাম ক্রুজে। বিকেল সওয়া পাঁচটা থেকে শুরু হয়ে গেল সানসেট পার্টি। এরপর ডিনার।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ আবার ছোট নৌকায় চেপে ' সাংসট' গুহায় আশ্চর্য ভ্রমণে। দেড় ঘণ্টার নৌভ্রমণ শেষে ক্রুজে ফিরে এসে স্নান সেরে মালপত্র গুছিয়ে আমরা সবাই গিয়ে বসলাম লাঞ্চ টেবিলে। ক্রুজ ছেড়ে দিল হ্যানয়ের উদ্দেশে। এবার রাতের হ্যানয়। বড় বড় মল, ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট, ঝলমলে আলোতে সাজানো দোকানপাট, স্ট্রিট ফুডের হাব সব মিলিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শহর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়।

ভিয়েতনাম সফরের শেষ দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে প্রথমেই গেলাম ট্রেন স্ট্রিটে। ব্যাপারটা কিছুই নয়, একটা ট্রেন ঠিক শহরের মাঝখান দিয়ে চলে যাবে হ্যানয় থেকে সায়গন। দু'পাশে পাঁচ-ছয় ফুট দূরত্বে অসংখ্য বাড়িঘর। অসংখ্য পর্যটক প্রতিদিন সকাল থেকে হাপিত্যেশ করে বসে থাকে এই ট্রেনটি দেখতে। এই সুযোগে খাবার আর বিয়ার, হুইস্কি বিক্রি করে ফুলেফেঁপে উঠেছেন রেললাইনের দু'পাশের মানুষজন। গোটা ট্যুরের মধ্যে এটাই বোধহয় একমাত্র 'বোগাস' আইটেম! ওখান থেকে চলে গেলাম বা-ডিন স্কোয়ারে হো চি মিন মিউজিয়ামে। এখানেই সংরক্ষিত আছে গোটা ভিয়েতনামের ইতিহাসের আদিঅন্ত সবকিছু। পাশেই আছে হো চি মিন-এর সমাধি। বা-ডিন স্কোয়ারের একদিকে আছে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ, অন্যদিকজুড়ে রয়েছে ভিয়েতনামের সংসদ ভবন। চারদিকে অতন্দ্র প্রহরা। ভিয়েতনাম ভ্রমণ শেষ। ডিনার সেরে সোজা আবার হ্যানয়ের নৈ-বাই বিমানবন্দরে। বিদায় ভিয়েতনাম।

দীর্ঘ কবিতা

কাশ্মীর

সুবোধ সরকার

ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে বিষ
ছোটবেলা থেকে চেনানো হয়েছে ক্ষোভ
এত সুন্দর গোধূলি পহেলগাঁও
তার কাছে ছিল ঘুমন্ত এক স্টোভ।

ক্ষোভ জমে জমে গনগনে হল ঘৃণা
ঘৃণা জমে হল বিষাক্ত টক্সিন
রক্তে তখন মারণ সেন্টিগ্রেড
মনে যারা দীন, মননেও হয় হীন।

কেউ কোনওদিন গোলাপ দেয়নি ওকে
কারও হাত থেকে নেয়নি কখনও ফুল
ছোটবেলা থেকে বুলেট চেনানো হল
ইনস্যাস আর রাইফেলে মশগুল।

স্বর্গকে তার স্বর্গ হয়নি মনে
তার বুকে ঢেউ তোলেনি পহেলগাঁও
মেয়েদের দেখে কখনও বলেনি 'এসো
তোমরা আমাকে একটা গোলাপ দাও'।

সকালে বিকেলে শেখানো হয়েছে বুলি
'তুমি বিধর্মী, আমার শত্রু তুমি'
প্রশ্ন করোনি, প্রশ্ন করোনি কেন?
মানুষ মেরে কি পবিত্র হয় ভূমি?

বুলেট কখনও পারে না যা পারে প্রেম।
কালাশনিকভ পৌঁছে দিয়েছে ওরা
ওপরের থেকে নির্দেশ এল রাতে
'ঝর্ণাকে করো রক্ত মেশানো ঝোরা'।

প্রেমিক হলে না কেন? ভালোবাসা হল
গরম ভাতের সঙ্গে একটু নুন
যে সব প্রেমিক রাত জেগে চিঠি লেখে
তারা কোনওদিন করতে পারে না খুন।

রাইফেল হাতে স্বর্গে যায় না কেউ।
একবার তুমি ভালোবাসো, বলো 'এসো'
স্বর্গ নামবে তোমার পাষান বুকে
রাইফেল ছেড়ে একবার ভালোবেসো।

ছাব্বিশ কেন শত ছাব্বিশ মেরে
কেউ কোনও দেশে স্বর্গে যায়নি একা।
পালাবে কোথায়, এমন শাস্তি হবে
সহ্যের শেষ পৃথিবীতে হবে দেখা।

তোমার ভেতরে বড় হল বিষ গাছ
বিষ গাছে পাতা হয় না, ধরে না ফুল।
উপড়ে ফেলা কি যেত না ও-গাছটাকে
কাশ্মীর নয়, এটা তাহাদের ভুল।

এটা তাহাদের ধর্ম ধর্ম খেলা
এটা তাহাদের ধর্মের নামে হোলি
কীসের ধর্ম? ধর্ম কি ইনস্যাস
ধর্মকে দিয়ে ধর্মকে দিলে বলি?

এক মুহূর্তে হানিমুনে আসা মেয়ে
এক মুহূর্তে স্বামী হয়ে গেছে লাশ
কাশ্মীর থেকে কি নিয়ে ফিরবে বাড়ি?
একটা কফিন? ফুলে ঢাকা সন্ত্রাস?

মেয়েটি কি করে বলবে শাশুড়ি মা-কে
মা, আমি তোমার জন্য এনেছি ফুল
ফুলে ফুলে ঢাকা তোমার ছেলের দেহ
কেন যেতে দিলে? কেন হতে দিলে ভুল?

চাইলেই ঢাকা থাকে না সবটা ফুলে
রজনীগন্ধা কখনও কি কম পড়ে?
রাষ্ট্রকে বলি সরাও তোমার ফুল
এরকম যেন কোথাও কেউ না মরে।

গুলি খেতে পারি, দিতে পারি বুক পেতে
দেশের জন্য মার খেতে পারি, মারো
কফিন টানতে টানতে চলেছে মেয়ে
'ভারত মাতা কী জয়' বলতেও পারো।

কফিন টানতে টানতে চলেছে মেয়ে
কফিনে কি তার স্বামী নাকি তার দেশ?
আজ জনরোষ ভারতবর্ষ জুড়ে
'মারো জঙ্গিকে মেরে করে দাও শেষ?'

বিভাজন করে কখনও কি ভালো হয়?
হয় না হয় না, হয় ভয়াবহ ফল!
সীমান্ত দিয়ে যে দেশ বিষ পাঠায়
আমরা কি তাকে দেব সিন্ধুর জল?

ভারত কন্যা কফিন আনতে গেছে?
কফিন নিয়ে কি ফিরছে মেয়েরা বাড়ি?
যারা মারা গেল ধর্ম-শহিদ তারা
ইনস্যাস নিয়ে আর কি খেলতে পারি?

ইনস্যাস নয়, ইনসান থাক বেঁচে ।
ধর্ম-কে নিয়ে সব হবে তলে তলে?
যুযুধান দুই পক্ষের মাঝখানে
কফিন টানবে মেয়েরা চোখের জলে?

ধর্ম-কে মেরে ধর্ম যায় না মরে
ইনসানিয়াত বাঁচাবে কেমন করে?

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

ওই রাধিকা রক্তপ্রিয়া

পূর্বা সেনগুপ্ত

পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত শীলাবতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে গ্রেট ক্যানিয়ন গনগনি, যার জন্য গড়বেতা বিখ্যাত। অনেক প্রাচীন এই জনপথ। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় ব্যঞ্জনা যেমন আছে তার সঙ্গে বিরাজ করে মহাভারত যুগের প্রাচীন কাহিনী।

শোনা যায় এই অঞ্চলেই বকাসুরকে বধ করেছিলেন পাণ্ডব ভীম। তখন স্থানটির নাম ছিল বকদ্বীপ। বকাসুর মৃত হয়েছেন জেনে আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে উপস্থিত হয়েছিলেন এই অঞ্চলে। শ্রীকৃষ্ণর আগমনের সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির তাঁকে অভিনব উপায়ে অভ্যর্থনা করতে চাইলেন। সেই অভ্যর্থনার জন্য শ্রীকৃষ্ণের একটি বিগ্রহ তৈরি করা হল। সেই বিগ্রহই বগড়ীর কৃষ্ণরায়জিউ-এর মন্দিরে এখনও পূজিত হচ্ছেন।

এই বিগ্রহ স্থাপনার আরেকটি জনপ্রিয় ও ঐতিহাসিক কাহিনীও আছে। সেটিকে পাশে রেখে আমরা এখন মহাভারতের যুগেই ফিরে যাব।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন শীলাবতীর তীরে। এই নদীতীরস্থ জনপথ, প্রকৃতি তাঁর কাছে খুব মনোরম বলে মনে হল। তাই তিনি মনে মনে এই স্থানে বাস করার সুপ্ত ইচ্ছা নিয়ে ফিরে গেলেন দ্বারকায়। শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এলেন অনেক পরে ভিন্ন কাহিনীর হাত ধরে।

আমরা অনেক মন্দিরের ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করেছি কিন্তু মন্দিরের সঙ্গে এক নদীর এত নিবিড় সম্পর্ক আগে কোনও মন্দিরের ইতিহাসের মধ্যে উঁকি দেয়নি। বিগ্রহ দুটি, একটি শ্রীকৃষ্ণের ও অপরটি শ্রীরাধিকার। কিন্তু মন্দির তিনটি। একটি শিলাবতী নদীর বাম তীরে কৃষ্ণনগর গ্রামে। অন্যটি ঠিক নদীর বিপরীত তীরে, রঘুনাথবাড়ি, রঘুনাথ সিং নির্মিত আরেক মন্দির। তৃতীয় মন্দিরটি মায়তা গ্রামে, এই মন্দিরকে বলা হয় মাসির বাড়ি, বছরের রথ ও রাস উৎসব এই মন্দিরেই উদযাপিত হয়।

কৃষ্ণরায়জিউ-এর মন্দির আর রঘুনাথবাড়ি মন্দির- দুই মন্দির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, দুই গ্রাম বিখ্যাত দুটি ঐতিহাসিক মন্দিরকে ধারণ করে গর্বিত। দুই মন্দিরেই পালিত হয় দোল উৎসব। দেবতা কিছুদিনের জন্য বাস করেন সেখানে। এই সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উৎসবের আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন। এ হল এই মন্দিরের বিশেষত্ব।

মন্দিরের ইতিহাস পাঠে নিমগ্ন মন নিজেকেই প্রশ্ন করে, এ কি কোনও গৃহদেবতার অধিষ্ঠান? নাকি কোনও গ্রাম্যদেবতা? কিন্তু এত ছোট বৃত্তের মধ্যে এই দেবালয়কে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। কারণ, এই দেবালয়ের কাহিনী বাংলার ধর্ম আন্দোলনের বা ভক্তি আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য পুরোধা পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গেও গাঁটছড়া বেঁধেছে। পাঠক বুঝতেই পারছেন কত ডালপালা বিস্তার করে ইতিহাসের গায়ে মহাবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই বিগ্রহ কৃষ্ণরায়জিউ।

শোনা যায়, প্রাচীনকালে এই স্থানের নাম ছিল তাল-বেতাল। গুপ্তযুগে রাজা বিক্রমাদিত্য এখানেই তপস্যা করে বেতালসিদ্ধ হয়েছেন। তাঁর আরাধিত দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির এই গড়বেতা শহরেই বিরাজিত। শোনা যায়, গুপ্তরাজা কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁর দরবারের কর্মচারী ছিলেন বেত্রবর্মা। তিনি এই পুরাণপ্রসিদ্ধ অঞ্চলে একটি শহর নির্মাণ করেন। আর এই নগর রক্ষার জন্য তিনি সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গ অর্থাৎ গড়। বেত্রবর্মা নির্মিত গড় বলে তা 'বেত্রগড়' নামে প্রথমে চিহ্নিত করা হত এই অঞ্চলকে। এই নাম ধীরে ধীরে গড় শব্দটিকে সামনে নিয়ে এসে 'গড়বেত্রা' রূপে জনমানসে প্রতিভাত হল। বহুকাল পরে তাও সরল হয়ে 'গড়বেতা'য় রূপান্তরিত হল। তখন সমগ্র অঞ্চল ছিল ছোট ছোট রাজাদের অধীন।

পর্ব - ৪৩

কিংবদন্তি অনুসারে প্রায় সাতশো বছরের প্রাচীন এই মন্দির। এই মন্দিরের কিছু দূরে আমলাগড়ের বিখ্যাত পিয়াসোল জঙ্গল সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের ছেলে সিহারুদ্দিন বাগর শাহের অধীনে ছিল। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল বগ্রতাতী। কিন্তু এই অঞ্চলের ইতিহাস উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতির পুত্র হলেন প্রতাপরুদ্র গজপতি। হুগলি ও মেদিনীপুর অঞ্চলের কিছু অংশ পুরুষোত্তম গজপতির অধীনে এলে তিনি সেই অঞ্চলের রাজত্ব পুত্র প্রতাপরুদ্রের হাতে সমর্পণ করেন। প্রতাপরুদ্র গজপতি গড়বেতার রাজা হয়ে একটি পৃথক বংশের সূচনা করেন এবং গজপতি সিং রূপে চিহ্নিত হন।

গজপতি সিংয়ের দেওয়ান ছিলেন মুকুন্দরাম বটব্যাল। তাঁর আদি গ্রাম ছিল নদিয়ায়, সেখান থেকে তিনি বগড়ীতে এসেছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য তিনি রাজ্যধর নাম পান এবং তার সঙ্গে রায় উপাধি। এরপর থেকে তিনি রাজ্যধর রায় নামেই পরিচিত হতে থাকেন। রাজ্যধর রায় অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর ঈশ্বরপ্রাণতা তাঁকে বিশেষ মানুষে পরিণত করে তুলেছিল। তিনি একবার কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে নীলাচলে উপস্থিত হলেন। সেখানে পুরী জগন্নাথ মন্দিরের কাছেই এক জয় পান্ডা নামে সাধক ও কারিগর ছিলেন। সেই কারিগরের গৃহে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সনকা আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কারিগর জয় পান্ডা সাধক ছিলেন তাই তাঁর গৃহেও এক অপরূপ কৃষ্ণমূর্তি পূজিত হয়ে আসছিলেন দীর্ঘকাল ধরে।

নীলাচল বাসের সময় একদিন রাজ্যধর রায় স্বপ্ন দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে বলছেন, 'আমি বগড়ী যেতে চাই। সেখানে গিয়ে শীলাবতী নদীর তীরে নতুন মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে বিরাজ করব, এই আমার একান্ত ইচ্ছা। তুমি জয়কে বললে সে আমার বিগ্রহ তোমায় প্রদান করবে।' পরদিন রাজ্যধর রায় জয় পান্ডাকে স্বপ্নাদেশের কথা জানালেন। জয় পান্ডা একটি কৃষ্ণমূর্তি তৈরি করে রাজ্যধর রায়কে দিলেন। সেই মূর্তি নিয়ে সস্ত্রীক রাজ্যধর রায় রওনা হলেন বগড়ীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার স্বপ্নাদেশ এল, স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'যে মূর্তিতে আমি বগড়ী যাব জয় তোমাকে সেই মূর্তি দেয়নি। তুমি ফিরে গিয়ে তাঁর আরাধিত মূর্তি চাও। আমি সেই মূর্তিতে অধিষ্ঠিত আছি। দেখবে সেই মূর্তির মুখমণ্ডলে একটি ছোট মাছি অঙ্কিত আছে।' স্বপ্নাদেশ পেয়ে আবার জয় পান্ডার গৃহে ফিরে গেলেন দুইজন। এবার দেখলেন জয় পান্ডা দুরারোগ্য শূলবেদনায় কাতর। কিছুতেই তিনি সুস্থ হচ্ছেন না। আরাধিত মূর্তিকে কাতরে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন জয়। আবার স্বপ্নাদেশ হয়। রাজ্যধর রায়ের কাছে স্বপ্নপ্রাপ্ত ওষুধ আছে। সেটি সেবনেই রোগমুক্তি ঘটবে।

জয় পান্ডা এবার রাজ্যধর রায়ের শরণাপন্ন হন। তাঁর দেওয়া ওষুধে তিনি কেবল সুস্থ হলেন না, তিনি বুঝতে পারলেন আরাধিত মূর্তিকে এবার রাজ্যধর রায়ের হাতে সমর্পণ করতেই হবে। রাত শেষে দিনের সূচনা হল। রাজ্যধর কৃষ্ণ বিগ্রহ লাভ করলেন, কিন্তু রাধারানি ছাড়া কৃষ্ণ থাকেন কী করে? আর কৃষ্ণ বিগ্রহ পাথরের নির্মিত। তাঁকে নিয়ে এতটা পথ হাঁটবেনই বা কী করে! শ্রীকৃষ্ণ জানালেন, ভয় নেই! যেই তুমি আমাকে আলিঙ্গন করবে অমনি আমার শরীর পালকের মতো হালকা হয়ে যাবে। কৃষ্ণ যেমন বগড়ী যেতে আগ্রহী, শ্রীরাধিকা কিন্তু ততটা নন, তিনি নিমরাজি হয়ে রাজ্যধর পত্নী সনকাকে জানালেন, 'আমি তোমার পিছন পিছন যাব। তুমি বাঁশি আর নূপুরের ধ্বনি শুনতে পাবে। কিন্তু সাবধান, কখনও পিছন ফিরে আমায় দেখতে চেয়ো না। যদি দেখো তবে আমি সেখানেই অধিষ্ঠিত হয়ে যাব।' ভক্ত ভগবানের শর্ত মেনে নিলেন। নারায়ণগড়, লালগড়ের পথ ধরে উড়িষ্যার নীলাচল থেকে পায়ে হেঁটে রাজ্যধর রায় সেই পালকের মতো হালকা হয়ে যাওয়া কৃষ্ণ বিগ্রহকে নিয়ে চলতে লাগলেন। দুটি হাতের আলিঙ্গনে আবদ্ধ, পরম আদরের বিগ্রহ!

পথে অনেক অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হলেন তাঁরা। শ্রীকৃষ্ণ লীলাচ্ছলে এগিয়ে গিয়ে, বালকের বেশ ধরে কারও কাছ থেকে দুধ, ননী, ছানা ইত্যাদি কিনে খেতে শুরু করলেন। আর দাম চাইলে একই উত্তর, 'আমার বাবা আর মা পেছনেই আছেন। তাদের কাছ থেকে কড়ি নিয়ে নিও।' রাজ্যধর রায় যেই সেই গ্রাম অতিক্রম করতে গেলেন অমনি, কড়ি দাও। বর্ণনা শুনে রাজ্যধর বুঝতেই পারলেন কে দুধ, ননী, ছানা এইসব খেতে খেতে চলেছেন।

আজও সেইসবই নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। বিশেষ করে দুধলুচি। জগন্নাথের যেমন গজা, কৃষ্ণরায়জিউ-এর দুধলুচি।

একদিকে নূপুর আর বাঁশির শব্দ, অন্যদিকে এই আবদার করে খেতে চাওয়া। পরম আনন্দে দুই ভক্তমন এগিয়ে চলেন। অবশেষে পথে পড়ল গোয়ালতোড়। এই গোয়ালতোড়ে গজপতি সিং-এর কনিষ্ঠ পুত্র পৃথক রাজ্যের স্থাপনা করেছিলেন। রাজ্যধর রায় আর সনকাদেবী সেখানেই এক গাছের তলায় বসলেন পথশ্রম লাঘব করতে। এই সময় হঠাৎই পিছন থেকে ভেসে আসা বাঁশি আর নূপুরের শব্দ থেমে গেল। কেন স্তব্ধ হল? তবে কি রাধিকা আর আসছেন না? অত্যন্ত শঙ্কিত সনকাদেবী রাধিকার শর্ত ভুলে পিছন ফিরে দেখতে গেলেন। সঙ্গে শ্রীরাধিকা প্রকট হয়ে বললেন, 'সনকা, তুমি আমার শর্ত ভেঙে বিপরীত কাজ করেছ। আমি এখানেই অধিষ্ঠিত হলাম। আর তোমাদের সঙ্গে বগড়ী যাব না।'

রাজ্যধর, বিশেষ করে সনকা অনেক কান্নাকাটি ও অনুরোধ করলেন। রাধিকা কিন্তু কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। তখন সনকা ভক্ত হয়েও তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'তুমি আমায় ছলনা করলে। রাজার সেবা, ব্রাহ্মণের সেবা যখন তোমার মনে রুচল না, তবে তুমি আজ থেকে নিম্নবর্ণের পূজা ও তামসিক সেবা গ্রহণ করো।' শোনা যায় আজও একাকী শ্রীরাধিকা গোয়ালতোড়ে অধিষ্ঠিতা। তিনি নাপিত, কামারদের মাধ্যমে পূজিত হন এবং এই রাধিকা মূর্তির সম্মুখে আজও বলি হয়। এই রাধিকা রক্তপ্রিয়া। এ এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের চমকে দেয়। এক মুহূর্তে রাধিকা চরিত্রে ব্যঞ্জনাই পুরোপুরি পালটে যায়।

রাধা রয়ে গেলেন পথমাঝে। কেবল কৃষ্ণ চললেন বগড়ী। বগড়ী পৌঁছে রাজ্যধর রায় সমস্ত ঘটনা রাজা গজপতি সিংকে জানালেন। আমরা জানি গজপতি সিং-এর আদি বাসস্থান উড়িষ্যা নীলাচলে। তাঁর কাছে এই ঘটনা একটি অভূতপূর্ব আশীর্বাদের মতো। তিনি মহাসমারোহে শুরু করলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ। মন্দির গঠিত হল। রাজা দক্ষিণ ভারত থেকে উপেন্দ্র ভট্ট নামে এক সংস্কৃতিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পূজারি রূপে নিয়ে এলেন। এখনও ভট্টপুর সেই ভট্টদের বসবাসের নিদর্শন রূপে বেঁচে আছে।

এর সঙ্গে রাজা ৫২ বিঘে জমি কৃষ্ণরায়জিউ-এর জন্য দেবোত্তর করে দেন। সেই জমির আয় থেকে ৫২টি কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। কারও কাজ ফুল তোলা, মালা গাঁথা ইত্যাদি। গজপতি সিংয়ের পর রাজা হন তাঁর পুত্র হাম্বির সিং। তিনি মদ্যপ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর তিনি মারা যান। রাজা হন প্রথমে বড় পুত্র, শেষে কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ। গজপতি সিং-এর নাতি রঘুনাথ সিং-এর সময় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কৃষ্ণের পাশে রাধিকা বিগ্রহ স্থাপিত হয়।

সেই কাহিনীও রোমাঞ্চকর। কৃষ্ণরায়জিউ প্রায় একশো বছর, মতান্তরে সত্তর বছর একাকী পূজা গ্রহণ করে একদিন জানালেন, 'আমি অনেকদিন একাকী আছি। আমার পাশে রাধাকে চাই।' এর সঙ্গে শর্ত ছিল একরাত্রের মধ্যে রাধার ধাতুমূর্তি নির্মাণ করতে হবে। রঘুনাথ তখন প্রাণনাথ সাহা নামে এক কারিগরকে সেই কাজের জন্য নিযুক্ত করলেন। সমস্ত রাত্রি জেগে কারিগর তৈরি করতে লাগলেন রাধিকা মূর্তি। প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে, কেবল পিছনের কিছুটা অংশ বাকি তখনই ভোরের কোকিল ডেকে উঠল। প্রাণনাথ কৃষ্ণরায়জিউ-এর পায়ে পড়ে বললেন, 'হে দেব, আমার যতটা সাধ্য ততটাই করেছি। দয়া করে তুমি এই অসম্পূর্ণ বিগ্রহকেই পাশে বিরাজ করার অধিকার দাও।' কৃষ্ণরায়জিউ নাকি প্রকটিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি তোমার কাজে খুশি হয়েছি, বল তুমি কী বর চাও?' তখন নাকি প্রাণনাথ বলেছিলেন, 'সবংশে যেন নিধন হয় আমার।' কেন?- দেবতাও এই প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন। প্রাণনাথ উত্তর দেন, 'যিনি ভুবন পালন করছেন তাঁর বিগ্রহকে দেখে কেউ যদি বলে আমার পূর্বপুরুষ এই বিগ্রহের স্রষ্টা তাহলে আমার ভালো লাগবে না।' ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট দেবতা তাঁর প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছিলেন।

রঘুনাথ কেবল রাধিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার বিবাহ উপলক্ষ্যে নদীর অপর তীরে একটি নবরত্ন মন্দির তৈরি করেন। এক বসন্ত পূর্ণিমার দিন, দোল উৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশে নদীর অপর পাড়ের মন্দির থেকে পালকিতে চেপে শীলাবতী নদীর শুকিয়ে যাওয়া নদীবক্ষ অতিক্রম করে কৃষ্ণ আসেন রাধিকাকে বিয়ে করতে। আজও একইভাবে এই দোল উৎসব পালিত হয় অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে।

শোনা যায়, রঘুনাথ সিং-এর কন্যা রাধিকা কৃষ্ণরায়জিউ-কে স্বামীরূপে ভালোবাসতেন। যখন রাধিকা বিগ্রহের সঙ্গে কৃষ্ণরায়জিউ-এর বিবাহ স্থির হয় তখন এই রঘুনাথকন্যা রাধিকা বিগ্রহ রাধিকার মধ্যে বিলীন হয়ে যান। সকলে তাঁকে আর খুঁজে পান না। কেবল চরণের নূপুর ছাড়া। যে স্থানে নূপুরটি পাওয়া যায় সেই স্থানে গড়ে উঠেছে নূপুরগ্রাম। যে ঘাট অতিক্রম করে কৃষ্ণ বিয়ে করতে যান সেই ঘাটের নাম যাদবঘাট। কারণ কৃষ্ণ যদুবংশের সন্তান। রঘুনাথের কন্যা রাধিকা রূপে কৃষ্ণ বিগ্রহকে বিবাহ করেছিলেন বলে আজও কৃষ্ণরায়জিউ-কে রাজপরিবারের জামাই রূপে চিহ্নিত করা হয়। আর পুরোহিত উপেন্দ্র ভট্ট রাজাকে জানিয়েছিলেন এই বিগ্রহ সচল। তাই প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছিলেন কৃষ্ণরায়জিউ-এর একটি হাতের কড়ে আঙুল নরম, জীবন্ত মানুষের মতো।

বগড়ীর কৃষ্ণরায়জিউ-এর কথায় গৌড়লীলা পার্ষদ অভিরাম গোস্বামীর কথা বলতেই হয়। তিনি বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের বাল্যসখা সুদামা ছিলেন। অভিরাম গোস্বামী অনেক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণবিগ্রহ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, পূজিত কি না তা পরীক্ষার জন্য মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহকে প্রণাম করতেন। আর অপূজিত বিগ্রহ তৎক্ষণাৎ ভেঙে যেত। এইভাবে বিগ্রহ পরীক্ষা করতে করতে অভিরাম গোস্বামী বগড়ীতে উপস্থিত হন। তিনি দেখেন ভগ্নপ্রায় মন্দিরে একাকী কৃষ্ণরায়জিউ। তাঁকে দেখেই চোখ পাকালেন বিগ্রহস্থ কৃষ্ণরায়জিউ। এর ঠিক আগেই বিষ্ণুপুরে মদনমোহন রূপের কাছে বকুনি খেয়েছিলেন অভিরাম। বগড়ীতেও একই অবস্থা।

-পরীক্ষা করা হচ্ছে?

-না না তা নয়! দেখতে এলাম আর কি! তা পুরোহিতকে বলে একটু মিষ্টি আনাও। দুই বন্ধু বসে একত্রে মিষ্টান্ন খাই।

- মিষ্টি এসেছিল, সেই ভগ্ন মন্দিরের দালান জমজম করে উঠেছিল ভক্তিতে। দেবতা জাগ্রত। আজও এই তীর্থে অভিরাম গোস্বামীর পাদুকা রক্ষিত আছে।

ইতিহাস বলে রাজা গজপতি সিং-এর তৈরি মন্দির বহুকাল আগেই নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। রঘুনাথ সিং-এর তৈরি মন্দিরও ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। দুটি মন্দিরই সংস্কার করা হয়েছে। শীলাবতী নদী এখানে একটি স্বেচ্ছাচারী উচ্ছ্বসিত আবেগের মতো। এমনি দেখলে মনে হবে এ কি নদী? কেবল ক্ষীণকায় নয়, এই নদীর অর্ধেক অংশ এমনভাবে মজে আছে যে মানুষ এ পাড়ে মন্দিরে প্রণাম করে অন্য তীরে মেলাতে যায় নদীর বুক দিয়ে পায়ে হেঁটে। হয়তো একটু অংশ জল আছে যাতে অনায়াসে পা ডুবিয়ে চলা যায়। এই নদী ভয়ংকর হয়ে ওঠে যখন বর্ষাকাল উপস্থিত হয়। টইটুম্বুর জল সিঁড়ি অতিক্রম করে মন্দিরের উঠোনে উঠে দেবতার বসবাসের অসুবিধে সৃষ্টি করে। মন্দিরের সিঁড়ি তাই অনেক উঁচু অবধি উঠে গিয়েছে। সিঁড়ির চড়াই দেখেই স্রোতের তীব্রতাকে অনুভব করা যায়।

বগড়ী রাজার তৈরি মন্দির যখন শীলাবতীর গর্ভে, তখন বর্তমান মন্দির কবে নির্মিত হল? বলা হয়, বাংলার ১২৬২ সালে গড়বেতার মুন্সেফ কোর্টের উকিল যাদব চট্টোপাধ্যায় এই মন্দির তৈরি করেন। এই মন্দির জাগ্রত ভক্তের কাছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ মন্দির এক অমূল্য তথ্যে পূর্ণ আরাধনার স্থান।

ফিক্সড ডিপোজিটের বিকল্প হতে পারে বন্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

বিগত কয়েক মাস শেয়ার বাজারে অস্থিরতা চলছে। এর প্রভাব পড়েছে মিউচুয়াল ফান্ডের বাজারেও। এই পরিস্থিতিতে অনেক লগ্নিকারীই স্থায়ী এবং নিশ্চিত রিটার্নের পথ খুঁজছেন। তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হতে পারে বন্ড। ফিক্সড ডিপোজিটের মতো এতে প্রায় নিশ্চিত রিটার্নের যেমন সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনই বন্ডে লগ্নি অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিরাপদ। আসুন দেখে নেওয়া যাক বন্ডে লগ্নি কীভাবে করা যেতে পারে।

বন্ড কী?

বন্ড হল এক ধরনের ঋণপত্র বা চুক্তি। বন্ডের মাধ্যমে সরকার বা কোনও সংস্থা বাজার থেকে নির্দিষ্ট সুদের হারে অর্থ সংগ্রহ করে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদেরপর লগ্নিকারীকে সুদ সহ তা ফেরত দেয়। এই মেয়াদ স্বল্প, মাঝারি বা দীর্ঘ হয়। মেয়াদবিহীন বন্ডও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সাধারণত এক্সচেঞ্জ এবং ওটিসি উভয় জায়গা থেকে এই বন্ড কেনা যায়।

বন্ড কীভাবে কাজ করে?

সাধারণত ঋণ দেওয়ার কাজ করে ব্যাংক বা বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা। বন্ডের মাধ্যমে যে কোনও ব্যক্তি ঋণদাতার ভূমিকা পালন করে। সরকার বা কোনও সংস্থা তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বন্ডের মাধ্যমে আমজনতার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। বন্ডের অর্থ মূলত পরিকাঠামো নির্মাণ, গবেষণা, সম্পত্তি কেনা বা নতুন কোনও ব্যবসা শুরুর জন্য ব্যবহার করা হয়। বন্ড এক ধরনের স্থায়ী আয়ের ইনস্ট্রুমেন্ট।

বন্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়

■ **ফেস ভ্যালু :** বন্ডের ফেস ভ্যালু বলতে বোঝায় মূল বা অভিহিত মূল্য অর্থাৎ বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃক বিনিয়োগকারীকে পরিশোধ করার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ।

■ **কুপন রেট :** কুপন রেট হল বন্ড ইস্যু করার সময় নির্ধারিত সুদের হার। এটি বন্ডের মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বন্ড হোল্ডারকে তাদের বিনিয়োগের ওপর একটি নির্দিষ্ট রিটার্ন প্রদান করে। বন্ডের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কুপন রেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

■ **কুপন ডেট :** বন্ডের কুপন ডেট বলতে বন্ডের সুদ পরিশোধের তারিখ বোঝানো হয়। অর্থাৎ বন্ড হোল্ডাররা এই তারিখে বন্ড ইস্যুয়ারের কাছ থেকে সুদ পায়। সাধারণত বার্ষিক বা অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে সুদ দেওয়া হয়। কিছু বন্ডে মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতেও সুদ দেওয়া হয়।

■ **ম্যাচিউরিটি ডেট :** বন্ডের ম্যাচিউরিটি ডেট হল সেই তারিখ যেদিন বন্ডের মূল পরিমাণ শোধ করা হয়। অর্থাৎ লগ্নিকারীরা তাদের মূলধন ফেরত পান। বন্ডে লগ্নির ক্ষেত্রে এই তারিখ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

■ **ইস্যু প্রাইস :** বন্ডের ইস্যু মূল্য বলতে বোঝায় যখন সরকার বা কোনও সংস্থা বাজারে প্রথম বন্ড প্রকাশ করে তার প্রাথমিক বিক্রি মূল্য। এটি বন্ডের ফেস ভ্যালু থেকে আলাদা হতে পারে।

বন্ডের প্রকারভেদ

সাধারণত তিন ধরনের বন্ড কিনতে পাওয়া যায়

■ **কর্পোরেট বন্ড :** কোনও কর্পোরেট সংস্থা যখন তাদের ব্যবসার জন্য মূলধন সংগ্রহ করে তখন এই বন্ড ইস্যু করে। লগ্নিকারীরা এই বন্ড কিনে ওই সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ প্রদান করে। বিনিময়ে ওই সংস্থা চুক্তি অনুযায়ী সুদ সহ মূল অর্থ পরিশোধ করে।

■ **সরকারি বন্ড :** সরকার কর্তৃক জারি করা বন্ডকে সরকারি বন্ড বলা হয়। সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট সুদের হারে বন্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর তা পরিশোধ করে। সরকারি বন্ডে বিনিয়োগকে নিরাপদ এবং ভালো রিটার্নের অন্যতম উপায় বলে মনে করা হয়।

■ **পিএসইউ বন্ড :** সরকার অধীনস্থ কোনও সংস্থা বন্ড ইস্যু করলে তাকে পিএসইউ বন্ড বলা হয়। সাধারণত কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের ৫০ শতাংশ বা তার বেশি মালিকানাধীন সংস্থা এই বন্ড ইস্যু করে।

চরিত্র অনুযায়ী বন্ড ছয় প্রকার হয়- সিকিওরড, আনসিকিওরড, কিউমুলেটিভ ইন্টারেস্ট, নন-কিউমুলেটিভ ইন্টারেস্ট, রিডিমেবেল এবং পারপেচুয়াল ইন্টারেস্ট।

বন্ডে কি ঝুঁকি আছে?

বন্ডে ঝুঁকি প্রধানত দুই ধরনের হয়

■ **ইন্টারেস্ট রেট :** বাজারে সুদের হার ওঠানামা করলে বন্ডের ঝুঁকি বাড়ে। সহজ ভাষায় সুদের হার বাড়লে বন্ডের দাম কমবে। অন্যদিকে সুদের হার কমলে বন্ডের দাম বাড়ে।

■ **ডিফল্ট :** কোনও সংস্থা বা সরকার ডিফল্ট হলে আসল বা সুদ দুই না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বন্ডে লগ্নির সুবিধা

■ **স্থিতিশীল আয় :** বন্ডে লগ্নি করলে নিয়মিত সুদ পাওয়া যায় যা লগ্নিকারীদের একটি স্থায়ী ও নিয়মিত আয়ের উৎস হতে পারে।

■ **সুরক্ষিত মূলধন :** বন্ডে বিনিয়োগ মূলধন সুরক্ষিত রাখে।

■ **কম ঝুঁকিপূর্ণ :** শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির তুলনায় বন্ডে লগ্নি অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ।

■ **আয়কর ছাড় :** অনেক বন্ডে লগ্নি কর ছাড় যোগ্য হয়।

■ **বৈচিত্র্য :** পোর্টফোলিওর ৫-১০ শতাংশ বন্ডে বিনিয়োগ করা যায়, যা আপনার পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনবে।

■ **সরকারি গ্যারান্টি :** সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ সরকার কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদান করে যা নিরাপদ বিনিয়োগ বিকল্প হয়।

বন্ডে বিনিয়োগের অসুবিধা

■ **সুদের হার বৃদ্ধি :** সুদের হার বাড়লে বন্ডের দাম কমে যায়। আগে বিক্রি করলে বিনিয়োগকারীর লোকসান হতে পারে।

■ **লিক্যুইডিটির ঝুঁকি :** সবসময়ে বন্ড বিক্রি করা সহজ নাও হতে পারে। কারণ বন্ডে লিক্যুইডিটি কম হয়।

■ **করের বোঝা :** বন্ডে প্রাপ্ত সুদের ওপর কর দিতে হয় যা লগ্নিকারীর মুনাফা কমাতে পারে।

■ **ঋণ ঝুঁকি :** বন্ডের মূল পরিশোধের ক্ষমতা কমে গেলে বা বন্ড ইস্যুকারী সংস্থা দেউলিয়া হলে বিনিয়োগকারীর লোকসান হতে পারে।

স্ট্রিপস কী?

২০১০-এ কেন্দ্রীয় সরকার একই ঋণের সুদ এবং আসল আলাদা করে বাজারে এনেছিল 'সেপারেট ট্রেডিং অফ রেজিস্টার্ড ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রিন্সিপাল সিকিওরিটিজ' বা স্ট্রিপস। এই বন্ড বিক্রির সময় দুই ভাগে ভাগ করা হয়, সুদ এবং আসল। যিনি আসলের ভাগ কিনবেন তিনি মেয়াদ শেষের মূল্য এবং বর্তমান মূল্যের ফারাক লাভ হিসেবে পাবেন। আর যিনি সুদের অংশ কিনবেন তিনি বন্ডের শর্ত অনুযায়ী নিয়মিত সুদ পাবেন। বর্তমানে স্ট্রিপস বন্ডের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

বন্ড কেনার আগে জানতে হবে

বন্ডে বিনিয়োগের আগে আপনার আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি সহনশীলতা, লগ্নির মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। এর পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় যাচাই করতে হবে-

■ বিভিন্ন রেটিং সংস্থা বন্ড ইস্যুকারীকে রেটিং দেয়। এই রেটিং বন্ড ইস্যুকারীর সময় মতো মূলধন বা সুদ পরিশোধের ক্ষমতা প্রতিফলিত করে।

■ সুদের হার কত এবং কত দিন অন্তর সুদ পাওয়া যাবে তা দেখে নিতে হবে।

■ বন্ড লিস্টেড কি না জানতে হবে। লিস্টেড হলে স্টক এক্সচেঞ্জে কেনা-বেচা করতে পারবেন।

■ নতুন ইস্যু হলে বন্ডের ইস্যু ডেট, ম্যাচিওরড ডেট, অন্তর্বর্তীকালীন বিক্রির সুবিধা সহ প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে।

■ বন্ডে লগ্নির আগে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারে।

সম্প্রতি দুই দফায় সুদের হার কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। আগামী দিনে আরও ২-৩ দফায় সুদের হার কমানো হতে পারে। ফলে ভবিষ্যতে ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার কমবে। তাই ফিক্সড ডিপোজিটের অন্যতম বিকল্প হতে পারে বন্ড।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হানা ফের অনিশ্চিয়তার আঁধারে ডোবাল ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। টানা উত্থানের পর চলতি সপ্তাহে শেষ দুই লেনদেনের দিনে ফের বড় অঙ্কের পতন হল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটির। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৯২১২.৫৩ এবং নিফটি ২৪০৩৯.৩৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। শুক্রবার আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে বড় উত্থানের ধারা সত্ত্বেও ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন লগ্নিকারীদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

এই পতনের নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এই জঙ্গি হামলা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল সহ একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। পালটা পদক্ষেপ করেছে পাকিস্তানও। দুই দেশের মধ্যে এই সংঘাতের আবহ ছায়া ফেলেছে শেয়ার বাজারে। দেশের অভ্যন্তরে হামলার ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ রয়েছে প্রত্যাঘাতের। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। যে কোনও ধরনের সংঘাত ও সীমিত পরিসরে থাকার সম্ভাবনা বেশি। শেয়ার বাজার বর্তমানে অস্থির হলেও আগামী দিনে এর প্রভাব কমবে।

সূচকের পতনের নেপথ্যে বড় ভূমিকা নিয়েছে মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকও। সম্প্রতি প্রায় ৮ শতাংশ উঠে এসেছিল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। অনেক সংস্থার শেয়ারদরে বড় উত্থান হয়েছিল। শেয়ার বাজার অস্থির হওয়ায় মুনাফা ঘরে তুলতে শুরু করেছেন লগ্নিকারীরা। যার প্রভাবে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজার। বিশ্বজুড়ে চলা শুল্ক যুদ্ধের আবহে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার আগের পূর্বাভাসের তুলনায় কমিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর পাশাপাশি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারের ফলও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি বিভিন্ন সংস্থা। যা শেয়ার বাজারের পতনে মদত দিয়েছে।

শেয়ার বাজার ধাক্কা খেলেও বিগত ২-৩ সপ্তাহ ধরে ভারতে টানা লগ্নি করছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। এই লগ্নি শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে। চলতি বছরে স্বাভাবিক বর্ষার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী দিনে শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিতে পারে। আমেরিকায় মন্দার আশঙ্কা একটু কমায় তার ইতিবাচক প্রভাবও পড়েছে শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে, সোনা ফের সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছে নয়া রেকর্ড গড়েছে। তবে আগামী দিনে সোনার দামে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে। আরেক এক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **আদিত্য বিড়লা ফ্যাশন :** বর্তমান মূল্য-২৬৪.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-৩৬৪/২৩১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৪০-২৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২২৩৩, টার্গেট-৩৫৫।

■ **আইওএল কেমিক্যাল :** বর্তমান মূল্য-৬৬.০৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-১০৮/৫৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০-৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯৩৯, টার্গেট-১০০।

■ **এলআইসি হাউসিং ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৫৯২.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-৮২৭/৪৮৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৫০-৫৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২৫৭৪, টার্গেট-৭৪০।

■ **ওয়ান মোবিকুইক :** বর্তমান মূল্য-২৬৩.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-৬৯৮/২৩১, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২৪৫-২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৪৮, টার্গেট-৪১০।

■ **অয়েল ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৩৯৯.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৬৮/৩২৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৪৯৫৮, টার্গেট-৫৩২।

■ **টাটা কনজিউমার :** বর্তমান মূল্য-১১৫৫.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-১২৬৩/৮৮৩, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১১০০-১১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৪৩৫৬, টার্গেট-১৪০০।

■ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৫৬৯.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-৬৩৩/৪৭৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৫৪০-৫৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৬৬৬৯, টার্গেট-৬৮৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : কানাড়া ব্যাংক

● **সেক্টর :** ব্যাংকিং ● **বর্তমান মূল্য :** ৯৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৭৮/১২৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৮৭৫৫৯ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ১১৩.০২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ৩.৩৪ ● **ইপিএস :** ১৮.১০ ● **পিই :** ৫.৩৩ ● **পিবি :** ০.৮৬ ● **আরওসিই :** ৬.৬৩ ● **আরওই :** ১৭.৯ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৩০

একনজরে

■ ১৯০৬-এ প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রায় ৬.৫ শতাংশ মার্কেট শেয়ার রয়েছে।

■ ২০২০-এ সিন্ডিকেট ব্যাংক এই ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

■ ব্যাংকের শাখা সংস্থা ৯৬০৪। এছাড়াও ১৩১৬৭টি বিসি পয়েন্টস, ১০২০৯টি এটিএম এবং ১৯৪৬টি রিসাইক্লার রয়েছে। কানারা ব্যাংকের বিদেশে ৪টি শাখা রয়েছে।

■ গ্রামীণ এলাকায় ৩২ শতাংশ, আধা শহরাঞ্চলে ২৯ শতাংশ, শহরাঞ্চলে ১৯ শতাংশ এবং মেট্রো শহরগুলিতে ১৯ শতাংশ ব্যবসা করে এই ব্যাংকটি।

■ গুজরাটের গিফট সিটিতে বড় আন্তর্জাতিক শাখা খুলেছে এই ব্যাংক।

■ সহযোগী সংস্থাগুলি হল কানারা রোবেকো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, কানারা ব্যাংক সিকিউরিটিজ, কানারা এইচএসবিসি লাইফ ইনসুরেন্স, ক্যান ফিন হোমস, ক্যান ব্যাংক ফ্যাক্টরস লিমিটেড ইত্যাদি।

■ বর্তমানে শেয়ারদর বুক ভ্যালুর ০.৮৪ গুণ।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই ব্যাংক।

■ বিগত ৫ বছরে ৯০.৮ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বাড়িয়েছে কানারা ব্যাংক।

■ কানারা ব্যাংকের ৬২.৯৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। দেশি ও বিদেশি সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১১.৮৫ শতাংশ এবং ১০.৫৫ শতাংশ শেয়ার।

■ নেতিবাচক বিষয় হল কানারা ব্যাংকের দায় বেড়েছে এবং ইন্টারেস্ট কভারেজ রেশিও কম।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

বোধিসত্ত্ব খান

আপৎকালীন সংকটের সঙ্গে লড়তে পারবে ভারতীয় বাজার?

দিব্যি দৌড়োচ্ছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ২১,৭৫০-এর নিম্নস্তর থেকে দারুণভাবে কামব্যাক করেছিল নিফটি এবং বিগত শুক্রবার পৌঁছে যায় ২৪,৩৬৫.৪৫ পয়েন্টে। অর্থাৎ প্রায় ২৬০০ পয়েন্ট তেজি। সেনসেক্সও বহুদিন পর ৮০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যে নিফটি এবং সেনসেক্স বিগত কয়েক মাস নেগেটিভে ট্রেড করছিল। তারা এই র‍্যালির কারণে গোটা বছরের জন্য পজিটিভে চলে আসে। তবে শুক্রবার সেই ছন্দ সামান্য হলেও পতন হয়েছে। নিফটি শুক্রবার ২০৭.৩৫ পয়েন্ট পতন দেখে। সেনসেক্স পতন দেখে ৫৮৮.৯০ পয়েন্ট। এই পতনের পিছনে কাজ করেছে কাশ্মীরে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীর হানায় ২৬ জনের বেশি নিরস্ত্র পর্যটকদের প্রাণহানি। এবং তার ফলে ভারতের প্রস্তুতি শুরু করা পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার। সিন্ধু নদের জল পাকিস্তানে প্রবাহিত হতে দেওয়া বন্ধ করা, আটারি সীমান্ত বন্ধ করা, পাকিস্তানিদের সমস্ত ভিসা বন্ধ করা, পাকিস্তানকে ভারতীয় আকাশ সীমা ব্যবহার করতে না দেওয়া, এই সমস্ত সিদ্ধান্তের পর পাকিস্তান জানিয়েছে যে, এটা হল একটি 'অ্যাক্ট অফ ওয়ার'। শুক্রবার লাইন অফ কন্ট্রোল থেকে তারা নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হতে পারে এমন আশঙ্কায় ইউনাইটেড নেশন দুই পক্ষকে সর্বাত্মক সংযমের কথা বলা শুরু করেছে।

বাজার এমনিতেই আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা পছন্দ করে না। একটি যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হলেই বাজার সেটা নিতে পারে না। ফলে শুক্রবার সকালের দিকে পজিটিভে ট্রেডিং শুরু করলেও দিনের শেষে পতনের মুখ দেখে। প্রায় সমস্ত সেক্টরজুড়েই পতন এসেছে। কনগ্লোমারেট এবং আইটি বাদ দিলে সব সেক্টরেই বড় পতন হয়েছে। অটোমোটিভ, ব্যাংকিং এবং ফিন্যান্সিয়াল, সিমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন, কেমিক্যালস, কনজিউমার ডিউরেবলস, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ক্যাপিটাল গুডস, ফুড অ্যান্ড বিভারেজেস, ম্যানুফ্যাকচারিং পতন দেখে। বিভিন্ন সেক্টরাল ইনডাইসেসের মধ্যে নিফটি ব্যাংক (-০.৯৭ শতাংশ), বিএসই স্মল ক্যাপ (-২.৫৬ শতাংশ), বিএসই মিড ক্যাপ (-২.৪৪ শতাংশ), বিএসই ক্যাপিটাল গুডস (-২.০৬ শতাংশ), বিএসই কনজিউমার ডিউরেবলস (-১.৮৬ শতাংশ), বিএসই হেল্থকেয়ার (-২.৪৩ শতাংশ), বিএসই মেটালস (-১.৮৮ শতাংশ) পতন দেখে।

শুক্রবার নিফটি ৫০০-এর অন্তর্গত কোনও কোম্পানি ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর দেখেনি। তবে বেশি কিছু কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চস্তর ছুঁয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বিএসই লিমিটেড, ডালমিয়া ভারত, জেকে সিমেন্ট, নবীন ফ্লোরিন, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ, আলট্রাটেক সিমেন্ট, ইউপিএল প্রভৃতি। এপ্রিল মাসে যে কোম্পানিগুলি তাদের ত্রৈমাসিক ফলপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানি মিশ্র ফল করেছে। এর মধ্যে রয়েছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, মারুতি সুজুকি, চোলা ইনভেস্টমেন্ট, শ্রীরাম ফিন্যান্স, ওরাকেল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, মোতিলাল ওসওয়াল, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফল করেছে। মার্চ ২০২৪-এ তাদের প্রফিট ছিল ২১,২৪৩ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৫-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২,৬১১ কোটি টাকায়। এই কোম্পানি প্রতি শেয়ার ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ৫.৫০ টাকার। মারুতি সুজুকির ফল ভালো হয়নি। মার্চ ২০২৪-এ তাদের লাভ ছিল ৩৯৫২ কোটি টাকা। মার্চ, ২০২৫-এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯১১ কোটি টাকায়। হিন্দুস্থান জিঙ্ক ফলাফল ভালো করেছে। মার্চ, ২০২৪-এ লাভ ছিল ২০৩৮ কোটি টাকা। মার্চ, ২০২৫-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০০৩ কোটি টাকা। তবে মোতিলাল ওসওয়ালের ফলাফল খুবই হতাশাজনক। তাদের মার্চ, ২০২৪-এ লাভ ছিল ৭২৫ কোটি টাকা। মার্চ, ২০২৫-এ তারা ৬৩ কোটি টাকার ক্ষতির মুখ দেখেছে। আপাতত যা অবস্থা তাতে বোঝা যাচ্ছে, শেয়ার বাজার বিগত কয়েকদিন এত দ্রুত উত্থান দেখেছিল তাতে ট্রেডাররা শুক্রবার প্রফিট ঘরে তুলেছেন। স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগকারীরাও সম্ভবত একই পথ অবলম্বন করেছেন। তবে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব যদি বৃদ্ধি পায় ভারতের বাজারে একটি দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

রিজার্ভ দল নিয়েই সেমিতে মোহনবাগান

কেরালা ব্লাস্টার্স-১ (শ্রীকুট্টান)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(সাহাল ও সুহেল)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : কাপ জিততে ভুবনেশ্বরে এসেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে হতশ্রী পারফরমেন্সের ফলে বিদায় তাদের!

চ্যাম্পিয়ন হতে নয়, বরং নবীন বাহিনী নিয়ে স্রেফ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আসা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আবার সেই কেরালাকেই হারিয়ে সেমিফাইনালে!

একেই বোধহয় চ্যাম্পিয়নশিপ মানসিকতা বলে। ক্লাব ম্যানেজমেন্টের ভাবনাচিন্তা ও অর্থখরচ, কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সমর্থকদের আকাশছোঁয়া প্রত্যাশাকে সম্মান দিতে নিজেদের মধ্যে ওই মানসিকতা তৈরি করে নেন ফুটবলাররা। এদিন ২-১ গোলে কেরালার বিপক্ষে জয়ের পর এই দলটা চ্যাম্পিয়ন হবে কি না তা এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু রিজার্ভ দলের এই মানসিকতা ভারতীয় ফুটবলে উদাহরণ হয়ে থাকবে।

ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে চোট পাওয়া অ্যাড্রিয়ান লুনাকে বাইরে রেখেই মাঠে নামে কেরালা। তা সত্ত্বেও নোয়া সাদাউ-জেসুস জিমেনেজ-দানিশ ফারুক-ভিবিন মোহানন সমৃদ্ধ কেরালা আক্রমণভাগ নিশ্চিতভাবেই একঝাঁক নবীন ফুটবলারে ভরা মোহনবাগানের থেকে এগিয়ে ছিল। কিছু ম্যাচ খেলা দীপেন্দু বিশ্বাস বা আইএসএলে দুই-একটা ম্যাচ খেলা সৌরভ ভানওয়ালারা তাঁদের পাশে আলবার্তো রডরিগেজ কী শুভাশিস বসুদের মতো পোড়খাওয়াদের পেয়েছেন নিজেদের ভুলত্রুটি সামাল দিতে। কিন্তু এদিন বিদেশি এবং সিনিয়ার হিসাবে যাঁকে পেলেন সেই নুনো রিজও প্রথমবার সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামেন। এঁরা ছাড়া ছিলেন অনভিজ্ঞ আমনদীপ সিং। এহেন ডিফেন্স নিয়েও শুরুর মিনিট দশেক নোয়া-জিমেনেজের আগ্রাসন দিব্যি সামলে দেওয়াটাই সম্ভবত আত্মবিশ্বাস বাড়ায় মোহনবাগানের। শুরুতে নুনোর ক্লিয়ারেন্স এবং পরে ২৯ মিনিটের মাথায় নোয়ার শট ধীরাজ সিং মৈরাংথেমের সরাসরি বুকে জমানোয় অধৈর্য হয়ে ম্যাচের লাগাম হাতছাড়া করে কেরালা। ২৮ মিনিটে হরমিপাম রুইভার দূরপাল্লার শট দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে গোলে ঢোকার মুখে ধীরাজের উড়ে গিয়ে বাঁচানো রীতিমতো তারিফযোগ্য। মাঝমাঠে তুলনায় বেশি অভিজ্ঞ ফুটবলার হাতে ছিল বাস্তব রায়ের। দীপক টাংরি ও অভিষেক সূর্যবংশীকে মাঝে রেখে দুই পাশে খেলালেন আশিক কুরনিয়ান ও মুথুট অ্যাকাডেমি থেকে আসা সালাউদ্দিন আদনানকে। সামনে ছিলেন সুহেল আহমেদ বাট ও সামান্য পিছনে সাহাল আব্দুল সামাদ।

২২ মিনিটে তরুণ সালাউদ্দিনের জন্যই গোল। তিনি গতি ও সূক্ষ্ম পায়ের কাজে নাওচা সিংকে কাটিয়ে বক্সে দাঁড়ানো সাহালের উদ্দেশ্যে বল তুলে দেন। সুহেল হেড না করে ফলস দিলে বল পান সাহাল। একাধিক কেরালা ফুটবলারের মধ্যে দিয়ে বল জালে পাঠান তিনি। দুই কেরালাইটের বোঝাপড়ায় হওয়া এই গোল বোঝায় মোহনবাগানের সিনিয়ার দলের বেঞ্চে বসে থাকারাই নয়, রিজার্ভ ফুটবলারদেরও ওজন কতটা! সালাউদ্দিন এরপরেও বেশ কয়েকবার নজর কেড়েছেন। ৪৮ মিনিটে তাঁর শট দুর্দান্তভাবে শচীন সুরেশ না বাঁচালে তখনই ২-০ হয়ে যেত। তবে তার জন্য অবশ্য আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। তিন মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোলের বল বাড়ান আর এক কেরালাইট। টাংরির থেকে আশিকের কাছে বল গেলে তিনি বক্সের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুহেলকে মাইনাস করলে তিনি গোলে ঠেলে দিতে ভুল করেননি। এরপর থেকে ম্যাচ শেষ হওয়া পর্যন্ত অগুনতি সুযোগ ধীরাজ-দীপেন্দু বিশ্বাসদের টলাতে না পারলেও শেষপর্যন্ত ৯৪ মিনিটে বাগান ডিফেন্সের ক্লান্তির সুযোগে গোল পরিবর্ত শ্রীকুট্টানের। তবে তাতে বাগানের সেমিফাইনালে যাওয়া আটকায়নি।

মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস সুহেল আহমেদ বাটের। ভুবনেশ্বরে শনিবার।

শেষ চারে সামনে এফসি গোয়া

> আপাতত আর একটা ম্যাচে এই তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাব। এর বাইরে আর কিছু ভাবছি না।
>
> **বাস্তব রায়**

ম্যাচ শেষে বাস্তব রায় বলেছেন, 'আপাতত আর একটা ম্যাচে এই তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাব। এর বাইরে আর কিছু ভাবছি না।' সম্ভবত ফুটবলারদের উপর চাপ না বাড়ানোর জন্যই এহেন বক্তব্য বাগান কোচের।

সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার মুখোমুখি হবে বাগান। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনাল পাঞ্জাব এফসি-কে ২-১ গোলে হারাল মানোলো মার্কুয়েজের দল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পুলগা ভিদালের গোলে এগিয়ে যায় পাঞ্জাব। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার মিনিটখানেক আগে সমতা ফেরান বোরহা হেরেরা। ম্যাচের সংযুক্তি সময় জয়সূচক গোল মহম্মদ ইয়াসির মহম্মদের।

মোহনবাগান : ধীরাজ, সৌরভ, দীপেন্দু, নুনো, আমনদীপ, সালাউদ্দিন, দীপক, অভিষেক, সাহাল, আশিক ও সুহেল (গ্লেন)।

নিলামে ভুল হয়েছে, মানছেন ফ্লেমিং

ধোনির কাঠগড়ায় ফের ব্যাটাররা

চেন্নাই, ২৬ এপ্রিল : ৯ ম্যাচে ৭ হার। চলতি আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের প্লে-অফের স্বপ্ন কার্যত শেষ। শুক্রবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে হারের পর ফের দলের ব্যাটারদের কাঠগড়ায় তুললেন সিএসকে অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি।

১৭ বছরের আয়ুষ মাত্রে (১৯ বলে ৩০), দলে নতুন যোগ দেওয়া ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের (২৫ বলে ৪২) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পরও চেন্নাই সুপার কিংস অল আউট হয় ১৫৪ রানে। শুরুর দিকে কয়েকটি ম্যাচে সিএসকে-র বোলিং ব্রিগেড ক্লিক করেছিল। শুক্রবার চিপকে সেটাও না হওয়ায় সানরাইজার্সের জয় পেতে সমস্যা হয়নি।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে হারের পর ধোনি জানিয়েছিলেন, ব্যাটাররা পর্যাপ্ত রান স্কোরবোর্ডে তুলতে পারেনি। শুক্রবারও সাংবাদিক সম্মেলনে একই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন মাহি। বলেছেন, 'আমরা ধারাবাহিকভাবে উইকেট হারিয়েছি। প্রথম ইনিংসে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো ছিল। ৮-১০ ওভারের পর উইকেট কিছুটা ডাবল পেসড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বোলাররা আহামরি কোনও সাহায্য পাচ্ছিল না। তাই এই ধরনের উইকেটে ১৫৫ রান পর্যাপ্ত স্কোর ছিল না। আমরা অন্তত ২০ রান কম করেছি। মাঝের ওভারগুলিকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল আমাদের। শুরুটা ভালো হওয়ার পরও ১৫-২০ রান কম করা হতাশাজনক।' এবারের আইপিএলে শুরু থেকে কোনও কিছুই ঠিকঠাক যায়নি সিএসকে-র। দুই-একটা ইনিংস বাদ দিলে ব্যাটিং ব্রিগেড প্রতি ম্যাচে নিয়ম করে ডুবিয়েছে। সমস্যার পাহাড়ে বসে রয়েছে ইয়েলো ব্রিগেড। ধোনিও যা মেনে নিয়েছেন। বলেছেন, 'আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে একটা-দু'টা জায়গায় সমস্যা থাকলে তা সামলে দেওয়া যায়। কিন্তু অন্তত চারজন ব্যাটার অফফর্মে থাকলে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু জায়গায় বদল করা সম্ভব। টুর্নামেন্টের মাঝে তো আর পুরো দলকে বদলে ফেলা যায় না। সবাই ভালো খেললে বাকিদের দেখে নেওয়ার সুযোগও থাকে। তাতে কাজ না হলেও অসুবিধা হয় না। কিন্তু একই সঙ্গে চারজন ব্যর্থ হলে সমস্যা হয়।'

সিএসকে-র কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং মেনে নিয়েছেন, ভুলটা নিলামে হয়েছিল। ফ্লেমিংয়ের কথায়, 'দলের পারফরমেন্স কেন এরকম হল, বলা কঠিন। আমরা খেলার ধরন নিয়েও অনেক আলোচনা করেছি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বেশ কয়েকজন স্থায়ী ক্রিকেটারকে পেয়েছি। তাদের জন্যই দলের পারফরমেন্স ভালো হত। এবারের স্কোয়াডে অনেক নতুন খেলোয়াড়। নিলামে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি তাদের পরিকল্পনা মতো দল তৈরি করতে পেরেছে। আমরা পারিনি। এই ব্যর্থতার দায় আমাদেরই নিতে হবে। নিলামে আমরা আরও ভালো ক্রিকেটার নিতে পারতাম। কিন্তু আমরা পারিনি। এটা অজুহাত নয়। তবে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।'

ঘরের মাঠে টানা পাঁচ হার। দল নিয়ে ক্রমশ হতাশা বাড়ছে মহেন্দ্র সিং ধোনির।

হলুদ ব্রিগেডের প্রাক্তন তারকা সুরেশ রায়না মনে করছেন, এত খারাপ নিলাম ধোনি করতে পারেন না। রায়নার মতে, 'অতীতে নিলাম টেবিলে ধোনি উপস্থিত না থাকলেও নিলামে নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তে ধোনি যুক্ত থাকত। কিন্তু এবার ধোনিও জানে, নিলাম ভালো হয়নি। এত খারাপ নিলাম ধোনি করতে পারে না। আমার মতে, ধোনি নিলামে যুক্ত থাকলে এত বাজে স্কোয়াড হত না চেন্নাইয়ের।' সানরাইজার্স ম্যাচে অধিনায়ক ধোনির কিছু ভুলত্রুটি বিশেষজ্ঞদের চোখ এড়ায়নি। কিন্তু রায়নার মতে, '৪৩ বছরেও ধোনি ২০ ওভার কিপিং করছে, দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সিএসকে ব্র্যান্ড, সমর্থক ও দলের কথা ভেবে খেলছে। কিন্তু বাকিরা কী করছে? ১৮-২০ কোটিতে যাদের রাখা হয়েছে দলে, সেই ক্রিকেটাররা কিন্তু প্রয়োজনের সময় এগিয়ে আসতে পারছে না।'

ভারতীয় দলের আরেক প্রাক্তন তারকা বীরেন্দ্র শেহবাগ চটেছেন রবীন্দ্র জাদেজার স্ট্রাইকরেট নিয়ে। শুক্রবার চার নম্বরে নেমেছিলেন জাড্ডু। কিন্তু দলকে ভরসা দিতে পারেননি। পরে জাদেজার স্ট্রাইকরেট নিয়ে বীরু বলেছেন, 'জাদেজা যদি উপরে নামে, তাহলে ওর স্ট্রাইকরেট নিরর্থক। কিন্তু ওর উচিত অন্তত ১৫-১৮ ওভার টিকে থাকা, যাতে বাকিরা খেলতে পারে।'

সিএসকে-র ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও হতাশ শেহবাগ। বলেছেন, 'চেন্নাইয়ের ব্যাটিং অর্ডার আমার বোধগম্যের বাইরে। আমার মতে, ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের আদর্শ জায়গা তিন নম্বর। চারে শিবম দুবে। পাঁচে জাদেজা। তারপর স্যাম কুরান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেউই ধারাবাহিকভাবে রান করতে পারছে না। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের না থাকা চেন্নাইয়ের বড় ক্ষতি। রুতুরাজ ছিটকে যাওয়ায় ওরা এমন একজনকে হারিয়েছে যে ১৪০-১৬০ স্ট্রাইকরেটে ইনিংস চালনা করতে পারত।'

রেকর্ড তৈরির লাফে শৈলী সিং।

নজির ভেঙে গর্বিত শৈলী

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ এপ্রিল : ভারতীয় লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জের দুই দশকের পুরোনো নজির ভাঙলেন বছর একুশের তরুণী শৈলী সিং।

২০০২ সালে ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের লং জাম্পে ৬.৫৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নজির গড়েন অঞ্জু। ২৩ বছর পর সেই নজির ভাঙলেন তাঁরই ছাত্রী শৈলী। এরনাকুলমে ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৬.৬৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সোনা জিতলেন তিনি। ঝাঁসিতে জন্ম শৈলীর। মাত্র ১৪ বছর বয়সে উত্তরপ্রদেশ থেকে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে 'অঞ্জু ববি জর্জ স্পোর্টস ফাউন্ডেশনে' যোগ দেন। সেদিক থেকে অঞ্জু তাঁর গুরুও। যে কারণে এই কৃতিত্ব শৈলীর কাছে আরও গর্বের।

ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত অঞ্জু

ফেডারেশন কাপে সোনা জয়ের পর শৈলী বলেছেন, 'অঞ্জু ম্যাডামের নজির ভাঙা আমার কাছে গর্বের। ওঁর যা সাফল্য তা সবসময়ই আমাকে অনুপ্রেরণা জোগায়। ওনাকে অনুসরণ করেই এগোনোর চেষ্টা করছি। ২৩ বছর ম্যাডামের রেকর্ড অক্ষত ছিল। এটাই প্রমাণ করে উনি কতটা ব্যতিক্রমী। ওঁর উত্তরাধিকারী হতে পারা আমার কাছে সম্মানের।'

ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত অঞ্জু বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস ছিল পারলে শৈলীই আমার নজির ভাঙতে পারবে। ওর এই সাফল্য আমার কাছেও বিরাট পাওয়া। শৈলী কবে আমার জাতীয় রেকর্ড ভাঙতে পারে তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।' তাঁর সংযোজন, 'রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য। শৈলীকে দেখার পর থেকেই মনে হয়েছিল ও অনেক দূর এগোবে। আর এখন তো পারফরমেন্সই বলে দিচ্ছে ওর ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল।'

প্রত্যাবর্তনের আগে চিন্তিত সিনার

রোম, ২৬ এপ্রিল : দিন পনেরো আগেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তিন মাসের নির্বাসন কাটিয়ে মে মাসে রোম মাস্টার্সে কোর্টে ফিরছেন জানিক সিনার। তবে প্রত্যাবর্তন যে খুব মসৃণ হবে, তেমনটা আশাও করছেন না ইতালিয়ান টেনিস তারকা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পরই ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হন সিনার। গত ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে তিন মাসের জন্য নির্বাসিত ঘোষণা করে 'ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি'। ৪ মে সেই নির্বাসন পর্ব শেষ হচ্ছে। তারপরই রোম মাস্টার্সে নামবেন সিনার। তবে তিনি নিজে মনে করছেন, প্রত্যাবর্তন খুব একটা সহজ হবে না। বলেছেন, 'প্রস্তুতিতে কঠোর পরিশ্রম করছি। তবুও ফেরার পর শুরুটা সহজ হবে না। বিশেষত প্রথম ম্যাচটা আমার জন্য তো খুবই কঠিন হবে। আশা করছি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ ফিরে পাব।' তিন মাসের নির্বাসন কীভাবে কাটিয়ে উঠলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে বছর তেইশের সিনার বলেছেন, 'শুরুর দিকটা খুবই কঠিন ছিল। সবকিছু থেকেই একটু দূরে ছিলাম। তবে পরে পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। নতুন করে নিজেকে চেনার চেষ্টা করেছি। সেদিক থেকে দেখলে এই সময়টা আমাকে সাহায্যও করেছে।'

নীরজের পাশে যোগেশ্বর

'দেশপ্রেম প্রমাণের প্রয়োজন নেই'

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : দেশপ্রেম-বিতর্কে নীরজ চোপড়ার পাশে দাঁড়ালেন যোগেশ্বর দত্ত। হরিয়ানার এই কুস্তিগির নিজের রাজ্যের জ্যাভলিন থ্রোয়ারকে 'ভাই' সম্বোধন করে বলেছেন, 'নীরজভাই, তোমার দেশপ্রেম প্রমাণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই নিজেকে প্রমাণ করারও।'

গতকালই সামাজিক মাধ্যমে গালাগাল ও ঘৃণামূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিলেন নীরজ। পরিষ্কার বলেছিলেন, 'আর্শাদ নাদিমের ব্যাপারটা ছিল এক অ্যাথলিটের সতীর্থ অ্যাথলিটকে আমন্ত্রণ-এর চেয়ে বেশি কিছু নয়, কমও কিছু নয়। এর উদ্দেশ ছিল সেরা অ্যাথলিটদের ভারতে নিয়ে আসা এবং এনসি ক্লাসিকস প্রতিযোগিতা বিশ্বমানের করে তোলা। প্রত্যেক অ্যাথলিটের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে গিয়েছিল সোমবার, পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার দুইদিন আগে।'

নীরজের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা ট্রোলদের একহাত নিয়েছেন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী যোগেশ্বর। তাদের 'তুচ্ছ' অভিহিত করে এই কুস্তিগির বলেছেন, 'এইসব আজেবাজে কথা যারা বলে তারা না দেশ নিয়ে চিন্তিত না দেশপ্রেম নিয়ে।' ভারতীয় সেনায় সুবেদার র‍্যাংক রয়েছে নীরজের। এই প্রসঙ্গ টেনে এনে যোগেশ্বরের মন্তব্য, 'একমাত্র সেনা এবং খেলোয়াড়রাই বিদেশের মাটিতে তেরঙা ওড়াতে পারে এবং দেশের নাম গর্বিত করে। তুমি সেনার পাশাপাশি অ্যাথলিটও।' নিন্দুকদের কথায় কান না দিয়ে নীরজকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে যোগেশ্বর বলেছেন, 'তুমি চ্যাম্পিয়ন। দেশের নেতা। এভাবেই এগিয়ে যাও। চ্যাম্পিয়ন সবসময়ই সেরা।'

জিতে পাঁচে উঠে এসেছে চেলসি

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয় পেল চেলসি। শনিবার তারা ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারিয়েছে এভার্টনকে।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ২৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন চেলসির নিকোলাস জ্যাকসন। এই জয়ের সুবাদে আপাতত ৩৪ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে উঠে এল 'দ্য ব্লুজ'। সেই সঙ্গে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে থেকে গেল তারা।

এদিকে, চলতি মরশুমে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের খারাপ পারফরমেন্সে হতাশ সমর্থকরা। লিগ টেবিলে ১৫তম স্থানে রয়েছে তারা। আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে গেলে ইউরোপা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই তাদের। আপাতত সেই লক্ষ্যে দৌড়াচ্ছেন রুবেন অ্যামোরিমের ছেলেরা।

তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত না হলেও অনেক খেলোয়াড় আগামী মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সি গায়ে চাপাতে চান বলেই দাবি কোচ অ্যামোরিমের। তিনি বলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টারের জার্সিতে অনেক তরুণ খেলোয়াড়ই আগামী মরশুমে খেলতে চান। যদিও আমাদের দল এখন অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব খেলোয়াড়ের স্বপ্ন থাকে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের হয়ে খেলা।'

চলতি মরশুমে লোন ট্রান্সফারে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও অ্যান্টোনিকে ছাড়া হয়েছিল। দুইজনেই অন্য ক্লাবে ভালো পারফরমেন্স করছেন। তবে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্লাব সিদ্ধান্ত নেবে বলে অ্যামোরিম জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'র‍্যাশফোর্ডদের বিষয়ে ক্লাব সিদ্ধান্ত নেবে। তবে আমি সবসময় চাই ম্যাচ জিততে এবং জেতার জন্য সেরা খেলোয়াড়দের দলে রাখতে।'

রাজধানীতে আজ কোহলি বনাম লোকেশ

বিরাটদের আজ লক্ষ্য বাইরে টানা ষষ্ঠ জয়

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : 'এটা আমার মাঠ। এই মাঠকে আমার চেয়ে বেশি কেউ চেনে না।' ১০ এপ্রিল এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হারানোর পর লোকেশ রাহুলের সেলিব্রেশন ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে এখনও টাটকা। নয়াদিল্লির ফিরোজ শা কোটলাও (বর্তমানে অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম) বিরাট কোহলির ঘরের মাঠ। ফলে রবিবার সতীর্থ লোকেশের সামনে বদলা নেওয়ার সুযোগ পাবেন তিনি। তাই রাজধানীতে রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় বিরাট-লোকেশ দ্বৈরথই আকর্ষণের কেন্দ্রে। যে টক্করে চলতি আইপিএলে টানা ষষ্ঠ অ্যাওয়ে ম্যাচে জয়ের লক্ষ্য আরসিবি-র।

'গল্প হলেও সত্যি।' চলতি আইপিএলে বেঙ্গালুরু ঘরের বাইরে নতুন গল্পই লিখছে। পাঁচটি অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলে সবকয়টিতেই জয়। নতুন চেহারার আরসিবি-কে স্বপ্ন দেখছে সমর্থকরা। আগামীকাল আরও একটা জয় ভক্তদের প্রত্যাশা বাড়ানোর সঙ্গে বেঙ্গালুরুকে প্লে-অফের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে।

বেঙ্গালুরুর এবারের রঙিন সাফারিতে প্রায় প্রতি ম্যাচে নিয়ম করে অবদান রাখছেন কোহলি (৯ ম্যাচে ৩৯২ রান নিয়ে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে দ্বিতীয়)। বেঙ্গালুরুর ছয়টি জয়ে বিরাটের পাঁচটি অর্ধশতরান সেটারই প্রমাণ। রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আরও একটা বিরাট স্পেশাল ইনিংস দুই নম্বরে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালসের হাসি কারার জন্য যথেষ্ট।

শুধু বিরাট নয়, আইপিএলের ইতিহাসে প্রথমবার গোটা আরসিবি দলটা একসঙ্গে ক্লিক করেছে। ওপেনিং বিরাটের পাশে ফিল সল্ট নির্ভরতা দিচ্ছেন। মিডল অর্ডারে অধিনায়ক রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মাদের ব্যাট চলায় এবং লোয়ার অর্ডারে টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড, লিয়াম লিভিংস্টোনদের পাওয়ার হিটিং অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার-দীনেশ কার্তিকদের স্বস্তি দিচ্ছে। আগামীকালও এই ব্যাটিং লাইনআপ মিচেল স্টার্ক, মুকেশ কুমার, অক্ষর প্যাটেলদের কাজ কঠিন করবে।

বোলিংয়ে ভুবনেশ্বর কুমার-জোশ হ্যাজেলউড নামক দুই ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে পাতিদারের হাতে। রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়ে হ্যাজেলউড একাই রিয়ান পরাগদের কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন। ৯ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপের দৌড়ে দুই নম্বরে রয়েছেন হ্যাজেলউড। আগামীকালও লোকেশ-করুণ নায়ার-অভিষেক পোড়েল সমৃদ্ধ দিল্লির ব্যাটিং লাইনআপকে ভাঙার জন্য জোশের দিকেই তাকিয়ে থাকবেন পাতিদার। স্টার্ক বনাম হ্যাজেলউড-দুই অজি পেসারের টক্করও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে।

বিরাট যদি আরসিবি-র নিউক্লিয়াস হন, তাহলে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার 'অস্বস্তিকর বাড়ি' থেকে দিল্লিতে এসে নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পেয়েছেন লোকেশ। ফর্মে থাকা অভিষেক, করুণরাও লোকেশের চাপ কমিয়ে দিচ্ছেন। আগামীকাল লোকেশের ফের একবার কথা বললে কিং কোহলির 'ঘর ওয়াপসি' সুখকর হবে না। তবে দিল্লির কিছুটা হলেও চিন্তার জায়গা লোয়ার অর্ডার। ক্রুণাল পান্ডিয়া, সুযশ শর্মারা দিল্লির এই ফাঁক কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন। বেঙ্গালুরুর হাতে ক্রুণাল-সুযশের স্পিন থাকলে অধিনায়ক অক্ষরের সঙ্গে দিল্লি শিবিরকে ভরসা দেওয়ার জন্য আছেন কুলদীপ যাদব।

বিরাট বনাম লোকেশ, স্টার্ক বনাম হ্যাজেলউড, স্পিন বনাম স্পিন-রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বিনোদনের অভাব নেই। বাজিমাত কোন পক্ষ করে, সেটাই এখন দেখার।

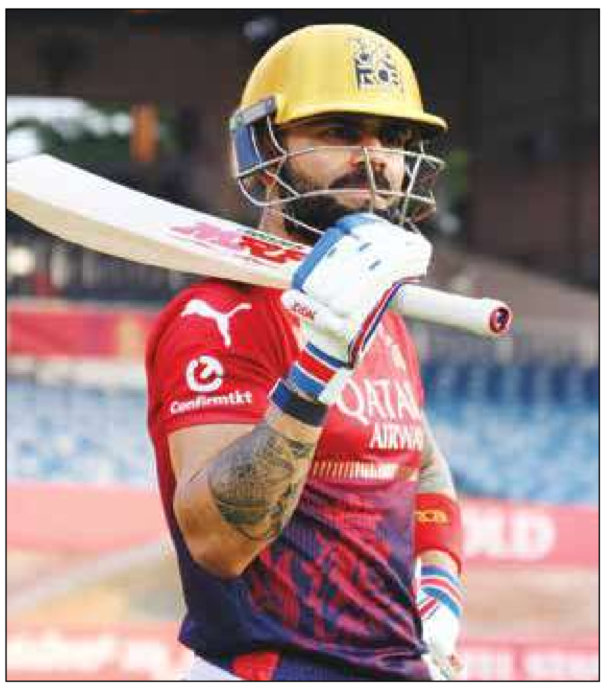
দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন বিরাট কোহলি।

অনুশীলনের ফাঁকে কায়রন পোলার্ডের সঙ্গে খোশগল্প রোহিত শর্মার।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে বদলার অপেক্ষায় রোহিতরা

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল : 'কী হিরো, আসার সময় হল!'

বক্তা রোহিত শর্মা। আর যাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি শার্দূল ঠাকুর। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম দুজনেরই ঘরের মাঠ। তবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মাঠে রাজা যে রোহিতই। তাঁর অধিকারবোধও একটু হলেও বেশি। আইপিএলে জার্সি আলাদা হলেও দেরিতে মাঠে আসার কারণ তিনি জানতে চাইতেই পারেন।

রবিবার আইপিএলে দিনের প্রথম ম্যাচে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে খেলবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তার আগে শনিবার অনুশীলনে খানিক দেরিতেই মাঠে আসেন শার্দূল। তা দেখে মজার ছলেই রোহিত বলেছেন, 'কী হিরো, আসার সময় হল! ঘরের দল না কি?' পাশে বসেছিলেন আরও এক মুম্বইকর জাহির খান। তিনিও হেসে ওঠেন।

এ তো গেল মাঠের বাইরের কথা। আইপিএল পয়েন্ট টেবিলে এই মুহূর্তে দুই দলই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ঝুলিতে ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। ফলে রবিবার যারাই জিতবে তারাই একটু হলেও প্লে-অফের দিকে এগোবে। এই আইপিএলে প্রথম সাক্ষাতে ঘরের মাঠে মুম্বইকে হারিয়ে দিয়েছিলেন ঋষভ পন্থরা। সেদিক থেকে হার্দিক পান্ডিয়ার দলের কাছে এই ম্যাচ বদলারও। যদিও সেই সময়ের সঙ্গে এখনকার পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাদের প্রথম পাঁচটা ম্যাচের মধ্যে জিতেছিল মাত্র একটা। সেই মুম্বইই শেষ চার ম্যাচ অপরাজিত। সেখানে লখনউ সুপার জায়েন্টসের সামনে শেষ ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি দিচ্ছে রোহিতের ছন্দে ফেরা। শেষ দুটো ম্যাচে দলের জয়ে তাঁর বড় অবদান রয়েছে। দলের ব্যাটিং কোচ কায়রন পোলার্ড মনে করছেন, খারাপ সময় যেতেই পারে। তা দিয়ে রোহিতের মতো ক্রিকেটারকে বিচার করা একেবারেই ঠিক নয়। বলেছেন, 'সবসময় একরকম আত্মবিশ্বাস থাকে না। তাই খারাপ সময় ক্রিকেটারদের আরও বেশি করে পাশে থাকা উচিত। পরে তার ফল পাওয়া যায়।' তবে রোহিত একা নন, দল সাফল্য পেলে তাতে সবার সমান কৃতিত্ব।

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
বনাম
লখনউ সুপার জায়েন্টস
সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

দিল্লি ক্যাপিটালস
বনাম
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

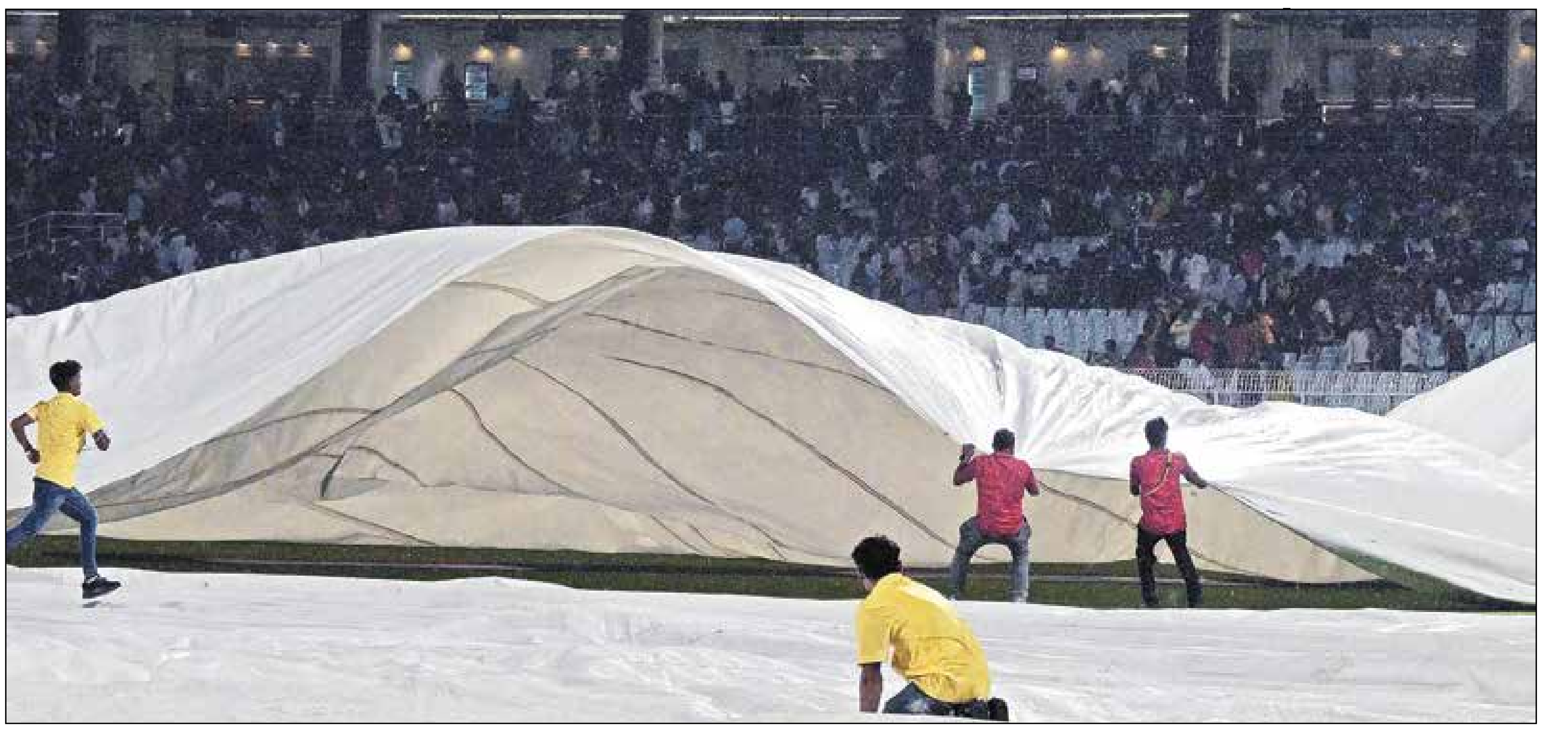

কলকাতা নাইট রাইডার্স ইনিংসের ১ ওভার শেষ হতেই নামল কালবৈশাখী। মাঠ ঢাকার কভার সামলাতে হিমশিম ইডেন গার্ডেন্সের কর্মীরা। শনিবার এএফপি-র তোলা ছবি।

রাতের ইডেনে কালবৈশাখী

বরুণদের উড়িয়ে প্রভসিমরান-প্রিয়াংশ ঝড়

পাঞ্জাব কিংস-২০১/৪
কলকাতা নাইট রাইডার্স-৭/০
(১ ওভার পর্যন্ত)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : টার্গেট ২০২।

অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভার শেষ। ইডেন গার্ডেন্সে শুরু ঝড়। তারপর বৃষ্টি। সবুজ আউটফিল্ড সাদা কভারে ঢাকা। ম্যাচের শুরুতেও নন্দনকাননে ঝড় উঠেছিল। পাঞ্জাবের ইনিংসে। তবে ওপেনিং জুটি প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্যর ব্যাট থেকে। জুটিতে লুটিতে যে ঝোড়ো যুগলবন্দি আবারও প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয় নাইট বোলিংকে।

বাঁচার ম্যাচ। ঘুরে দাঁড়ানোর টক্কর। ব্যর্থতা ঝেড়ে দলকে প্লেঅফের দৌড়ে ফেরানোর নাইটদের মরিয়া তাগিদ উড়ে যায় পাঞ্জাব ওপেনারদ্বয়ের যে ঝড়ে। রাতে ওঠা কালবৈশাখী ঝড়ে মাঠের কভার সামলাতে হিমসিম হাল হচ্ছিল মাঠকর্মীদের। একই হাল পাঞ্জাব ইনিংসে বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণদের।

১২০ রানের ওপেনিং জুটি। জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতে নাইটদের ঘরের মাঠে ছড়ি ঘোরালেন প্রভসিমরান (৮৩), প্রিয়াংশরা (৬৯)। টসের সময় রাহানে সাহসী ক্রিকেটের কথা শুনিয়েছিলেন। যদিও পাঞ্জাবের 'পি' ফ্যাক্টরে শুরুতেই কুঁকড়ে যায় নাইট বোলিং।

প্রত্যাশামাফিক দলে একাধিক পরিবর্তন। রোভমান পাওয়েলের সঙ্গে চমক চেতন সাকারিয়া প্রথম এগারোয়। কোপ মইন আলি ও রামনদীপ সিংয়ের ওপর। আন্দ্রে রাসেলকে নিয়ে টানাটানি হলেও ফের ভরসা রাখা। দীর্ঘদিনের ম্যাচ উইনারকে ডাগআউটে রেখে মাঠে নামার সাহস দেখায়নি কলকাতা নাইট রাইডার্স।

শ্রেয়স আইয়ারের গলায় আবার ইডেন-আবেগ। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে পাঞ্জাব অধিনায়ক বলেন, ইডেন দর্শকদের সামনে খেলা সবসময় উপভোগ করেন। আলাদা অনুভূতি। আরও একটা দিন। ইডেনে খেলার সুযোগ। ভালো লাগছে। ভালো লাগাটা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন প্রিয়াংশ ও প্রভসিমরান। চলতি আইপিএলে সবচেয়ে 'লো প্রোফাইল' ওপেনিং জুটি। বাইশ গজে যদিও 'পি' ফ্যাক্টরের ছায়াটা ক্রমশ দীর্ঘ।

প্রথমবার ইডেনে খেলতে নেমেই জুটিতে লুটি। প্রভসিমরান শুরুতে ধরলেন, চালানোর দায়িত্বে বাঁহাতি প্রিয়াংশ। ২৭ বলে হাফ সেঞ্চুরি। প্রিয়াংশ-দাপটে ২৭ বলে পঞ্চাশে পৌঁছে যায় পাঞ্জাব। মন্থর ইডেন পিচে নাইটের চ্যালেঞ্জ যে কড়া হতে চলেছে, তার ভিত প্রস্তুত করে দেন। দীর্ঘদিন পর আইপিএলে ফেরা, নাইট জার্সিতে অভিষেককারী চেতন শুরুটা ভালো করেন। বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণের প্রথম ওভারে বেশ কিছু বল ঘুরলও।

ব্যাস এটুকুই। অফসাইড বেশ শক্তিশালী দিল্লির রনজি ট্রফি দলের সদস্য প্রিয়াংশ। বোলারদের বলে বলে গ্যালারিতে ফেলা নেশা। আনক্যাপড প্লেয়ার হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির ইতিমধ্যেই পকেটে। আজ ইডেনের বাইশ গজে তেমনই ঝড় উঠল। দ্বাদশ ওভারে আক্রমণে এসে যে ঝড় থামান রাসেল। আগের ওভারেই নারায়ণকে (৩৫/০) অস্ত্রকে ভোঁতা করে ২২ রান। রাসেলের আগের বলটাও সোজা গ্যালারির ঠিকানা লেখা।

পুনরাবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে ধরা পড়ে যান প্রিয়াংশ (৩৫ বলে ৬৯)। ৮টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে, ততক্ষণে নাইটদের ভালো শুরুর ভাবনা ঘেঁটে ঘ পাঞ্জাবের ১২০ রানের ওপেনিং জুটিতে। প্রবেশ ২০২৪ আইপিএল চ্যাম্পিয়ন নাইটদের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের। কোনও বল খেলার আগেই ব্যাট বদল! নাইটদের স্পিন-স্ট্র্যাটেজি গুঁড়িয়ে দিতে নিঃসন্দেহে রিকি পন্টিংয়ের সেরা অস্ত্র।

অবশ্য শ্রেয়স নামার আগেই রাস্তাটা মসৃণ করে রাখে ওপেনাররা। প্রিয়াংশ ফেরার পর ব্যাটন প্রভসিমরানের হাতে। ৩৮ বলে হাফ সেঞ্চুরি। শ্রেয়সকে উলটো দিকে দাঁড় করিয়ে বরুণের (৩৯/১) রহস্য স্পিনের বারোটা বাজিয়ে দেন। ১৪তম ওভারেই শুধু দিলেন বরুণ। আবারও প্রশ্ন তুলে দিলেন নাইট বোলারদের নিয়ে। যার হাত ধরে হাজির আবারও পিচ-বিতর্ক। কেন তাঁকে পাঞ্জাব রিটেইন করেছিল, তা বোঝাচ্ছিলেন আত্মবিশ্বাস ভরা ইনিংসে।

১৪ ওভার পেরোনোর আগেই ১৫০-এ পা পাঞ্জাব ইনিংসের। সুইচ হিট, রিভার্স শট, ফোরহ্যান্ড জ্যাব-পাওয়ার হিটিংয়ের অন্যরকম ছবি আঁকলেন ৮৩ রানের ইনিংসে। হাফ ডজন করে চার, ছক্কা। বৈভবের বলে যখন ফিরছেন, উলটো প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে পিঠ চাপড়ে দিলেন স্বয়ং অধিনায়ক শ্রেয়স। হাততালিতে কুর্নিশ জানাল হাজার তেত্রিশের ইডেন গ্যালারিও।

পহলগামের নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ দেখা গেল শনিবাসরীয় ইডেনে। এক মিনিট নীরবতা পালন, কালো আর্মব্যান্ড পরে নামলেন নারায়ণ-বরুণরা। ইডেন বেলের দড়িতেও টান পড়েনি। বাইশ গজের দ্বৈরথে প্রিয়াংশ-প্রভসিমরনদের সামনে সারাক্ষণই 'নখদন্তহীন' বোলিং নাইটদের। ওপেনারদ্বয় ফেরার পর রানের গতিতে কিছুটা ব্রেক লাগলেও ২০১/৪ পৌঁছে যায় পাঞ্জাব।

একসময় যে স্কোরটা ২২০-২২৫ মনে হচ্ছিল। শেষ পাঁচ ওভারে ৪০। কৃতিত্বটা অনেকাংশে দাবি করতেই পারেন রাসেল (২৭/১)। দীর্ঘক্ষণ ক্রিজে কাটালেও কিছুটা অফকালার শ্রেয়স (১৬ বলে অপরাজিত ২৫)। মুল্লানপুরের প্রথম ম্যাচে দল জিতলেও নিজে রান পাননি। এদিন ইডেনে বদলার ম্যাচে জমল না শ্রেয়সের ব্যাট।

অর্ধশতরানের পর প্রভসিমরান সিং ও প্রিয়াংশ আর্য (নীচে)। খুশি মনে ব্রেট লি-র সঙ্গে গল্পে মেতে পাঞ্জাব কিংসের মালকিন প্রীতি জিন্টা। ছবি : ডি মণ্ডল

ইডেনে পহলগাম স্মরণ

ভরল না মাঠ, বাজল না ঘণ্টাও

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : শনিবারের বিকেল। ধর্মতলা চত্বর সাধারণত থাকে জমজমাট।

প্রবল গরম, তীব্র আর্দ্রতার কারণে শনি বিকেলের ধর্মতলা চত্বরের ছবিটা একটু ভিন্ন। সঙ্গে রয়েছে দিন কয়েক আগে পহলগাম কাণ্ডের প্রভাবও। আর অবশ্যই টিকিটের চড়া দাম।

মেয়ো রোডের দিক থেকে ধর্মতলা চত্বরের দিকে এগিয়ে চলার পথে সব কিছুই কেমন যেন অচেনা ঠেকছিল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রয়েছে ক্রিকেটের নন্দনকাননে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ। অন্যান্য ম্যাচের দিন বিকেল পাঁচটার পর থেকেই ইডেন গার্ডেন্স সংলগ্ন এলাকা চলে যায় ক্রিকেটপ্রেমীদের দখলে।

কিন্তু আজ সবকিছুই কেমন যেন অচেনা। ক্রিকেট নিয়ে উৎসাহে আচমকাই ভাঁটার টান। টিকিট টিকিট চিৎকার অথবা তিন নম্বর গেট দিয়ে পাঁচ নম্বর গেটের টিকিট অদলবদলের আকুতিও নেই। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ ক্রিকেটের নন্দনকাননে প্রবেশ করার সময় কলকাতা পুলিশের এক কর্তা বলছিলেন, 'আজ মাঠ ভরবে বলে মনে হচ্ছে না। অন্যান্য দিন এই সময় জনজোয়ার সামাল দেওয়া যায় না।' সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ টসে জিতে পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার যখন ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখনও ইডেন গ্যালারির অর্ধেকের বেশি ফাঁকা।

খেলা শুরুর পরও মাঠ ভরেছে, এমন নয়। বরং শনি সন্ধ্যা থেকে রাত বাড়ার সঙ্গে ইডেনের গ্যালারির ছবিটা শুধুই হতাশার। ইডেনে কেকেআরের ম্যাচে প্রায় ৩৪ হাজার দর্শকের আগমন ক্রিকেটের জন্য কতটা ভালো বিজ্ঞাপন, তা নিয়ে তর্ক চলবেই। দোসর হিসেবে নাইটদের অদ্ভুতুড়ে ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজিও। যে পিচে দিন কয়েক আগে গুজরাটের বিরুদ্ধে তিন স্পিনার খেলিয়েছিল কেকেআর, সেই পিচেই আজ চার পেসারে খেললেন নাইটরা! নিশ্চিতভাবে চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত।

রোভমান পাওয়েল আজ খেলতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথা জানাই ছিল। কিন্তু চেতন সাকারিয়া? চোটআঘাতের কবলে পড়ে শেষ কবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন বাঁহাতি পেসার চেতন, তিনি নিজেও বোধহয় ভুলে গিয়েছেন। এহেন চেতন আজ এমন একটা দিনে কেকেআরের জার্সিতে সুযোগ পেলেন, যেদিন ক্রিকেটের নন্দনকাননজুড়ে পহলগামে জঙ্গিহানায় নিহতদের শ্রদ্ধা নিবেদনের ঢল নেমেছিল। টসের আগে শেষ পর্বের ওয়ার্মআপের সময় আন্দ্রে রাসেলরা এক মিনিট নীরবতা পালন করেছিলেন।

খেলা শুরুর আগে আরও একবার বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সৌজন্যে পহলগামে নিহতদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করল গোটা মাঠ। পাঞ্জাবের সহকারী কোচ ব্র্যাড হ্যাডিনকে নিয়ে সিএবি সভাপতি, সচিবরা ইডেন বেলের সামনে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু পহলগাম কাণ্ডের প্রতিবাদে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাজানো হয়নি ইডেন বেল। সিএবি-র তরফে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, পহলগামে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, তার প্রতিবাদের পাশে জঙ্গিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হচ্ছে। দুই প্রতিপক্ষ কেকেআর ও পাঞ্জাব কিংস দলের তরফে আজ রাতের ইডেনে কালো আর্মব্যান্ড পরে পহলগাম কাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

ইডেনে পহলগাম কাণ্ডের প্রতিবাদের রাতে নাইটদের দিশাহীন বোলিংয়ের সুবাদে ম্যাচে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছেন শ্রেয়সরা। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে তার মধ্যেই কেকেআরের রিঙ্কু সিং সাক্ষাৎকার দিয়ে ট্রোলড হয়েছেন। চলতি মরশুমে রিঙ্কু একেবারেই ছন্দে নেই। এহেন রিঙ্কু আজ বলেছেন, মহেন্দ্র সিং ধোনির পরামর্শ মেনে এগিয়ে চলেছেন তিনি। সঙ্গে সতীর্থ রাসেলের থেকেও ম্যাচ ফিনিশ করার কৌশল শিখছেন তিনি। রিঙ্কুর এমন মন্তব্য নিয়ে রীতিমতো চর্চা চলছে সমাজমাধ্যমে।

আসলে খারাপ সময় চললে সহজ কথার মানেও ভিন্ন হয়ে যায়।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে শনিবার দর্শকরা ১ মিনিট নীরবতা পালন করলেন। ছবি : ডি মণ্ডল

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নেট রান রেট	পয়েন্ট
গুজরাট টাইটান্স	৮	৬	২	১.১০৪	১২
দিল্লি ক্যাপিটালস	৮	৬	২	০.৬৫৭	১২
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৯	৬	৩	০.৪৮২	১২
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	৯	৫	৪	০.৬৭৩	১০
পাঞ্জাব কিংস	৮	৫	৩	০.১৭৭	১০
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৯	৫	৪	-০.০৫৪	১০
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৮	৩	৫	০.২১২	৬
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৯	৩	৬	-১.১০৩	৬
রাজস্থান রয়্যালস	৯	২	৭	-০.৬২৫	৪
চেন্নাই সুপার কিংস	৯	২	৭	-১.৩০২	৪

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংস ম্যাচের আগে পর্যন্ত

বেটন হবে অ্যাস্ট্রোটার্ফে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : এই বছর ঐতিহ্যশালী হকি প্রতিযোগিতা বেটন কাপ হবে অ্যাস্ট্রো-টার্ফে। শনিবার হকি বেঙ্গলের ১১৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এই ঘোষণা করেছেন সংস্থার সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু।

জানা গিয়েছে, সল্টলেক স্টেডিয়ামের নবনির্মিত অ্যাস্ট্রো-টার্ফে বেটন কাপ হবে। এই বছর প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৭ নভেম্বর থেকে। এছাড়াও হকি বেঙ্গলের মাঠেও অ্যাস্ট্রো-টার্ফ বসাতে চলেছে বঙ্গ হকির নিয়ামক সংস্থা।

অপরাজিত থেকে শেষ ডায়মন্ডের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : আগেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিল। শনিবার শেষ ম্যাচ বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ড্র করে অপরাজিতভাবে আই লিগ টু শেষ করল ডায়মন্ড হারবার। এদিন ম্যাচের শুরুতে পহলগাম কাণ্ডে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান কিবুর ছেলেরা। শেষ ম্যাচ ড্র করে ১৬ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করেছেন তাঁরা। আগামী মরশুমে ডায়মন্ড হারবারকে আই লিগে দেখা যাবে।

চ্যাম্পিয়ন নরসিংহ, সেন্ট পিটার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : মহকুমা পরিষদের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ আয়োজিত সভাধিপতি কাপ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয় শিবমন্দিরের নরসিংহ বিদ্যাপীঠ। রানার্স খড়িবাড়ির তারকনাথ সিন্দুরবালা হাইস্কুল। প্রতিযোগিতার সেরা নরসিংহের স্নেহা রায়।

নকশালবাড়ির বীর বিরসা মুন্ডা আদিবাসী গ্রাউন্ডে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয় গয়াগঙ্গার সেন্ট পিটার্স হাইস্কুল। রানার্স বুড়াগঞ্জ কালকূট সিং হাইস্কুল। প্রতিযোগিতার সেরা কালকূটের রোহিত বৈদ্য। পুরস্কার তুলে দেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিক্ষা এবং ক্রীড়া সংস্কৃতি দপ্তরের স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন রায় প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে শিবমন্দিরের নরসিংহ বিদ্যাপীঠ।

ফাইনালে হার পূজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‍্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে হেরে গিয়েছেন আয়োজক সংস্থার পূজা পাল। তুফানি সংঘের রেইনবো অ্যাকাডেমিতে শনিবার ফাইনালে তাঁকে হারিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার মুনমুন কুণ্ডু। সেমিফাইনালে সৃজনী দে-র বিরুদ্ধে মুনমুন জিতেছেন। পূজা হারিয়ে দেন কৌশিকি দাসগুপ্তকে।

অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগনার রাজদীপ বিশ্বাস। রানার্স উত্তর কলকাতার দেবাংশু চক্রবর্তী।

শিলিগুড়ি টিটি চ্যাম্পিয়নশিপে পুরস্কার নিয়ে পূজা পাল ও মুনমুন কুণ্ডু।

উত্তরের খেলা

শ্রীবাসের সোনা

দেওয়ানহাট, ২৬ এপ্রিল : দার্জিলিং স্ট্রেংথ লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপে শুক্রবার শিলিগুড়িতে ছেলেদের জুনিয়ার ৬০ কেজি বিভাগে সোনার জিতেছে শ্রীবাস দাস। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চেকাডরা গ্রামের বাসিন্দা শ্রীবাস।

পদক গলায় শ্রীবাস দাস। ছবি : তুষার দেব

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে দেশবন্ধু তরাই মর্নিং এফসিসি-র শ্যামল রায়।

সেমিতে নবাঙ্কুর, নেত্রবিন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ, সুজিত সেনগুপ্ত ও গৌতম গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে গ্রুপ 'বি' থেকে সেমিফাইনালে গেল নবাঙ্কুর সংঘ এফসি ও শালুগাড়া নেত্রবিন্দু এফসি। শনিবার নবাঙ্কুর ১-০ গোলে হারিয়েছে নেত্রবিন্দুকে। ম্যাচের সেরা জেমস মুর্মু গোল করে। দেশবন্ধু তরাই মর্নিং এফসিসি ২-১ গোলে জিতেছে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। তরাই মর্নিংয়ের অনিকেত দত্ত ও চিন্ময় সিং গোল পেয়েছে। শিলিগুড়ি অ্যাকাডেমির গোলটি অভিমন্যু দোরজির। ম্যাচের সেরা জয়ী দলের শ্যামল রায়। রবিবার গ্রুপ 'এ'-র দুইটি খেলা রয়েছে। খেলবে বিবেকানন্দ মর্নিং সকার-পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি ও উইনার্স কোচিং ক্যাম্প-হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি।

ফুটবল অ্যাকাডেমির কোষাধ্যক্ষ শুভ্র দে জানিয়েছেন, জেলা দলের প্রাক্তন ফুটবলার বিক্রম হালদারের (খাড়ু) প্রয়াণে এদিন খেলা শুরুর আগে ফুটবলার, রেফারি ও কর্মকর্তারা ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। পরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে বিক্রমের দেহ পৌঁছালে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ও ফুটবল অ্যাকাডেমির তরফে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দ্বিমুকুট এনজেপি, নেতাজির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : সংহতি ক্লাবে আয়োজিত ৩৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সহযোগিতায় ও শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সহযোগিতায় পুরনিগমের মেয়র কাপ ক্যারমে দ্বিমুকুট জিতেছে এনজেপি রেলওয়ে গার্লস স্কুল ও শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেদের বিভাগে নেতাজি ফাইনালে হারিয়েছে প্রীতনাথ স্কুলকে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগের ফাইনালে নেতাজি জিতেছে কবি সুকান্ত স্কুলের বিরুদ্ধে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের ফাইনালে হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়কে হারিয়ে দেয় এনজেপি রেলওয়ে গার্লস স্কুল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগের ফাইনালে এনজেপি হারিয়ে দেয় প্রীতনাথকে। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ।

মেয়র কাপ সাঁতার শুরু কাল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের দুইদিনে মেয়র কাপ প্রথম আন্তঃ স্কুল সাঁতার সোমবার শুরু হবে। পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের বিকাশ ঘোষ মেমোরিয়াল সুইমিং পুলে অনুষ্ঠেয় আসরে দেড়শোর বেশি প্রতিযোগী অংশ নেবে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শুভ জন্মদিন অহনা ঃ** সুন্দর এই ভুবনে সুন্দরতম হোক তোমার জীবন। সফল হোক তোমার জীবনের প্রতিটি স্বপ্ন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সুস্থ থেকো ও ভালো থেকো। আশীর্বাদ সহ- **বাবা সুজিত ঘোষ, মা অজন্তা ঘোষ, দাদু স্বপন ঘোষ, দিদা সুচিত্রা ঘোষ ও 'অহনা গোল্ড ঘি' পরিবারের সকল কর্মীবৃন্দ। পূর্ব নেতাজি রোড, আলিপুরদুয়ার।**

শ্রদ্ধা জ্যোতিকে

মহিলা ফুটবলে রানার্স ঘুঘুডাঙ্গা

জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগে রানার্স হল ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল কোচিং সেন্টার। শনিবার লিগের শেষ ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে মিলন সংঘকে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অনিতা রায়। মহিলা লিগে সর্বমোট ৩২ টি গোল হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ৩২ টি গাছ লাগাবে বলে জানিয়েছে। এদিন খেলা শুরুর আগে বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যোতি সরকারের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ফ্যান পার্কে কলকাতা-পাঞ্জাব ম্যাচ উপভোগ করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

আইপিএল ফ্যান পার্ক ঘিরে উন্মাদনা রায়গঞ্জে

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই শনিবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়াম অভিমুখে জনতার ঢল। সেখানেই তৈরি হয়েছে আইপিএল ফ্যান পার্ক। বিসিসিআই সমগ্র ভারতে যে পঞ্চাশটি শহর বেছে নিয়েছে আইপিএল ফ্যান পার্কের জন্য, তার মধ্যে জায়গা পেয়েছে উত্তরবঙ্গের একমাত্র রায়গঞ্জ। তাই ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিশালাকার পর্দায় ম্যাচ দেখানো শুরু হয়। প্রথম দিন কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংসের খেলা উপভোগ করলেন রায়গঞ্জবাসী।

মূল গেট দিয়ে ঢোকার সময় প্রত্যেক ক্রিকেটপ্রেমীর হাতে আইপিএল ফ্যান পার্কের ব্যান্ড পরানো হয়। সঙ্গে দেওয়া হয় একটি কুপন। উক্ত কুপন পরবর্তীতে লটারি খেলায় অংশ নেয়। মাঠের এক পাশে ছিল ক্রিকেট নেট। সেখানে লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ খেলায় অংশ নেয়। মেশিন থেকে ব্যাটারের দিকে বল ছোঁড়া হয়। শিশুদের মনোরঞ্জনে মিকিমাউসে চড়ার ব্যবস্থা ছিল। ফ্যান পার্কে রাখা রং দিয়ে আট থেকে আশি সকলেই নিজেদের গালে, কপালে পছন্দের দলের নাম লিখে নেয়। **ছবি : প্রতিবেদক**

ধীরাজের ৬২

জামালদহ, ২৬ এপ্রিল : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সমলা ফার্মেসি ও উৎপলকুমার ঘোষ ট্রফি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শনিবার জামালদহ সুপার কিংস ৫৬ রানে সানরাইজ ইলেভেনকে হারিয়েছে। টসে হেরে সুপার কিংস ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ধীরাজ রায় ৬২ রান করেন। জবাবে সানরাইজ ১২.১ ওভারে ৮৬ রানে সব উইকেট হারায়। রবিবার খেলবে জামালদহ সুপার স্টার-কালীরহাট নাইট রাইডার্স ও রাইজিং স্টার ও ৯৮ লায়ন্স।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন ধীরাজ রায়। ছবি : প্রতাপ ঝা

জিতল প্যান্থার

পারডুবি, ২৬ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শনিবার পয়েস্তি প্যান্থার ৭৬ রানে নাইট ওয়ারিয়রকে হারিয়েছে। প্রথমে প্যান্থার ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে। গুড্ডু বিশ্বাস ৪৫ রান করেন।জবাবে ওয়ারিয়র ৮.৫ ওভারে ৬১ রানে অল আউট হয়। রবিবার খেলবে টিম ডেস্ট্রয়ার-ওয়ারিয়র ও রয়্যাল কিংস-প্যান্থার।

সংবর্ধিত ৪

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল : জাতীয় ক্যারাটে ফেডারেশনের উদ্যোগে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় চার পদকজয়ীকে শনিবার সংবর্ধনা দিল উত্তরবঙ্গ ক্যারাটে সংস্থা। এদিন উত্তরবঙ্গ ক্যারাটে সংস্থার তরফে বীণাপানি ক্লাব ও ব্যায়মাগারে বার্ষিক বেল্ট এবং সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানও হয়।

জয়ী মেটেলি

মালবাজার, ২৬ এপ্রিল : ইয়ং বয়েজ ক্লাবের আয়োজিত এপিএল ক্রিকেটে শনিবার মেটেলি চা বাগান ৪৫ রানে হারিয়েছে বিভান ইলেভেনকে। প্রথমে মেটেলি ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৯ রান তোলে। জবাবে বিভান ১০ ওভারে ৭ উইকেটে আটকে যায় ৫৪ রানে। মেটেলির এমডি রাজ্জাক ২ উইকেট ও ৩১ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

পরের ম্যাচে এমসি মর্নিং ৫ উইকেটে হারিয়েছে এমসি দাস ধাবা দলকে। প্রথমে ধাবা ১০ ওভারে ১০ উইকেটে ৭১ রান করে। জবাবে মর্নিং ৮ ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অমিত তির্কি ৩ উইকেট ও ১৭ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

জেলা দাবা ১ মে

রায়গঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : উত্তর দিনাজপুর জেলা দাবা সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জেলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ১ মে সুপার মার্কেটের রোটারি ভবনে হবে। সংস্থার সচিব সুব্রত সরকার বলেছেন, 'অনূর্ধ্ব-৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫ এবং ওপেন এই ছয়টি ক্যাটেগোরিতে দাবা খেলা চলবে। সকাল সাড়ে দশটা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হবে।'

অজয়ের ৪ গোল

রায়গঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগে কালিয়াগঞ্জ ফুটবল ক্লাব ৬-১ গোলে বিন্দোল সকার অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। কালিয়াগঞ্জের অজয় জমাদার একাই চারটি গোল করেন। তাদের বাকি গোল রামলাল ও লখিন্দরের। বিন্দোলের গোলস্কোরার সোনারাম বেশরা। রবিবার খেলবে ইটাহারের চেকপোস্ট ফুটবল ক্লাব এবং রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়।

আজ জেলা দাবা

জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় রবিবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেলা দাবা প্রতিযোগিতা। সংস্থার সচিব সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সেন্ট পলস স্কুলে অনূর্ধ্ব-৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭ এবং ওপেন বিভাগে প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেবে। সকল বিভাগ থেকে ২ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা জয়ী খেলোয়াড় নির্বাচিত হবে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য।

বিজুর দাপট

কামাখ্যাগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাই স্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে শনিবার ২০১০ ব্যাচ ৭১ রানে হারিয়েছে ২০১২ ব্যাচকে। ২০১০ প্রথমে ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২৫১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা বিজু দেবনাথের অবদান ৭১ রান। বলাই দাস ৬৫ রান করেন। কৃষ্ণেন্দু ঘোষ ৪৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ২০১২ জবাবে ১৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮০ রানে আটকে যায়। মানস সাহা ৫০ রান করেন।